



## ২৮ দিনে দেশে রেমিট্যান্স গেলো ২৪২ কোটি ডলার

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ডিসেম্বর মাসের প্রথম ২৮ দিনে প্রবাসী আয় ২৪২ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে প্রবাসী আয়ের জোরালো

বাকি অংশ ০০ পৃষ্ঠায়

## সাদা পাউডার ও মৃত কুকুর নিয়ে প্রশ্ন

### সচিবালয়ে আগুন

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে আগুন লাগার ঘটনায় সন্দেহজনক বেশ কিছু বিষয় সামনে এসেছে। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৭ নম্বর ভবনের ষষ্ঠ থেকে নবম তলায় সাদা পাউডার পাওয়া গেছে। করিডরের মধ্যে কীভাবে সাদা পাউডার এল, সে প্রশ্ন উঠেছে। এটি কি দাহ্য নাকি চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড), তা খতিয়ে দেখতে সিআইডির ফরেনসিক ল্যাব ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়


The Weekly Bangla Patrika

# বাংলা পত্রিকা

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৫ ॥ সোমবার পৌষ ১৫, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ২৭, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 15 / December 30, 2024 USA. Free in NY, Other State $1


# নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন কমিউনিটির লোকজন

**শাহ্ সুমন, নিউইয়র্ক:** গত জুলাইয়ে বাংলাদেশ থেকে পারিবারিক ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আসেন মো. মুবিন। নিউইয়র্কের কুইন্সের এস্টোরিয়ায় বাসা ভাড়া নিয়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে বসবাস ও এখানে স্থানীয় একটি স্টোরে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেন তিনি। কিন্তু গত কয়েক মাস আয়ের অতিরিক্তি বাসা ভাড়া ও আনুষাঙ্গিক খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাঁকে। গত নভেম্বরের শেষের দিকে তিনি পরিবার নিয়ে বাফেলোতে স্থানান্তরিত হোন।

মো. মুবিনের মতো কমিউনিটির অনেকেই যেসকল স্টেটে বাসা ভাড়াসহ জীবন যাত্রার ব্যয় তুলনামূলক কম সেসব স্থানে পরিবার নিয়ে স্থানান্তরিত হচ্ছেন। গত কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্ক সিটিতে বাসা ভাড়াসহ জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে অতিরিক্ত। এখানে আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিবারের লোকজন ব্যয় নির্বাহ করতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন। এজন্য নিউইয়র্ক সিটির বাহিরে বাফেলো ও অন্যান্য স্টেটের প্যানসেলভিনিয়া, মেরিল্যান্ড, মিশিগান স্টেটে কমিউনিটির অনেকেই পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করছেন। অন্যান্য বছরের চেয়ে ২০২৪ সালে তুলনামূলকভাবে বেশি বাংলাদেশি পরিবার নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন এমনটি ধারণা কমিউনিটি এক্টিভিস্টদের।



- ২০২৩ সালে ৭৮ হাজারের বেশি মানুষ নিউইয়র্ক ছেড়ে অন্য স্টেট ও সিটিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন।
- নিউইর্য়ক যুক্তরাষ্ট্রের ৪র্থ ব্যয়বহুল স্টেট।
- প্রতি পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে গড়ে বাৎসরিক ৫০ হাজার ডলার আয় করতে হয়।

ইউএস সেনসাস ব্যুরো'র প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, ২০২০ সাল থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত নিউইয়র্কে বসবাসকারী ৬ লাখ ৩০ হাজার জন এ স্টেট ছেড়েছেন। এদের মধ্যে আমেরিকানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভুত রয়েছেন। ২০২৩ সালে ৭৮ হাজারের বেশি মানুষ নিউইয়র্ক ছেড়ে অন্য স্টেট ও সিটিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন ।

ফোবর্সের এক জরিপে দেখা গেছে, নিউইর্য়ক যুক্তরাষ্ট্রের ৪র্থ ব্যয়বহুল স্টেট। এখানে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে গড়ে বাৎসরিক ৫০ হাজার ডলার আয় করতে হয়।

গত অক্টোবরে আরেকটি জরিপে দাবি করা হয়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক লাখ নিউইয়র্কার যুক্তরাষ্ট্রের অন ্য স্টেটগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

গত অক্টোবরে আরেকটি জরিপে দাবি করা হয়, চলতি বছরে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক লাখ নিউইয়র্কার যুক্তরাষ্ট্রের অন্য স্টেটগুলোতে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

মো. মুবিনের ভাষ্যমতে, গত জুলাইয়ে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে নিউইয়র্কে আসেন। দুই ছেলেকে এখানে একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি করেন। মাসিক ৩,৩০০ ডলার দিয়ে এস্টোরিয়ার একটি প্রাইভেট এপার্টমেন্ট হাউজে দুই রুমের

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

## সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

### কৃষক থেকে হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** শান্তিতে নোবেল জয়ী যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মারা গেছেন। স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের প্লেইনস-এ নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। জিমি কার্টারের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান কার্টার সেন্টার। জিমি কার্টার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রেসিডেন্ট। গত অক্টোবর মাসে তিনি ১০০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন। ডেমোক্র্যাট দল থেকে নির্বাচিত জিমি কার্টার ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সংকটের মধ্যেই তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। জনপ্রিয়তা হারিয়ে হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর মানবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজের সুনাম ফিরে পান জিমি কার্টার। এই কর্মকান্ডের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে তাঁকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। জিমি কার্টার চার সন্তান ও ১১ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর স্ত্রী রোসালিন ২০২৩ সালের নভেম্বরে মারা যান।

এদিকে শত বছর বয়সে মৃত্যুবরণকারী যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে 'অসাধারণ নেতা' আখ্যায়িত করে শোক প্রকাশ করেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

কৃষক থেকে কোটি পতি, তারপর প্রেসিডেন্ট হন জিমি কার্টার

কৃষক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়

## নিউইয়র্কের কারারক্ষীদের মারধরে বন্দীর মৃত্যু

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** একটি সংশোধনাগারে কারা কর্মকর্তারা হাতকড়া পরা এক বন্দীকে প্রচণ্ড মারধর করছেনএমন একটি ভিডিও ফুটেজ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। মারধরের পরদিন সকালে ওই ব্যক্তি মারা যান। ঘটনাটি ঘটেছে নিউইয়র্কের একটি সংশোধনাগারে। পরে এ নিয়ে তুমুল সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিবিসি। নিহত বন্দীর নাম রবার্ট ব্রুকস, বয়স ৪৩ বছর।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়

### শুভেচ্ছা

ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫ সাল উপলক্ষে বাংলা পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল, সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি।

-সম্পাদক

## দেশে দেশে সরকার পতন-পরিবর্তনের বছর ২০২৪

সালতামামি ২০২৪

### প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির বছর হোক ২০২৫

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** ঘটনাবহুল বিদায় ২০২৪ সাল। স্বাগত ২০২৫ সাল। বিদায় বছর ২০২৪ সালর দেশে দেশে সরকার পতন/পরিবর্তনের বছর হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আর নতুন বছর ২০২৫ হবে প্রত্যাশা আর প্রাপ্তি'র। সচেতন মানুষদের এমন-ই ভাবনা। ২০২৪ সাল স্বস্তির আশা নিয়ে শুরু হলেও শেষ প্রান্তে এসে এই বছরে বিশ্বজুড়ে বেড়েছে অস্থিরতা। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ-উত্তেজনা কিংবা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, কোনোটারই সমাধান হয়নি। এর সঙ্গে বরং যোগ হয়েছে ইরান-ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলা। অস্থিরতা বেড়েছে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। পাশাপাশি প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির বছর হিসেবে দেখা হচ্ছে নতুন বছর ২০২৫ সালকে। শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রত্যাশা নতুন বছরে বাংলাদেশ জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক দেশটিতে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হবে। আর যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে 'গ্রেট আমেরিকা মেইক এগেই' শ্লোগান নিয়ে বিশ্ব দরবারে নিজেকে নতুন করে আবির্ভূত করবে। অপরদিকে বন্ধ হবে ইউক্রেন-রাশিয়া আর গাজার যুদ্ধ। সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন সরকার। ২০২৪ সালে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া দেশে দেশে সরকার পতন/পরিবর্তনের আলোচিত ঘটনার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে সরকার পতন : ইতিহাসে ৩৬ জুলাই

বাংলাদেশজুড়ে নানা ঘটনা, আলোচনা-সমালোচনা, শঙ্কা ও নাভিশ্বাসের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে

বাকি অংশ ১২ পৃষ্ঠায়

## এবার প্রকাশ্য বাগ্‌যুদ্ধে বিএনপি ও জামায়াত



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** দীর্ঘ প্রায় আড়াই দশকের জোট শরিক বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে চলছে এবার প্রকাশ্য কথার লড়াই। এ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছেন দল দুটির শীর্ষ নেতারা। রোববার জামায়াতের সাম্প্রতিক কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বাকি অংশ ০৫ পৃষ্ঠায়


যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

TIME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

# “আগামী বিজয় দিবসের আগে জুলাই গণহত্যার বিচার শেষ করা হবে”

আগামী বছরের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে জুলাই গণহত্যার বিচার শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেছেন বিচার সম্পন্ন করে বিজয় উদ্ যাপন করা হবে। শনিবার কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে ‘ঐক্য, সংস্কার ও নির্বাচন’ নিয়ে দুই দিনব্যাপী সংলাপের দ্বিতীয় দিনে ‘গুম-খুন থেকে জুলাই গণহত্যা: বিচারের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক অধিবেশনে তিনি এ মন্তব্য করেন। দুই দিনব্যাপী এই সংলাপের আয়োজন করেছে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ। একই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামও এক বছরের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করার কথা বলেছেন।

ড. আসিফ নজরুল বলেন, বিডিআর হত্যাকাণ্ড ও হেফাজতের হত্যাকাণ্ডসহ ধারাবাহিকভাবে গুম-খুনের সঙ্গে জড়িতদেরও বিচার করা হবে। এসব বিচার করবে আইন বিভাগ। কোনো গাফিলতি হবে না। সারা দেশে দায়ের হওয়া গায়েবি মামলার আনুমানিক সংখ্যা নির্ধারণের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতোগুলো ‘গায়েবি’ মামলা হয়েছে তার হিসাব বের করতে সব জেলার পাবলিক প্রসিকিউটরদের তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, আইন মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত ৫১টি জেলা থেকে গায়েবি মামলার আনুমানিক হিসাব পেয়েছে।

> ট্রাইব্যুনালে ‘টপ কমান্ডার’সহ সবার বিচার আগামী বছরের মধ্যে শেষ হবে
> চিফ প্রসিকিউটর



> প্রতিশোধ নয়, বিচার করতে চায়
> অ্যাটর্নি জেনারেল



আরও ১৩টি জেলা থেকে তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর চার হাজারের বেশি পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হয়েছে। এই কাজ তারা করছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিল না, তদন্ত কর্মকর্তা ছিল না জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রসিকিউশন টিম করা হয়েছে। তড়িঘড়ি করে বিচার করে বিচারকে প্রশ্নের মুখে ফেলা যাবে না। বিচার নিয়ে কোনো গাফিলতি হবে না, নিশ্চিত করে বলতে চাই। বিচার প্রক্রিয়ায় কোনো দেরি হচ্ছে না। এ সময় আসামিদের হাতকড়া পরানো নিয়ে উপদেষ্টা আরও বলেন, মামলার শুনানির সময় ও আসামিদের হাতকড়া না পরানো নিয়ে এখন সমালোচনা হচ্ছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের সময় আসামিদের আইনজীবী যিনি ছিলেন, তিনি বলেছেন, শুনানির জন্য সে সময় তিন মাস দেয়া হয়েছিল। এখন শুধু এক মাস দেয়া হয়েছে। তখন আসামিদের কাউকে হাতকড়া পরানো হয়নি, এখনো আসামিদের হাতকড়া পরানো হচ্ছে না।

> দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে বঙ্গোপসাগর
> রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর



উল্লেখ্য, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন ৮৫৮ জন, আহতের সংখ্যা ১১ হাজার ৫৩৬ জন। অভ্যুত্থানে হতাহতদের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক বিশেষ সেল। সম্প্রতি সেলের প্রধান, অতিরিক্ত সচিব খন্দকার জহিরুল ইসলামের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিয়ে হতাহতের এ তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেয়। পরে জুলাই-আগস্টে নিহত এবং আহতদের তালিকা তৈরি করতে ১৫ই আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে।

এ কমিটি গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ৭১৭ জনের নিহতের তালিকা প্রকাশ করেছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম-এমআইএস। তবে ২৮শে সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি আন্দোলনে নিহত ও আহতদের সংখ্যা আর বেশি বলে দাবি করে। সেদিন বলা হয়, আন্দোলনে ১৫৮১ জন

> সংস্কারের বিষয়ে সরকার একা সিদ্ধান্ত নেবে না
> উপদেষ্টা মাহফুজ



নিহত হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি, জাতীয় নাগরিক কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সেদিন বলা হয়, আন্দোলনকালে ৩১ হাজারের বেশি ছাত্র-জনতা আহত হয়েছেন। তবে এটি আরও যাচাই-বাছাই করা হবে।

ট্রাইব্যুনালে ‘টপ কমান্ডার’সহ সবার বিচার আগামী বছরের মধ্যে শেষ হবে: চিফ প্রসিকিউটর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

বাকি অংশ ০৯ পৃষ্ঠায়

# ইন্টারপোলের রেড লিস্টে ৬৩ বাংলাদেশি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বিশ্বের ৬ হাজার ৬৫৮ জনের নামের লাল তালিকা প্রকাশ করছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিশ অর্গানাইজেশন (ইন্টারপোল)। এই তালিকায় ৬৩ জন বাংলাদেশির নাম নয়েছে। তবে এই তালিকায় নেই বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম। যদিও সম্প্রতি ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ইন্টারপোল ওয়েবসাইটে রেড নোটিশ জারি’ এমন খবর ছড়িয়ে পড়ে।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক পুলিশি সংস্থাটির ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তালিকা থেকে জানা গেছে, এই ৬৩ জন বাংলাদেশিকে বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজছে। যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন অভিযোগে জাহিদুল ইসলাম ও অস্ত্র মামলায় ফজলুল আমীন জাভেদকে খুঁজছে যুক্তরাষ্ট্র। খুনের অভিযোগে লক্ষ্মীপুরের খোরশেদ আলমকে খুঁজছে ইউরোপের দেশ বেলজিয়াম।

আফ্রিকার দেশ ইসতাওয়ানি খুনের অভিযোগে খুঁজছে ঢাকার মো. মিলন ও লিটন ব্যাপারীকে। খুনের অভিযোগে নোয়াখালীর মিজান মিয়াকে খুঁজছে দক্ষিণ আফ্রিকা। চাঁদপুর সদরের রাজু ঢালীকে খুনের অভিযোগের মামলায় খুঁজছে সিঙ্গাপুর। মুদ্রা জালিয়াতির অভিযোগে খুলনার আজিজুর রহমান, অজয়বিশ্বাস ও তরিকুল ইসলাম, নোয়াখালীর সবুজ, গোপালগঞ্জের আব্দুল আলীম শরীফ, নারায়ণগঞ্জের মনির ভুইয়া, চাপাইনবাবগঞ্জের শফিকুলকে খুঁজছে ভারত।

চোরাচালানির অভিযোগে নাটোরের সিরাজ মোস্তফাকে এবং খুনের অভিযোগে ফেনীর আলা উদ্দিনকে খুঁজছে মালয়েশিয়া। তছরুপের অভিযোগে হানিফকে খুঁজকে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ।

এদিকে হত্যার অভিযোগের মামলায় গাজীপুরের

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

# সংবিধান স্থগিতের আহ্বান নাকি বিপ্লবী সরকারের সূচনা?

‘থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর, নাও অর নেভার’ সমন্বয়কদের পোস্ট ঘিরে তোলপাড়

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** কমরেডস, ৩১ ডিসেম্বর! এখন না হলে কখনোই নয়। ”থার্টি ফার্স্ট (৩১) ডিসেম্বর, নাও অর নেভার”- স্লোগানে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের এমন পোস্টের পর ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ফেসবুকসহ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে কি হতে যাচ্ছে? সংবিধান স্থগিতের আহ্বান নাকি বিপ্লবী সরকারের সূচনা- কি হতে যাচ্ছে ৩১ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘোষণায়? বছরের শেষ দিনকে ঘিরে শনিবার সন্ধ্যার পর থেকেই ফেসবুকের এই আহবান কৌতুহল জাগিয়েছে দেশবাসীকে।

তবে কেউ কেউ ধারণা করছেন, সংবিধান স্থগিতের আহ্বান বা বিপ্লবী সরকারের সূচনা কিংবা নতুন দলের আত্মপ্রকাশ হতে পারে। পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় এমন ধারণা নিয়ে অনেকে নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট শেয়ার করেছেন। অনেকে আবার সেগুলো নিয়ে ট্রল করেও পোস্ট দিচ্ছেন।

শনিবার সন্ধ্যা থেকেই বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় একই ধরনের পোস্ট দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ, জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসিরউদ্দিন পাটওয়ারী, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, সমন্বয়ক রিফাত রশীদ, তারিকুল ইসলামসহ আরো অনেকেই।

শনিবার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তার পোস্টে লিখেছেন, ‘কমরেডস, নাউ ওর নেভার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ লিখেছেন, ‘কমরেডস, ৩১ ডিসেম্বর! নাউ ওর নেভার।’

জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম লিখেছেন, ‘৩১ ডিসেম্বর! শহীদ মিনার

বিকেল ৩টা। এখনই সময়, বাংলাদেশের জন্য...।’

আর জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন পাটওয়ারী তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‘অল আয়েজ ওন শহীদ মিনার, ৩১ ডিসেম্বর, সময় বিকেল ৩টা।

সমন্বয়ক রিফাত রশীদ লিখেছেন, ‘অল আয়েজ ওন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪। নাউ ওর নেভার।’

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লেখা হয়েছে, ‘৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ বিপ্লবীরা প্রস্তুত তো?’

এ ছাড়া গত জুলাই আগস্টে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সমন্বয়কদের অনেককেই একই ধরনের পোস্ট দিতে দেখা গেছে।

আসলে ৩১ ডিসেম্বর কী ঘটতে যাচ্ছে দেশে? কিসের ইঙ্গিত দিলেন সরকারের উপদেষ্টা এবং ছাত্রনেতারা? পোস্টদাতারা স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কিছুই জানাননি।

কী থাকবে সেই ঘোষণাপত্রে এমন প্রশ্নে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসউদ গণমাধ্যমকে বলেন, ‘এই ঘোষণাপত্রে বেশ কিছু বিষয় থাকবে যেটার মূল বিষয় থাকবে জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট। জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র অংশগ্রহণের দিক থেকে এবং কার্যক্রমের দিক থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসের ব্যতিক্রম একটি ঘটনা হবে। যে কারণে এটা নিয়ে সবার মাঝে আগ্রহ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছেন সংবিধান স্থগিতের আবার কেউবা বলছেন বিপ্লবী সরকারের সূচনার ঘোষণা। এসব আবার অন্তবর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের দিন থেকেই কার্যকর হবে। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নানা সুপারিশমালাও থাকবে সেখানে। অভ্যুত্থান পরবর্তী কেমন রাষ্ট্র শিক্ষার্থী ও দেশের সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করে সেটির বিষয় উল্লে

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

# আ.লীগের পলাতক এমপি-নেতারা নিউটাউনের বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দা!

**বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ** বাংলাদেশের সাবেক পদচ্যুত সরকারি দল আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রী ও নেতারা জুলাই অভ্যুত্থানের পর চলে গেছেন অন্তরালে। তাদের অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন বিভিন্ন দেশে। এর মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর দলীয় এমপি মন্ত্রীসহ নেতারা অনেকেই সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছেন এমনটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আওয়ামী লীগের এসব এমপি মন্ত্রীসহ নেতাদের অনেকেই এখন কলকাতার নিউটাউনের বিলাসবহুল আবাসন হাউজে অবস্থান করছেন । এমন প্রতিবেদন করেছে দৈনিক মানবজমিন ।

মানবজমিনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থানের পর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে আসেন ভারতে। তবে সেই সময় থেকেই আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী ভারতে পালিয়ে এসেছেন। তবে পালিয়ে আসাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী থেকে শুরু করে বহু সিনিয়র নেতা কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। গত অক্টোবরেই একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল যে, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান দলবলসহ নিউটাউনের ইকো পার্কে ঘোরাফেরা করছেন। তার সঙ্গে ছিলেন এমপি অসীম কুমার উকিল, তার স্ত্রী অপু উকিল, হাজি সেলিমের এক ছেলে। তবে এই মুহূর্তে আসাদুজ্জামান কোথায় অবস্থান করছেন তা নিশ্চিত করা যায়নি।

ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও শিলং দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে পরিচিতদের ব্যবস্থাপনায় নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি নিউটাউনের যে বিলাসবহুল সঞ্চিতা আবাসন থেকে সিলেট আওয়ামী লীগের চার শীর্ষস্থানীয় নেতাকে মেঘালয় পুলিশ সেখানকার একটি মারপিটের



ঘটনায় গ্রেপ্তার করে সেই আবাসনেই সে সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রিসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল। দুজনেই গত চার মাস ধরে কলকাতাতেই রয়েছেন।

সিলেটের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবসার আজিজ ও সাধারণ সম্পাদক দেবাংশু দাশ মিঠুও কলকাতায় রয়েছেন বলে জানা গেছে। এদিকে একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, শেখ হাসিনার আত্মীয় মাদারীপুর-১ আসনের সাবেক এমপি নূর ই আলম চৌধুরী লিটন কলকাতায় রয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলার ইউনিয়ন পরিষদের অনেক চেয়ারম্যানও কলকাতায় রয়েছেন। সুনামগঞ্জের এক ইউপি চেয়ারম্যানও রয়েছেন কলকাতায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রিচিত আওয়ামী লীগের নেতারা সচরাচর বাইরে গেলে সঙ্গী পরিবেষ্টিত হয়েই ঘোরেন। তবে খুব সতর্কতার মধ্যে তারা রয়েছেন বলে তাদের ঘনিষ্টমহল সূত্রে খবর। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ থাকলেও মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তারা সতর্ক বলে জানা গেছে।

তবে পালিয়ে আসা নেতারা কেউই কলকাতার কোনও হোটেলে থাকছেন না। থাকছেন খানিকটা আড়ালে কলকাতা লাগোয়া রাজারহাট-নিউটাউনের বিভিন্ন আবাসনে। এই অঞ্চলে গত এক দশকে তৈরি হয়েছে প্রচুর বিলাসবহুল আবাসন। সেই সব আবাসনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ আটোসাটো। ভারতীয়দের কেনা বহু ফ্ল্যাট খালি থাকে। দালাল ও রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমেই সেগুলোতে প্রভাবশালীরা নিশ্চিন্তে থাকেন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও বেশ কিছু ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়া রয়েছে এই সব এলাকায়।প্রবাসী বাংলাদেশের ব্যবসায়ী আখতারুজ্জামান শাহিনের ভাড়া নেয়া সঞ্চিতা আবাসনের একটি ফ্ল্যাটেই গত মে মাসে খুন হয়েছিলেন এমপি আনোয়ারুল আজিম আনার। অনেক মাঝারি স্তরের নেতা শহরতলিতে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। কতজন আওয়ামী লীগ নেতা কলকাতায় রয়েছেন সে সম্পর্কে কোনও তথ্য পুলিশের কাছে নেই। তবে পুলিশ নজর রাখছে রাজারহাট-নিউটাউনের ফ্ল্যাটে আসা নতুন অতিথিদের ওপর।

স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্রের খবর, আওয়ামী

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

# জুলাই বিপ্লবের ঘোষণায় কী থাকছে ?




**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের প্রায় ৪ মাস পর 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' ঘোষণা করতে যাচ্ছেন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। ৩১ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১৫৮ সমন্বয়কের শপথের মধ্যদিয়ে এ ঘোষণাপত্রকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। বিপ্লবের এতদিন পর অভ্যুত্থানের এই ঘোষণাপত্র পাঠ নিয়ে কৌতূহল জনমনে। কী থাকছে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে?

এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রনেতারা জানিয়েছেন জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে এদেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক করা হবে। কবর রচনা করা হবে ১৯৭২ সালের মুজিববাদী সংবিধানের। ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে অতীতের জনবিরোধী ব্যবস্থার বিলোপ নিশ্চিত করে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হবে। যার মাধ্যমে কেমন বাংলাদেশ চায় নতুন প্রজন্ম তার উল্লেখ থাকবে।

ওদিকে ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘোষণাপত্রে উপনিবেশবিরোধী এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের মানুষের লড়াই- সংগ্রামের কথা উল্লেখ থাকবে। এ ছাড়াও '৯০-র স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ও '২৪-র গণঅভ্যুত্থানসহ এ দেশের মানুষের সকল আন্দোলন সংগ্রামের বিষয় উল্লেখ থাকবে। স্থান দেয়া হবে জনআকাঙ্ক্ষাকে। বিপ্লবীরা মনে করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর রচিত ১৯৭২ সালের সংবিধান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। যেটি বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বক্তৃতায়ও ফুটে উঠেছে। তাই নতুন প্রজন্ম মনে করে '৭২-এর সংবিধানের ব্যর্থতার কারণে এ দেশের গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়েছে। মুজিববাদী সংবিধানের মাধ্যমে এদেশের গণমানুষের আকাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। যার উল্লেখ থাকবে ঘোষণাপত্রে। এর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধান গুরুত্ব হারাবে। বিপ্লবীদের ঘোষণাপত্রে সমালোচনা থাকবে এক-এগারো সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েও। এ ছাড়া ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে গুম, খুন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে উল্লেখ থাকবে। যার মাধ্যমে হাসিনার দুঃশাসনের ইতিহাসকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্থান দেয়া হবে। জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পাবে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়গুলো। নাগরিক হিসেবে সবার অধিকার নিশ্চিতে যেটি কাজ করবে। বিগত সাড়ে ১৫ বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে এ দেশের ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তারা কীভাবে আওয়ামী লীগের দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করেছেন তার উল্লেখ থাকবে।

একই সঙ্গে ৫ই আগস্ট বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ঘোষণাপত্রে উল্লেখ থাকবে। এমন বাস্তবতায় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রাজপথের লড়াই-সংগ্রামে সক্রিয় থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার আহ্বান থাকতে পারে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল কাদের বলেন, আমরা এ ঘোষণাপত্রটা আরও আগেই দিতাম। কিন্তু সময় সুযোগের অভাবে সে সময় এটি দিতে পারিনি। এখন আমরা মনে করছি জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা দেয়ার উপযুক্ত সময় এটি।

আরেক নেতা বলেন, ঘোষণাপত্রটি অনেকটা ৫ই আগস্টের জন্যই করা। এতদিন এটি ঘোষণা করা না হলেও বিপ্লবীরা এখন মনে করছেন এটি ঘোষণা করা প্রয়োজন। কারণ এ আন্দোলন কোনো সংবিধান মেনে হয়নি। সংবিধানের দোহাই দিয়ে আগামীতে সরকারে আসা যেকোনো রাজনৈতিক শক্তি এটিকে অস্বীকার করতে পারে। এর বৈধতা বাতিল করে অভ্যুত্থানকারীদের বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় বিচারের মুখোমুখি করতে পারে। সেটি যেন কেউ না করতে পারে তার জন্য জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ঘোষণা করা জরুরি ছিল। আর সেটিই হতে যাচ্ছে ঐতিহাসিক একদফা ঘোষণার স্থান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে। এ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এ দেশের মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নাই। তিনি বলেন, এটিকে সরকার বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে দেখতে চায়। যারা এটিকে সমর্থন করছেন, তারা বেসরকারি উদ্যোগকে সমর্থন করছেন।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

# এখন সংস্কার করতে না পারলে আর কখনই করা যাবে না



উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** জুলাই গণঅভ্যুত্থানের কথা তুলে ধরে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উপমহাদেশে এত বড় রেভ্যুলেশন তো নিশ্চয় না, পৃথিবীর কোথাও আমার মনে হয় না হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা এখন সংস্কার বা নির্বাচনের কথা বলছি। এই সময়ে যদি আমরা কিছু সংস্কার না করতে পারি, তাহলে আর কখনই করা যাবে না।'

শনিবার ঐক্য, সংস্কার ও নির্বাচন বিষয়ে দুই দিনের জাতীয় সংলাপের দ্বিতীয় দিন 'সংস্কারের দায় ও নির্বাচনের পথরেখা' শীর্ষক সংলাপে এ কথা বলেন তিনি। রাজধানী ফার্মগেটের খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে এই সংলাপের আয়োজন করে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ।

এখন সংস্কার না করলে জুলাইয়ের আন্দোলনে নিহতদের প্রতি অন্যায় করা হবে উল্লেখ করে এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'এখন যদি করা না যায়, এখন যদি আমরা সংবিধানের দোহাই দিই, আমরা অন্যান্য আইনের দোহাই দিই, যদি না করতে পারি, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দুই হাজার জন রক্ত দিয়ে শহীদ হয়েছে, তাদের প্রতি আমি বা আমরা অন্যায় করব।'

২০০৭ সালে সংস্কারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'সেসময় আমরা কিছুটা (সংস্কার) করেছিলাম, পরে আর সেগুলো থাকেনি রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের কারণে।'

এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'আমি বলছি না আমরা ৫-৬ বছর থাকব। সংস্কার যেকোনো সময় করা যায়। হয়ত এক বছর সময় লাগতে পারে। তারপর আপনি নির্বাচনে গেলেন। এখানে যেটা দরকার, রাজনৈতিক দলগুলোর বোঝাপড়া।'

# সংস্কারের জন্য নির্বাচন বন্ধ থাকতে পারে না

মির্জা ফখরুল

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সংস্কারের জন্য নির্বাচন বন্ধ হয়ে থাকতে পারে না। আর সংস্কারের কারণে একটা অনির্বাচিত সরকারের হাতে দিনের পর দিন দেশ চালাতে দিতে পারি না।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি'র (জাগপা) উদ্যোগে আয়োজিত 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ২৪ এর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের চেতনায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আলোচনা সভা'য় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, সংস্কার কোনও নতুন ধারা নয়। কেউ যদি দাবি করে যে আমরাই প্রথম সংস্কার নিয়ে আসছি, তাহলে এটা ভুল। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতি মুহূর্তেই সংস্কার হচ্ছে। সংস্কারের ধারা চলতে থাকবে। সে জন্য তো নির্বাচন বন্ধ হয়ে থাকতে পারে না। দিনের পর দিন একটি অনির্বাচিত সরকারের হাতে আমরা তো দেশ পরিচালনা করতে দিতে পারি না। সে জন্যই আমরা তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাই।

তিনি বলেন, আমাদের সম্পর্কে একটা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেটা হলো- বিএনপি নাকি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি নির্বাচন চাচ্ছে। কিন্তু, ক্ষমতায় তো আমরা আগেও ছিলাম। দুই-তিনবার ছিলাম। আল্লাহ চাইলে আবার ক্ষমতায় আসবো। ক্ষমতার জন্য আমরা রাজনীতি করি না।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সংস্কার প্রক্রিয়া প্রথম শুরু করেছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। একদলীয় শাসনব্যবস্থা বাকশাল কায়েম করেছিল আওয়ামী লীগ। সেখান থেকে জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র বের করে এনেছেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আপনি ছয়টি কমিশন করেছেন। সেই কমিশনগুলো কাজ করছে। কিন্তু এই কমিশনগুলো কাদের সঙ্গে কাজ করছে। তারা কয়জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন। আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, জনগণ কী চায়, আপনারা জনগণের কাছে যান, তারা কী চায় সেটা জানুন।



অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আমরা বলেছি আপনারা সংস্কার করুন, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যে বিষয়টা নিয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেটি হলো অস্থিরতা। একটি নির্বাচিত সরকার থাকলে এই সমস্যা অনেক কমে যাবে। কারণ, নির্বাচিত সরকারের শক্তিটা অন্যরকম। জনগণ তার পেছনে থাকে। এই কথাটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা সংস্কার চাই। আমরা সংস্কার সবচেয়ে বেশি চাই। কিন্তু, দীর্ঘকাল অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। আজ সংকট বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে বড় সংকট সাধারণ মানুষের। সব কিছুর দাম এমনভাবে বেড়েছে, সাধারণ মানুষের জীবন এখন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এটার দিকে তাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) কোনও খেয়ালই নেই।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, আপনারা হচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকার। আপনারা সংস্কার করতে চাইলে সংস্কার করবেন। সেইসঙ্গে একটা নির্বাচন করবেন, যে নির্বাচনটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। এটাই হচ্ছে প্রধান কাজ। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো আপনাদের (অন্তর্বর্তী সরকার) প্রতিপক্ষ নয়। রাজনৈতিক দলগুলো আপনাদের সহযোগিতা করছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি'র (জাগপা) সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন রিয়াজের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় ১২ দলীয় জোটের প্রধান মোস্তফা জামাল হায়দার, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানুল্লাহ আমানসহ আরও অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন।



# মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হলেন মুশফিকুল ফজল আনসারী

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার) এম মুশফিকুল ফজল আনসারীকে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

গত ৯ ডিসেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ নাজমুল হকের সই করা এক অফিস আদেশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস আদেশ প্রকাশ করা হয়েছে।

অফিস আদেশে বলা হয়েছে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত মুশফিকুল ফজল আনসারীকে মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পদে বাংলাদেশ দূতাবাস মেক্সিকো সিটিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২১ অক্টোবর সাংবাদিক মুশফিকুল ফজল আনসারিকে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়। জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে পদায়নের লক্ষ্যে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

# অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সানজিদাকে সাময়িক বরখাস্ত



আনিসুল হক ও সালমানকে রক্ষার চেষ্টা

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার সানজিদা আফরিনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে তাঁকে বরখাস্ত করার কথা জানানো হয়েছে। সানজিদা বর্তমানে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে (এপিবিএন) কর্মরত।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সানজিদাকে সরকারি চাকরিবিধি আইনে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকালে তিনি বরিশাল রেঞ্জে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা পাবেন।

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে হত্যার দুটি মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আরিফ। কিন্তু আদালতে ওই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগেই বিষয়টি জানাজানি হয়।

পরিদর্শক জাহাঙ্গীর আরিফকে ইতিমধ্যে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ডিবি সূত্র বলছে, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জাহাঙ্গীর আরিফ দাবি করেছেন, তিনি অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) সানজিদা আফরিনের নির্দেশে কাজটি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে এডিসি সানজিদা বলেন, তিনি এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। এ রকম আলোচিত মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার সিদ্ধান্তের এখতিয়ার তাঁর নেই।

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বারডেম হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে শাহবাগ থানায় আটকে ছাত্রলীগের দুই কেন্দ্রীয় নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নেতাকে ব্যাপক মারধরের ঘটনায় আলোচনায় এসেছিলেন এডিসি সানজিদা।

# দেশে এখন রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে

গভর্নর

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** দেশে এখন ২০ বিলিয়ন ডলারের ওপর রিজার্ভ রয়েছে। এরমধ্যে গত পাঁচ মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ৩ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া আগস্ট মাসের পর আর কোনো ডলার বিক্রি হয়নি। ফলে রিজার্ভ কমছে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

গতকাল শনিবার দুপুরে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলা অডিটোরিয়ামে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসির ৪০০তম শাখা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, প্রথম দিকে বলেছিলাম ১০টি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পথে। কিন্তু সেগুলো এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ব্যাংকখাতের ধস নিয়ে অনেকেই চিন্তিত ছিলেন। সেখান থেকে ব্যাংকগুলো যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেটাই বড় বিষয়। এখন আর এগুলো পড়ে যাবে না। একটিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ অর্থনীতি আগাতে পারবে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে এই ব্যাংকখাত পুনর্গঠন করতে হবে।

গভর্নর বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে কতগুলো সংকট ছিল। বৈশ্বিক বাণিজ্যে আমাদের বিশাল ঘাটতি ছিল। রিজার্ভের পতন হচ্ছিল। এই জায়গা থেকে আমরা অনেকটুকু বের হয়ে এসেছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ আর কমছে না। গত আগস্ট মাসের পর ব্যাংক কোনো ডলার বিক্রি করেনি। কাজেই আমাদের রিজার্ভ কমবে না, বাড়বেই। রেমিট্যান্সের বিরাট প্রবাহ পরিবর্তন হয়েছে। গত পাঁচ মাসে আমাদের ৩ বিলিয়ন অতিরিক্ত রেমিট্যান্স এসেছে।

ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ওবায়েদ উল্লাহ মাসুদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ড. এম মাসুদ রহমান, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, ইনডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্ট মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা।

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

## সম্পাদকীয়

# স্বাগতম ইংরেজি নববর্ষ ২০২৫

স্বাগতম : ইরেজী নতুন বছর ২০২৫, বিদায় ২০২৪। আরো একটি বছর পেছনে ফেলে কালের গর্ভে আশ্রয় নিলো ২০২৪ সাল। নতুন বছরে আমরা বিগত বছরের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব মেলাতে চেষ্টা করি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে অগ্রগতির পথে ধাবিত হওয়ার জন্য এটা অপরিহার্য। ২০২৪ সালের হিসাব-নিকাশ ও মূল্যায়নে আমরা বলতে পারি, নানা কারনেই শতাব্দীর ইতিহাসে এই বছরটি একটি মাইলফলক বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিগত বছরটি সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে। সামাজিক-অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের অন্যসব প্রত্যাশার ক্ষয়িষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ, গাজা যুদ্ধ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতন এবং ড. ইউনূস নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্তর্বর্তী সরকার কায়েম প্রভৃতি ঘটনা নানাভাবেই অর্থবহ আর ঘটনাবহুল।

যাই হোক সংকট ও সমস্যা যত আকস্মিক ও কঠিন হোক না কেন, ব্যর্থতাকে সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য নতুন বছরে বিশেষ করে স্বাধীন স্বর্বভৌম বাংলাদেশ রক্ষায় আমাদের শক্তি ও সামর্থকে পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করতে হবে। এটাই আমাদের অঙ্গীকার ও শপথ হওয়া উচিৎ। সন্দেহ নেই, জাতীয় জীবনে আমাদের অনেক স্বপ্ন-প্রত্যাশাই অনর্জিত রয়ে গেছে। নতুন নতুন সংকট-সমস্যার জন্ম হয়েছে। নতুন বছরে সেগুলো প্রলম্বিত হবে, স্বাভাবিক কারণেই। মানুষের কষ্ট-দুর্ভোগ বেড়েছে। অর্থনীতি চাপে পড়েছে। বিনিয়োগ-শিল্পায়ন-কর্মসংস্থান কাঙ্খিত হারে বাড়েনি। রফতানি আয়, জনশক্তি রফতানি, রাজস্ব আদায়- সবকিছুই কমেছে। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি ও অর্থপাচার বেড়েছে। একই সঙ্গে নাগরিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা বেড়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর মানুষের আস্থা বাড়ার মতো কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ দেখা যায়নি। সুশাসনের অভাব ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিস্তৃত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ ও অপমৃত্যুর ঘটনা পুরো সমাজকে বিচলিত-উদ্বিগ্ন করেছে। সর্বেপরি গণতান্ত্রের আড়ালে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র দেশ-জাতিকে এক নায়কতন্ত্র, দূর্নীতি আর লুটপাটের বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। যার পরিনতিতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে সদলবলে দেশ থেকে পালাতে হয়েছে।

আমরা আশা করছি নতুন বছর ২০২৫ সালে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সবদলের অংশগ্রহণে এ নির্বাচন সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ করার চ্যালেঞ্জ ড. ইউনূস সরকারকে মোকাবেলা করতে হবে। বিগত কয়েক বছরে দেশের রাজনীতিতে একধরনের স্থবিরতা বিরাজ করছে। দেশে রাজনীতি আছে কিনা, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। বিরোধীদলগুলোর রাজনীতি বলতে কিছু ছিল না। এ প্রেক্ষিতে, গণতন্ত্র, সুশাসন, আইনের শাসন, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা সংকোচন তীব্র হয়ে উঠে। এ নিয়ে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা জরিপ প্রকাশ করেছে। জরিপের ফলাফলে সবক্ষেত্রেই এসব বিষয়ের সূচক নিম্নগামী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশে সহনশীলতার অভাব তীব্র হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের মানুষ শান্তি চায়, নিরাপত্তা চায়, সব রকম গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার চায়। একই সঙ্গে চায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি। কোনো বিশৃংখলা, সংঘাত-সহিংসতা তারা দেখতে চায় না। সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাশিত উন্নয়নের কার্যকর রাজনৈতিক পদক্ষেপ দেখতে চায় দেশের মানুষ। দেশের সুশাসন, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের বিষয়গুলো সরকারের চাওয়া না চাওয়ার ওপর নির্ভর করে। এসব বিবেচনায় ড. ইউনূস দেশকে কোথায় নিয়ে যাবেন, তা জনগণ দেখতে চায়। আমরা আশা করব, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে সাফল্য দেখাবে। নতুন বছর দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিষয় রয়েছে। আমাদের আরো প্রত্যাশা ইউক্রেন-রাশিয়া আর গাজার যুদ্ধ বন্ধ হোক। স্বস্তি ফিরে আসুক ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকায়।

পরিশেষে, আগামী দিনগুলো সকলের জন্য শুভ, কল্যাণময় ও নিরাপদ হোক, এই কামনা করি। ইংরেজি নববর্ষের এই দিনে আমরা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীসহ দেশ ও প্রবাসের সর্বস্তরের মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সফলতার ২৮ বছরে বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

# চব্বিশের পরিবর্তন এবং তার সুযোগ গ্রহণের প্রশ্ন

হাসান মামুন

এই বছরটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জন্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২৪ সালটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের জন্য। সেনা অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সরকারের পতন তো আরও কয়েকবার হয়েছে। মাঝে নব্বইয়ের 'গণ-আন্দোলনে' অবসান ঘটে সেনাশাসনের। তারপর আর সেনাশাসন না এলেও সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছিল। তাদের হাতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসা হাসিনা সরকার একটি নজিরবিহীন স্বৈরশাসন কায়েম করবে, এটা কিন্তু কেউ চিন্তা করতে পারেনি। সরকারি চাকরিতে কোটার প্রশ্ন ঘিরে সৃষ্ট আন্দোলন শেষে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে দ্রুতই এই সরকারের পতন ঘটাবে, এটাও ভেবে উঠতে পারেনি কেউ। সেটাই ঘটেছে চব্বিশের ৫ আগস্ট।

এর মধ্য দিয়ে তৃতীয়বারের মতো ভুয়া নির্বাচন করে ক্ষমতায় বসা গোটা সরকার ও তার সহযোগীদের পালিয়ে যাওয়ার নজির কমই পাওয়া যাবে। পুলিশও গিয়েছিল লাপাত্তা হয়ে। চাকরিতে ফিরে তারা এখনো প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতে পারছে না। নতুন ডিএমপি কমিশনার হালে বলেছেন, সরকার পতনের ৭২ ঘণ্টা আগেও 'সঠিক সিদ্ধান্ত' নিতে পারলে বেশ কিছু প্রাণহানি এড়ানো যে। আন্দোলন চলাকালে এবং তা জয়যুক্ত হওয়ার পর পুলিশ হত্যার ঘটনাও কম ঘটেনি। থানা ও কারাগার আক্রান্ত হওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্রও কম লুট হয়নি। ভালো যে, শেষ দিকে হলেও সেনাবাহিনী অবস্থান নেয় ছাত্র-জনতার পক্ষে। হাসিনা সরকারের সঙ্গে তার দল ও জোটের একান্ত অনুগতরা এবং বিশেষ করে পুলিশ শেষ পর্যন্ত ছিল পরিবর্তনকামী জনতার বিরুদ্ধে। এদের হাতে হাসিনার ভারতে চলে যাওয়ার দিনও বহু আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে। 'আত্মরক্ষার্থেও' তারা গুলি চালায়। ডিএমপি কমিশনার ঠিকই বলেছেন, শেষ সময়েও সেনাবাহিনীর মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হলে তা এড়ানো যে। তবে সেটা বোধ হয় অসম্ভব ছিল 'হাসিনা রেজিম' পুলিশের চরিত্র আমূল বদলে ফেলায়। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনেও আমরা তাই র াবের হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হতে দেখলাম। এমন বেপরোয়া আচরণ তারা কোত্থেকে শিখেছিল, সেটাও খতিয়ে দেখার বিষয়। শেষতক অবশ্য তাদের যেতেই হয়েছে জবরদখল করা ক্ষমতা ছেড়ে। আর সে খবর প্রাপ্তির মুহূর্তটি ছিল অসাধারণ। বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো আন্দোলনকারীদের দেখা গেল পিচঢালা রাজপথ চুম্বন করতে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে গেল মোনাজাতে। লাখ লাখ মানুষ গণভবন আর সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ছিল জনতার সুতীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

প্রভাবশালী ব্রিটিশ ম্যাগাজিন 'দ্য ইকোনমিস্ট' বিশ্বে এর চেয়ে বড় কোনো পরিবর্তন দেখতে পায়নি ২০২৪-এ। বাংলাদেশে বহুল প্রতীক্ষিত 'রেজিম চেইঞ্জের' মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তারা খুঁজে পানি। হাসিনা-পরবর্তী সময়ে যা কিছু ঘটে চলেছে, তাতে প্রত্যাশিতভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে কি না; দেশটি সঠিক পথে ধাবমান কি নাড়এসব প্রশ্নে পত্রিকাটির মূল্যায়নের সঙ্গে অবশ্য সবাই একমত হবেন না। তবে মানতে হবে, দেশে একটা 'পাটাতন পরিবর্তন' হয়েছে। প্রতিপক্ষ সবাইকে দমন-পীড়ন এবং বারবার তামাশার নির্বাচন করে যারা দেশটা দখলে নিয়েছিল, তারা আর নেই দৃশ্যপটে। স্তরে স্তরে সাজানো তাদের তল্পিবাহকেরাও উধাও। দেশের 'বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের' সিংহভাগটাও মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসেছিল। পরিবর্তনের ধাক্কায় তারাও লাপাত্তা। মিডিয়ার পরিবর্তনও সবার চোখে পড়ছে। এ নিয়ে আবার ঘটে চলেছে নানা বিতর্কিত ঘটনা। তবে বলা যাবে না, এর সবই 'অপ্রত্যাশিত'। এমন ধারার পরিবর্তনের পর এসব ঘটে থাকে বৈকি। এগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরাও হিমশিম খান 'ঘটনার ঘনঘটা' রোধে। শৃঙ্খলা ফেরানো ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কাজ এ ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে থাকে।

হাসিনা সরকার রাজনীতিতে এত দৃশ্যমান অনাচার করেছিল এবং শেষ দিকে আন্দোলন দমনে এমন খুনখারাবিতে নেমেছিল যে, অর্থনীতির কতটা সর্বনাশ তারা করে গেছে, সেটা খুব আলোচনায় আসছে না। ক্ষমতাচ্যুত সরকারের রেখে যাওয়া অর্থনীতির ওপর হালে যে 'শ্বেতপত্র' পেশ হয়েছে, তার কিছু বিবরণ লুণ্ঠনের পুরোনো গল্পগুলোকেও হার মানায়। বিস্ময় জাগায় এমনকি তাঁদের মনে, যাঁরা আর্থিক অপরাধ বিষয়ে দেশে-বিদেশে কাজ করে থাকেন। একই দিনে কোম্পানি খুলে সেদিনই প্রস্তাব পাঠিয়ে এবং তার পরদিনই বোর্ডে অনুমোদন করিয়ে বিপুল ব্যাংকঋণ হাতিয়ে নেওয়ার একটি ঘটনা সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে, যার নেপথ্যে ছিলেন রাজধানীর একজন আলোচিত এমপি। ব্যাংক খাতে জনগণের আমানত লুণ্ঠনের এমন নজির অনেক। অথচ এসব ব্যাংক থেকে ৫-১০ লাখ টাকা ঋণ নিতে গিয়েও 'নিয়মবিধি' মানতে মানতে পেরেশান হতে হয়েছে খুদে উদ্যোক্তাদের। খোদ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়



ব্যাংকসহ বিভিন্ন খাতে এমন যা যা হয়েছে, সেগুলো বন্ধ করে এর বিপরীত সংস্কৃতি চালু করা তো মুখের কথা নয়। দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান; বেকার হচ্ছে হাজার

> নজিরবিহীন অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এর কিছুই অবশ্য 'অপ্রত্যাশিত' নয়। দেশে দেশে, কালে কালে এসব ঘটতে ঘটতে ভিন্নধারার সংকটও এসে উপস্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে স্বৈরশাসক এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তার সহযোগীদের 'সোনালি অতীত' ফিরে আসে না। তাদের সংশোধিত হতেও দেখা যায় কমই। ভালো হতো এদের নিরপরাধ অংশটি পুরোনো নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে সংস্কার প্রক্রিয়ায় এসে যোগদান করলে। ক্ষমতায় ফিরতে না পারলেও তাদের রাজনীতিতে ফেরাটা গুরুত্বহীন নয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের গৌরব ছিল যে দলটির, গণতন্ত্র হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অধঃপতিত হয়ে রাজনীতি থেকে তার এমন প্রস্থান তো স্বাভাবিক নয়। তার পরও নিজ অপরাধকর্ম না দেখে যদি সে কেবলই দেখতে থাকে 'চক্রান্ত', তবে তাকে পথ দেখাবে কে?

হাজার শ্রমিক। উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই সময়ে নতুন করে কাজ পাওয়া যখন কঠিন, তখন আবার বাড়াতে হচ্ছে বেকারত্ব! ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক রক্ষায় নতুন গভনরকে বদলাতে হচ্ছে বিঘোষিত নীতি। সেটা নিয়ে হচ্ছে আবার সমালোচনা। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে দেখানোর হীন তৎপরতাও ছিল হাসিনা শাসনামলে। আর বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সেটা দ্রুত কমিয়ে আনার সুযোগও নেই। এ কারণে বিশেষত নিম্ন আয়ের বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্য থেকে সমালোচনা কম জুটছে না নতুন সরকারের কপালে। পরিবর্তনের নায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ওপর গালমন্দও বর্ষিত হচ্ছে অতিরিক্ত হতাশ লোকজনের মধ্য থেকে। আকাশচুম্বী প্রত্যাশার চাপে এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও অস্বাভাবিক নয়। স্বভাবতই কমে যাবে অনেক। তাতে মানুষের রুজি-রোজগার বাড়বে না; অনটনও কাটবে না তেমন। এর মধ্যে ক্ষমতাচ্যুত ও তার মিত্রদের দিক থেকে কমছে না প্রত্যাঘাত। এদের ভেতরে নেই কোনো উপলব্ধির উন্মেষ। মাঠে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে আবার সংস্কারের জন্য নেওয়া সরকারের উদ্যোগ বড় মাপে অবাস্তবায়িত থেকে যাওয়ার শঙ্কাই বেশি। গণ-অভ্যুত্থানে সামনের কাতারে থাকা শিক্ষার্থীদের যাঁরা এখনো রাজনীতিতে জড়িয়ে, তাঁদের মধ্যে আছে বিপুল পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটা আন্দোলন ও পাটাতন পরিবর্তন থেকে কতখানি প্রাপ্তি সম্ভব, সে বিষয়ে তারা এখন সঠিক মূল্যায়নে পৌঁছাতে পারলেই ভালো। নইলে তাদের তৎপরতায়ও পরিস্থিতির অবনতি ঘটে কি না, সেই শঙ্কা যুক্ত হয়েছে এরই মধ্যে।

নজিরবিহীন অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এর কিছুই অবশ্য 'অপ্রত্যাশিত' নয়। দেশে দেশে, কালে কালে এসব ঘটতে ঘটতে ভিন্নধারার সংকটও এসে উপস্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তাতে স্বৈরশাসক এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত তার সহযোগীদের 'সোনালি অতীত' ফিরে আসে না। তাদের সংশোধিত হতেও দেখা যায় কমই। ভালো হতো এদের নিরপরাধ অংশটি পুরোনো নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে সংস্কার প্রক্রিয়ায় এসে যোগদান করলে। ক্ষমতায় ফিরতে না পারলেও তাদের রাজনীতিতে ফেরাটা গুরুত্বহীন নয়। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানের গৌরব ছিল যে দলটির, গণতন্ত্র হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অধঃপতিত হয়ে রাজনীতি থেকে তার এমন প্রস্থান তো স্বাভাবিক নয়। তার পরও নিজ অপরাধকর্ম না দেখে যদি সে কেবলই দেখতে থাকে 'চক্রান্ত', তবে তাকে পথ দেখাবে কে?

তা-ও ভালো, দেশে একটি মধ্যপন্থী বড় রাজনৈতিক দল রয়েছেড়নির্বাচনে যাদের জয়ী হয়ে আসার সম্ভাবনা বিপুল। 'জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারে' ফিরে যাওয়ার তো কোনো বিকল্প নেই, যে প্রক্রিয়াটি ধ্বংস করে দিয়েছিল হাসিনা সরকার। বিপুল আত্মত্যাগে তার উৎখাত ঘটানোর কোনো বিকল্পও বোধ হয় ছিল না। পইপই করে তাকে পরিস্থিতিটা বোঝাতে চেয়েছেন এমনকি পশ্চিমারা, চব্বিশের নির্বাচনটির আগেও। কিন্তু তিনি বোঝেননি; বরং 'আঞ্চলিক মুরব্বিকে' ধরেছেন আরও শক্তভাবে। সেই মুরব্বির অপচ্ছায়াও কিন্তু অপসারিত হয়েছে এই গণ-অভ্যুত্থানে। 'বিপ ব' না হলেও ঘটনাটি তাই বিপ বাত্মক। আর এতে অবদান রেখেছে অতীতের সব ব্যর্থ আন্দোলন, মানুষের ক্রন্দন ও আর্তনাদ। গণ-অভ্যুত্থান পুরোপুরি বদলে দেয়নি দেশটি; তবে এর সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সেটি গ্রহণে অপারগতা কিংবা ব্যর্থতা আমাদের ঠেলে দিতে পারে বিপথে। সেই আশঙ্কা মাথায় রাখা ভালো। তাতে মাথা ঠান্ডা রাখার কাজটিও হয়তো সহজতর হবে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট




# নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। প্রথমদিকে কোন কাজ পাননি। গত সেপ্টেম্বর থেকে একটি স্টোরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী কাজ পান। সেখানে সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা করে কাজ করতেন তারা। দুজনের আয় মাসে ৩,৫০০ ডলার। ঐ আয় দিয়ে বাসা ভাড়াতেই চলে যায়। পরবর্তীতে এস্টোরিয়া, জ্যামাইকা ও ওজনপার্কসহ বিভিন্ন এলাকায় সাশ্রয়ী ভাড়ার বাসা খোঁজেন। কিন্তু বেজমেন্ট ছাড়া কম ভাড়ায় তেমন সুবিধাজনক বাসা পাননি। এজন্য তিনি দু:শ্চিন্তায় পড়ে যান। নিউইয়র্কে তাঁর শশুর-শাশুড়ি থাকেন। এজন্য তিনি এখানেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাসা ভাড়া ও পরিবারের অন্যান্য খরচ চালাতে সমস্যায় পড়েন। গত নভেম্বরে আত্মীয় স্বজনদের পরামর্শে অবশেষে তিনি বাফেলোতে পরিবার নিয়ে চলে যান।

নিউইয়র্কের কুইন্সের উডহ্যাভেনে বিগত ৫ বছর ধরে স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন ফাহিম চৌধুরী। এখানে তিনি ওবার ও পাশাপাশি একটি চেইন ফুড শপে কাজ করতেন। দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা ওবার ও চেইন ফুড শপে কাজ করতেন তিনি। কিন্তু যা আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় চলতি বছরেরর সেপ্টেম্বরে পরিবার নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ফিলাডেলপিয়ায় চলে যান।

ফাহিম চৌধুরী জানান, দেশ থেকে আসার পর ৫ বছর ধরে নিউইয়র্কেই ছিলাম। কারণ মা-বাবা ভাই বোনসহ আত্মীয় স্বজন সবাই এখানে থাকেন। টানা পরিশ্রম করে মাসে যা আয় হয় সেটা বাসা ভাড়া ও পরিবারের খরচেই চলে যায়। সঞ্চয় বলতে কিছুই থাকেনা। এখানে প্রতি মাসে ৫ থেকে ৬ হাজার ডলার আয় করেও মাস শেষে তেমন কোন সঞ্চয় থাকেনা। খরচ অনেক। সন্তান বড় হচ্ছে। তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নিউইয়র্ক ছেড়ে ফিলাডেলপিয়ায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখানে বিশেষ করে বাসা ভাড়া অনেক কম। দিনে ৮ ঘণ্টা ওবার চালিয়ে যা আয় হয় সেটা দিয়ে বাসা ভাড়া ও আনুষাঙ্গিক খরচ চালিয়ে কিছুটা সঞ্চয়ও হচ্ছে। অথচ নিউইয়র্কে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করেও যা আয় হতো তার পুরোটই খরচ হয়ে যেতো। আমার মা বাবা ও ভাইবোনেরাও ফিলাডেলপিয়ায় জানুয়ারিতে চলে আসবেন।

ফাহিম চৌধুরী আরো বলেন, এতদিন অনেকেই নিউইয়র্ক ছাড়তে চাইতেন না। এখন নিউইয়র্কে মানুষ আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য মেলাতে হিমশিম খেতে হয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের। এজন্য অনেকেই নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে অন্য শহরে বসবাসের চিন্তা করছেন। আগে তেমন কমিউনিটির লোকজন ছিলেন না। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অনেক বাংলাদেশি এখানে এসেছেন। ইনকামও ভালো তুলনামূলকভাবে।

নিউইয়র্ক সিটি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বাফেলোতে ১ নছর ধরে বসবাস করছেন নাইমু রহমান। তিনি বলেন, গত ২০১১ সাল থেকে ২০২৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত আমি নিউইয়র্কেই ছিলাম। দশ বছর আমি নিউইয়র্কে একা থাকতাম। তখন যা আয় হতো সেটা দিয়ে কোনরকম চলতে পারতাম। বছরে কিছুটা সঞ্চয়ও হতো। ২০২২ সালে আমার স্ত্রী সন্তান বাংলাদেশ থেকে আসে নিউইয়র্কে। প্রথমে কোন সমস্য না হলেও পরে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ ও নিজের আয়ের কোন ভারসাম্য পাচ্ছিলামনা। টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করেও মাস শেষে কোন অর্থ থাকতোনা। তাই ২০২৩ সালের শেষের দিকে বাফেলোতে চলে আসি। এখানে জীবন যাত্রার ব্যায় তুলনামূলক অনেক কম। বিশেষ করে বাসার রেন্ট অনেক কম। প্রথমে কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিলো, কারণ বাংলাদেশি এখানে তেমন ছিলেন না। এখন কমিউনিটির অনেকেই এখানে বসবাস শুরু করেছেন। বাঙালি কমিউনিটি এখন বাফেলোতে বেশ ভালোই প্রসার হয়েছে। এজন্য বাঙালি গ্রোসারীসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও বাড়ছে। নিউইয়র্ক সিটির অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানও তাদের শাখা এখানে খুলেছে।

কুইন্সে বসবাসকারী বাংলাদেশ থেকে আসা শিক্ষার্থী রুজেল আহমদ বলেন, আমি তিন বছর হয়েছে এখানে এসেছি স্টুডেন্ট ভিসায়। আমার সাথে স্ত্রী ও সন্তানরা রয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটিতে পরিবার নিয়ে বসবাস খুবই ব্যায়বহুল। একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য। আমার ভার্সিটি এখানে তাই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসন প্রত্যাশী এক দম্পতি নিউইয়র্ক সিটিতে থাকতে বেশ বিপাকে রয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা জানান, দেশ থেকে ভিজিট বিসায় মাস দুয়েক আগে এসেছেন। দেশ থেকে সাথে আনা প্রায় ৮ লাখ টাকা প্রায় শেষ। এখনো অভিবাসন সংক্রান্ত এ্যাসাইলাম করতে পারেন নি। এখানে আসার ৯০ দিন পর এ্যাসাইলাম করতে পারবেন। ওয়ার্ক পারমিট না থাকায় কোন কাজও পাচ্ছেন না। এখানে খরচ অনেক বেশি। সিটির বাহিরে কিংবা অন্য স্টেটেও যেতে পারছেন না। কারণ এখানে কোন আত্মীয় স্বজন নেই। এখন কিরবেন সেটাও বুঝতে পারছেন না।

৫-৬ বছর ধরে নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসরত বেশ কয়েকজনের সাথে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তাদের ভাষ্যমতে আগে বাঙালি কমিউনিটির ধারণা ছিলো বাংলাদেশি মানেই নিউইয়র্ক কিংবা মিশিগানে বসবাস। কিন্তুবর্তমানে নিউইয়র্ক সিটিতে জীবন যাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। এজন্য তাদের অনেকেই সিটি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাদের পছন্দের তালিকায় প্যানসিলভেনিয়া, বাফেলো, মেরিল্যান্ড ও ফ্লোরিডা। তুলনামূলক কম খরচে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়।

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট লিটন আহমেদ ও জাবেদ উদ্দিন জানান, নিউইয়র্ক সিটিতে গত ৪/৫ বছর ধরে বাসা ভাড়া অস্বাভাবিকহারে বেড়েছে। বেসমেন্টেই ২ হাজার ডলারের বেশি ভাড়া গুণতে হয়। ফার্স্ট ফ্লোর বা এপার্টমেন্টে ২৫০০ থেকে ৩৫০০ হাজার ডলারের কমে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়না। মধ্যবিত্ত আয়ের লোকজনদের এ ব্যয় মেটানো অনেকটা কষ্টসাধ্য। এজন্য অনেকেই সিটি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন। অনেকেই আবার সিটি থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়ার চিন্তা করছেন। এর একটি ভালো দিক হচ্ছে। এতে করে কমিউনিটি শুধু নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি ভিত্তিক সীমবদ্ধ থাকছেনা। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও স্টেটে বাঙালি কমিউনিটি প্রসারিত হচ্ছে। আর এ প্রসারে বাংলাদেশি সংস্কৃতিরও প্রসার ঘটবে।

# ২৮ দিনে দেশে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রবাহের ধারাবাহিকতায় এই রেমিট্যান্স গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গত আগস্টে নতুন সরকার গঠনের পর প্রতি মাসেই ২০০ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় গেছে। তবে এবার চার সপ্তাহেই প্রবাসী আয় এল ২৪২ কোটি ১০ লাখ ডলার। গত বছরের একই সময়ে ১৯১ কোটি ১০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় দেশে গিয়েছিলো; অর্থাৎ চলতি মাসে এ ক্ষেত্রে বড় প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে আরও জানা গেছে, গত তিন দিনে; অর্থাৎ ডিসেম্বরের ২৬২৮ তারিখে ৯ কোটি ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে গেছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসের শুরু থেকে গত শনিবার পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৫ কোটি ৮০ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় দেশে গেছে ডিসেম্বর মাসের প্রথম ২১ দিনে প্রবাসী আয় এসেছিল ২০০ কোটি ৭২ লাখ ৩০ হাজার ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ সময় প্রতিদিন গড়ে ৯ কোটি ৫৫ লাখ ৮২ হাজার ৩৮০ ডলার দেশে আসে। আগের মাস নভেম্বরে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছিল গড়ে ৭ কোটি ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ডলার। আর গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রতিদিন প্রবাসী আয় এসেছিল গড়ে ৬ কোটি ৬৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩৩৩ ডলার।

প্রবাসী আয় দেশে আসার এই ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি মাসে রেমিট্যান্স ২৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

গত আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ জোরালো হতে শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর মাসে প্রবাসী আয় গিয়েছিলো ২২০ কোটি ডলার। গত বছরের নভেম্বরে ১৯৩ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে গিয়েছিলো। সেই হিসাবে নভেম্বরে প্রবাসী আয় বেড়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। এ ছাড়া গত অক্টোবরে দেশে ২৩৯ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় গিয়েছিলো, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। আর গত সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ডলার এবং আগস্টে ২২২ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে যায়।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২৫৪ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় গেছে গত জুনে। একক মাস হিসেবে তিন বছরের মধ্যে এটা ছিল সর্বোচ্চ প্রবাসী আয়। এর আগে এক মাসে সর্বোচ্চ আয় এসেছিল ২০২০ সালের জুলাইয়ে, যার পরিমাণ ছিল ২৫৯ কোটি ডলার।

# নিউইয়র্কের কারারক্ষীদের মারধরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ১০ ডিসেম্বর মারা যান তিনি। আগের দিন নিউইয়র্কের মার্সি কারেকশনাল ফ্যাসিলিটিতে তাকে মারধর করা হয়েছিল। বডিক্যামে ধারণ করা মারধরের ঘটনার একটি ভিডিও পরে ছড়িয়ে পড়ে। বডিক্যাম হলো শরীরে সংযুক্ত একটি ছোট আকারের ভিডিও ক্যামেরা। সাধারণত পুলিশ বা নিরাপত্তা কর্মকর্তারা কাউকে আটক করার সময় বা অপরাধস্থলের প্রমাণ রাখার কাজে এ ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করেন।

ওই ঘটনার পর নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল ১৩ জন কারা কর্মকর্তা আর জড়িত একজন কারা নার্সকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লিটিটিয়া জেমসের দপ্তর। যদিও নিউইয়র্কের কারাগারকর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ভিডিওটিকে 'চিন্তার বাইরে' বলে চিহ্নিত করেছে।

গত শুক্রবার প্রকাশিত ওই ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, রবার্ট চিকিৎসাকেন্দ্রে শারীরিক পরীক্ষার শয্যায় বসে আছেন। এ সময় মুখমণ্ডল ও কুঁচকিতে একের পর এক আঘাত করছেন কর্মকর্তারা। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, রবার্টকে আঘাত করার আগে একজন কর্মকর্তা তার মুখে কিছু একটা রাখছেন। আরেক কর্মকর্তা জুতা পায়ে তার পেটে ক্রমাগত আঘাত করছেন।

মারধরের পরদিন মৃত্যু হয় রবার্টের। প্রাথমিক পরীক্ষায় শ্বাসকষ্টে তার মৃত্যু হয়েছে বলে বলা হয়। তবে কারা কর্মকর্তারা ব্রুকসকে কেন শারীরিক পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে তা জানা যায়নি। ভিডিওটিতে কারও কথা শোনা যায়নি।

হামলার একটি ঘটনায় জড়িত থাকায় ব্রুকস ১২ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন বলে জানিয়েছে এপি। মারধরের ঘটনার দিন তাকে নিকটস্থ একটি সংশোধনাগার থেকে মার্সি সংশোধনাগারে আনা হয়েছিল।

ব্রুকসের পরিবারের আইনজীবী এলিজাবেথ মাজুর এক বিবৃতিতে বলেন, ভিডিওতে প্রাণঘাতী আক্রমণের ভয়ানক দৃশ্য দেখা গেছে।

ছবি ক্যাপশন: চিকিৎসাকেন্দ্রে শারীরিক পরীক্ষার শয্যায় বন্দী রবার্ট ব্রুকসকে কারারক্ষীদের মারধর করার ছড়িয়ে পড়া ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি।



# সাদা পাউডার ও মৃত কুকুর নিয়ে প্রশ্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত আট সদস্যের তদন্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) একাধিক সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে পাওয়া সাদা পাউডার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দুটি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার প্রতিবেদন আজ রবিবার পাওয়া যাবে বলে সভায় জানানো হয়।

সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মৃত একটি কুকুর নিয়েও আলোচনা হয়। কুকুরটি কি আগুন লাগার আগে সেখানে ছিল, নাকি পরে উঠেছে, এ বিষয়ে জানতে চান একাধিক সদস্য। এই কুকুরটি কি সচিবালয়ে পালিত, নাকি আগে থেকে ছিল, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়। ভবনটিতে ফায়ার অ্যালার্ম ও পানি ছিটানোর নজেল নষ্ট কেন, তা নিয়ে বৈঠকে বুয়েটের একজন সদস্য প্রশ্ন তোলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভবন থেকে সাদা পাউডারের নমুনা সংগ্রহ করে শনিবার তা বুয়েট ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে মৃত কুকুরের নমুনা নিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়।

গত বুধবার গভীর রাতে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। এতে ভবনটির ষষ্ঠ থেকে নবম তলায় অবস্থিত পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের নথিপত্র, কম্পিউটার ও আসবাব পুড়ে যায়। আগুন লাগার কারণ ও উৎস অনুসন্ধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বৃহস্পতিবার রাতে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ওসমান গনিকে। কমিটির প্রথম বৈঠক হয় গত শুক্রবার, দ্বিতীয় বৈঠক হয় শনিবার।

৩০ ডিসেম্বর কমিটিকে প্রাথমিক প্রতিবেদন দিতে হবে। কমিটি গঠনের পর ১০ কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা রয়েছে।

শনিবারের বৈঠকের বিষয়ে তদন্ত কমিটির কোনো সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে রাজি হননি। তবে বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, আগুন লাগার 'সময়কে' (রাত পৌনে ২টা) বিশেষ আমলে নিয়েছে তদন্ত কমিটি। রাতের বেলায় সচিবালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস, গণপূর্ত অধিদপ্তরের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

কমিটির সদস্য বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মাকসুদ হেলালী গণমাধ্যমকে বলেন, এখনো বলার মতো কিছু হয়নি। তদন্তের কাজ চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। এখন তা বিচার-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) ছিল বড়দিনের ছুটি। সেদিন সব সরকারি অফিস-আদালত বন্ধ ছিল। তবু অস্থায়ী পাস নিয়ে বেশ কয়েকজন অপরিচিত মানুষ সচিবালয়ে ঢুকেছেন বলে বৈঠকে আলোচনা হয়। এরা কারা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবারের বৈঠকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতিনিধিদের ডাকা হয়। তাঁদের মন্ত্রণালয়ে কী কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা আজ রবিবারের মধ্যে কমিটির কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সময়ে আগুনের ব্যাপকতা কেন এত বেশি ছিল, সেটিও জানতে চাওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতে গিয়ে ৭ নম্বর ভবনের ফায়ার অ্যালার্ম ও পানি ছিটানোর নজেল নষ্ট দেখেন। কেন নজেল নষ্ট ছিল বা এটা আগে জানানো হয়েছিল কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বৈঠকে। স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কক্ষ কেন পুড়ে ছাই হলো তা-ও অনুসন্ধান করা উচিত বলে বৈঠকে আলোচনা হয়।

এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আজ থেকে তাঁদের অধীন সংস্থাগুলোর দপ্তরে অস্থায়ী অফিস করবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সচিবালয়ে প্রবেশের আগে আবেদন গ্রহণ করতে রাজধানীর আবদুল গণি রোডে ডিএমপির ক্রাইম কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি অস্থায়ী সেল গঠন করা হয়েছে।

# এবার প্রকাশ্য বাগ্‌যুদ্ধে বিএনপি ও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জামায়াত এ নিয়ে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজেদের পেজে বিষয়টি নিয়ে পাল্টাপাল্টি পোস্ট দিচ্ছেন দল দুটির কর্মী-সমর্থক।

১৯৯৯ সালে চার দলীয় জোট গঠিত হয়। এ জোটের প্রধান দুটো দল ছিল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। দল দুটি ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায়ও আসে। এর পর আবার বিরোধী দলে যায়। চার দলীয় জোট থেকে ২০ দলীয় জোট হয়। শেখ হাসিনার শাসনের শেষদিকে দল দুটির মধ্যে দূরত্ব দেখা দেয়। গত কয়েক বছর ধরেই নানা বিষয়ে টানাপোড়েন চলছে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সভা-সমাবেশের বক্তব্য-বিবৃতিতে মন্তব্য ছোড়াছুড়ি চলছে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের পর এই বিরোধ আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

রিজভীর সমালোচনা

রবিবার জামায়াতে ইসলামীর সাম্প্রতিক কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করেছেন রুহুল কবির রিজভী। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার আমলে ব্যাংক লুটকারী এস আলমদের উত্তরসূরি হয়েছে অনেকে। বড় বড় কথা বলে বিএনপির নামে কলঙ্ক লেপন করছে। টেন্ডারবাজি, পাড়া-মহল্লায় টার্মিনালসহ নানা কিছু দখল করেছে একটি দল। পায়ের রগ কারা কাটে তাদের চেনে জনগণ।

জামায়াত নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করেন। ইসলাম মানে তো মোনাফেকি করা না। একটি দল নিজেরা মোনাফেকি করছে আর বিএনপিকে সবক দিচ্ছে; কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করছে। শেখ হাসিনার সঙ্গে আঁতাত করে সেদিন আপনারা এরশাদ কুলাঙ্গারের নির্বাচনে যাননি? আপনাদের একাত্তরের অর্জন কী? আপনারা একাত্তরের বিরোধিতা করেছেন।

রিজভীর অভিযোগ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য জামায়াত শেখ হাসিনাকে ক্ষমা করতে চায়।

জামায়াতের নিন্দা

রিজভীর বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান গতকাল এক বিবৃতি বলেছেন, রিজভীর বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জামায়াতের রাজনীতি ভারতের আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। এ ভূমিকা জাতি গ্রহণ করেছে। এ কারণেই সম্ভবত রিজভীর গাত্রদাহ হয়েছে। এ ধরনের বিভ্রান্তিকর ও অপবাদের রাজনীতি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

রফিকুল ইসলাম বলেন, জামায়াত রগকাটা ও ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের রাজনীতি কখনও করেনি। জামায়াত 'ইসলাম' নিয়েও রাজনীতি করে না। ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জোটকে এড়িয়ে ভিন্নমতের সঙ্গে জোট গড়ে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে ঐক্য বিএনপি করেছিল, তা কি জাতির সঙ্গে মোনাফেকি নয়?

ফেসবুকেও লড়াই

এরপর ওই রাতে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জামায়াতের বিবৃতির স্ক্রিনশট এবং জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের ২০১৮ সালের একটি নির্বাচনী পোস্টার দিয়ে তৈরি ফটোকার্ড পোস্ট করা হয়েছে। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা '২০১৮ সালের নির্বাচনে জামায়াত দর কষাকষি করে ২২ আসন বাগিয়ে নেয় জোট থেকে এবং সে নির্বাচনে ডা. শফিকুর রহমান নিজেও ধানের শীষ প্রতীকে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাহলে কার সাথে জোট? আর কার সাথে মোনাফেকির কথা বললেন আমির?'

এই পোস্টের ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ১৭ হাজারের বেশি প্রতিক্রিয়া ও সাড়ে ছয় হাজার মন্তব্য করা হয়েছে। এ ছাড়া পোস্টটি শেয়ার করেছেন প্রায় তিন হাজার ব্যবহারকারী। মন্তব্যে দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা পাল্টাপাল্টি সমালোচনা করেছেন।

টানাপোড়েন চলছেই

১৯৯৯ সালের জানুয়ারিতে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে চার দলীয় জোট গঠিত হয়। ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল চার দলীয় জোটের কলেবর বেড়ে হয় ২০ দলীয় জোট। আওয়ামী লীগের আমলে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দুই দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ২০২২ সালের আগস্টে জামায়াতের মজলিসে শূরার একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দলটির আমির শফিকুর রহমান বলেন, ২০ দলীয় জোট আর কার্যকর নেই।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'পরকীয়া' করছে জামায়াত।

জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানের পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিভিন্ন বক্তব্যে বলেন, তাদের যে জোট ছিল, আন্দোলনের জন্য জোট; সেটা অনেক আগেই অকার্যকর হয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর দল দুটির মধ্যে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় বর্তমান সরকারের মেয়াদ নিয়ে। এর পর সংবিধান সংস্কার, নির্বাচন নিয়েও মতপার্থক্য দেখা যায় বিএনপি ও জামায়াতের নীতিনির্ধারকদের কথায়।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু জামায়াতের সমালোচনা করে বলেন, কিছু দল আছে; আমাদের সঙ্গে থাকলেও ১৯টা সিট পায়। আমাদের থেকে বেরিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকলে তিনটা সিট পায়। তারা ভোট তো ভয় পাবেই। এটা অস্বাভাবিক কিছু না।

# বাংলাদেশের নিরাপত্তাহীন গরিব মানুষ কেমন আছে

**এম এম আকাশ**

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ বর্তমান খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতির কারণে বাধ্য হয়ে শুধু খাদ্য গ্রহণ কমিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, মাছ-মাংস-ডিম-দুধ ইত্যাদি প্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে শুধু ভাত বা আটাজাতীয় শর্করা দিয়ে পেট ভরাতে বাধ্য হচ্ছেন। সবচেয়ে দরিদ্ররা হয়তো পেট ভরে ভাতটুকু খেতে পারছেন না।

সম্প্রতি রাজধানীর একটি হোটেলে শিল্পশ্রমিকদের জীবনযাত্রার অবস্থা, মূল্যস্ফীতি ও শারীরিক সুস্থতা নিয়ে একটি আলোচনা সভায় এই বাস্তবতা উঠে এসেছে। এই সেমিনারে বক্তা ছিলেন বিআইডিএসের বর্তমান ডিজি বিনায়ক সেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল হোসেন।

সভায় বিআইডিএসের ২০২৩-২৪ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত ৬৪টি জেলার ৬৪টি গ্রামের ৩ হাজার ৮৮৭ পরিবারের ওপর পরিচালিত জরিপলব্ধ তথ্যাবলি তুলে ধরা হয়। এসব তথ্য উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

বাড়ছে দারিদ্র্য

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্বেতপত্রের বদৌলতে আমরা এটাও জেনেছি যে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি লোক বাংলাদেশে রয়েছেন, যাঁরা দুদিন কাজ বা আয় করতে না পারলে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে বাধ্য হবেন। এমনিতেই আমাদের দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা করোনাকালে বেড়ে হয়েছিল ৪০ শতাংশ। পরে বিগত সরকার দাবি করেছিল, তা করোনার পর কমে ১৮ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শহরের শ্রমিক ও গ্রামের স্বল্প আয়ের মানুষদের নির্ধারিত বা উপার্জিত প্রকৃত আয় কমে গেছে। যে টাকা তাঁরা হাতে পান, তাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে পেট ভরে খাওয়াই কঠিন হয়ে গেছে।

বিশেষ করে শহরের শ্রমিকদের জন্য গৃহের খরচ, যাতায়াতের খরচ, জ্বালানি খরচ ইত্যাদি এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এসবের পর হাতে যা যৎসামান্য থাকে, তা দিয়ে তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ৩ হাজার ক্যালরির সমান পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে না।

নতুনভাবে দরিদ্র হয়েছেন এ রকম ২ কোটি লোককে হিসাবে ধরলে আমাদের জাতীয় দারিদ্র্যের হার পুনরায় ৪০ শতাংশে পৌঁছে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। নীতিনির্ধারকদের এটা নিয়ে মোটেও মাথাব্যথা নেই। তাই জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে।

বিআইডিএসের জরিপ থেকে জানা যায়, ২০২২ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের চেয়ে ২০২৩ সালের একই সময় মোট ১১ ধরনের খাদ্যপণ্যের দাম ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সরকারি হিসাবে এখনো গত মূল্যস্ফীতির হার ১০-১২ শতাংশ দাবি করা হয়।

সম্প্রতি মূল্যস্ফীতিকে প্রধান উপদেষ্টা এ নম্বর সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অপা হয়েছে। ফলে আমদানি-ঘার্টি চাঁদাবাজি, মধ্যস্বত্বভোগীদের সিন্ডিকেটের দাপট এবং উৎপাদন খ বৃদ্ধি।

এখন অনেক শিক্ষিত নিম্নবিত্ত এ সেখানে যোগ হচ্ছেন। তাঁদের নতুন বাং নাম হচ্ছে 'নিরাপত্তাহীন সর্বহারা' 'অনিশ্চিত ভাসমান শ্রমজীবি বাংলাদেশের উৎপাদনশীল আনুষ্ঠানি খাতের শ্রমিক সর্বহারা এবং অনানুষ্ঠানি খাতের 'নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত শ্রমজীবি মিলিত বাহিনীটি এখন অতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শতাংশে পরিণত হয়েছে। একার্থে তাঁরা কেউই কোনো না কোনোভাবে দারিদ্র্যের হুমকি থেকে মুক্ত নয়।

'মন্দাস্ফীতি'তে যা করা দরকার ছিল

বাণিজ্য উপদেষ্টা নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন। আসল জায়গায় হাত না দিয়ে আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান সরকার সুদের হার বাড়িয়ে, চাহিদা ও ঋণ সংকুচিত করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। কিন্তু উন্নত দেশের জন্য এটা অধিক কার্যকরী হলেও এ দেশে তা কার্যকরী হচ্ছে না। যেহেতু এ দেশে এখনো মন্দা চলছে, তাই যদি চাহিদা ও ঋণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে কমে আসে তাহলে মন্দা আরও গভীর হবে।



ব্যাংক যদি উৎপাদনশীল খাতগুলোতে যথাযথ মাত্রায় চলতি মূলধন সরবরাহ করতে না পারে, তাহলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সরবরাহ ব্যাহত হবে। তাতে মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে একই সঙ্গে মন্দা বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে। এই জটিল পরিস্থিতিকে অর্থনীতিবিদেরা নাম দিয়েছেনড়মন্দাস্ফীতি ( স্ট্যাগফ্ল্যাশন) বলে। মন্দাস্ফীতি কমাতে হলে একই সঙ্গে সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে, সরবরাহ খরচ কমাতে হবে, অপচয় ও লুণ্ঠন কমিয়ে সাপ্লাই চ্যানেলকে প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে।

ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের

আমাদের নীতিনির্ধারকেরা দর্শনগত সংকীর্ণতা ও পাশ্চাত্য নির্ভরতার দরুন এসব বিকল্প নীতিমালার প্রতি মনোযোগ দিতে পারছেন না। তাঁরা এই পথে এগোতে রাজিও নন। মুক্তবাজার পথকেই তাঁরা আদর্শ পথ হিসেবে বিবেচনা করেন, অথবা বড়জোর অধ্যাপক ইউনূস কথিত 'মানবদরদি পুঁজিপতি' বা 'সোশ্যাল এন্ট্রাপ্রেনিউর'দের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু শ্রেণিচরিত্রের কারণে সেখানে কোনো সাড়া মিলছে না।

উপরন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া লুটপাটের বোঝা আরও জটিল হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে বাস্তবে কোনো টাকা উদ্ধার করা যায়নি। বরং তাঁরা সব দ্রুত পাততাড়ি গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। সে জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো এখন রীতিমতো বন্ধ হয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতে বসেছে। গত্যন্তর না দেখে ব্যাংকগুলোকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটে ২২ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতিতে তা ইনজেক্ট করেছেন। কিন্তু এই টাকার বড় অংশ সেখানে না দিয়ে উৎপাদনশীল খাতে দিলে হয়তো আরও ভালো ফল পাওয়া যেতো।

বৃহৎ ব্যক্তি খাতকে টাকা ছাপিয়ে বা জনগণের করের অর্থ থেকে অর্থ নিয়ে বেল-আউট করার এই কৌশল আমেরিকান। এই কৌশল ২০০৮ সালের পুঁজিবাদী বিশ্বের আর্থিক সংকটের সময় নেওয়া হয়েছিল। তা এখন আমাদের দেশে । আসতে যাচ্ছে।

মাবনতিশীল শহুরে দারিদ্র্য ও ণীয়

মাইডিএসের মতে, উৎপাদন খাতে য়োজিত একজন শ্রমিকের চার স্যের পরিবারের জন্য বেঁচে থাকার নতম মাসিক ব্যয় হচ্ছে ২২ হাজার ৯ টাকা। গবেষক আরও বলছেন কম খেয়ে, বেশি কাজ করে মিকেরা এ পরিমাণ টাকা আয়ের ষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তারপরও পাদন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের য় এক-পঞ্চমাংশ (২০ শতাংশ) এ রিমাণ টাকা রোজগার করতে পারেন । সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন ছাঁটাইকৃত শ্রমিকেরা। তাঁরা বাধ্য হয়ে অটো বা রিকশা ভ্যান, ফেরিওয়ালা, কুলিগিরি, নির্মাণকাজ অথবা গ্রামে ফিরে কৃষি ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক হিসেবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সংখ্যাই বর্তমানে প্রধান। সমগ্র শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ। তাঁদের আয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব কম। সবনিম্ন দৈনিক ১০০ টাকা। সর্বোচ্চ দৈনিক ৫০০ টাকা।

এদিকে হাইকোর্টের এক রায়ে বিকল্প ব্যবস্থা না করেই অটোরিকশাশ্রমিকদের ওপর হঠাৎ করে বেকারত্বের খড়্গ চাপিয়ে দেওয়া হয়। তবে বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিপুল আন্দোলন হওয়ায় সেই রায় আবার প্রত্যাহার হয়েছে। তবে ২৫ ডিসেম্বর জানা যাবে চূড়ান্ত রায় ও সরকারের নীতিনির্ধারকেরা এ ক্ষেত্রে কী করবেন। এই ৬০ লাখ অটোরিকশাচালকসহ আড়াই কোটি শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষ হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য যতটুকু দেওয়া দরকার, ততটুকু সভ্য বুর্জোয়া তো বটেই প্রাচীন দাসমালিক এবং অভিজাত ভূস্বামীরাও দিতে কার্পণ্য করতেন না। কারণ, শ্রমশক্তির উৎস এই মানুষগুলোই হচ্ছে তাদের জন্য স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী হংসের মতো।

তাঁদের বাঁচিয়ে না রাখলে এবং কাজে না লাগালে তাঁরা তাঁদের মুনাফা, সুদ ইত্যাদি উদ্বৃত্ত আয় ও বিলাসব্যসন অব্যাহত রাখতে পারবেন না। কিন্তু অনুন্নত দেশের পরনির্ভর লোভী-লুটেরা বুর্জোয়া হাঁসটিকে মেরে একসঙ্গে সব ডিম আত্মসাৎ করতে চান। সে জন্য এখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীরা এক বিশেষ ধরনের নির্মম শোষণের শিকার হচ্ছেন। এখানে তাঁরা তাঁদের ন্যূনতম আয়টুকুও অব্যাহত রাখতে পারেন না। কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁদের তাই এখন 'প্রলেতারিয়েত' না বলে এমনকি উন্নত দেশেও নতুন নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রিকারিয়েত'।

এখন অনেক শিক্ষিত নিম্নবিত্ত এসে সেখানে যোগ হচ্ছেন। তাঁদের নতুন বাংলা নাম হচ্ছে 'নিরাপত্তাহীন সর্বহারা' বা 'অনিশ্চিত ভাসমান শ্রমজীবী'। বাংলাদেশের উৎপাদনশীল আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সর্বহারা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের 'নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত শ্রমজীবীর' মিলিত বাহিনীটি এখন অতি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শতাংশে পরিণত হয়েছে। একার্থে তাঁরা কেউই কোনো না কোনোভাবে দারিদ্র্যের হুমকি থেকে মুক্ত নয়।

যদি আমরা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ও চাকরির নিরাপত্তাকে স্থায়ী ও একত্র করে দারিদ্র্য বিমোচনকে '৭২-এর সংবিধানের আলোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে এই প্রায় ৬০-৭০ শতাংশই কমবেশি দরিদ্র বা নাজুক অবস্থার সম্মুখীন। সময় এসেছে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের মিলেমিশে এই অসমতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অগ্রবাহিনী হিসেবে রুখে দাঁড়ানোর।

লেখক: এম এম আকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

# অ্যাসালের বার্ষিক সম্মেলন; শাহ নেওয়াজকে সম্মাননা





**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হলো 'এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার' বা অ্যাসালের ১৭তম বার্ষিক সম্মেলন। গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবার ও শনিবার সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসালের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন, অ্যাসালের চেয়ারম্যান ও আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, ন্যাশনাল সেক্রেটারি করিম চৌধুরী, শরাফত হোসেন বাবু, জেকব মিল্টনসহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অ্যাসালের মত সংগঠনের ব্যানারে এখন থেকেই ভোটারদের সজাগ করতে হবে। সকলের প্রতি ভোট রেজিস্ট্রেশন করার আহ্বান জানানো হয়। মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকানদের মধ্যেকার সম্প্রীতির বন্ধন জোরদারের মাধ্যমে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম করতে কাজ করছে অ্যাসাল।

এই পথ পরিক্রমাতেই ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড রুখে দেয়া সম্ভব। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান, মায়ানমার এবং নেপালের ইমিগ্র্যান্টদের এই সংগঠনের বেশ কটি চ্যাপ্টার রয়েছে জর্জিয়া, মিশিগান, পেনসিলভেনিয়া, নিউইয়র্ক এবং নিউজার্সিতে। ক্রমান্বয়ে অ্যাসালকে অন্যতম একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করা হবে এবং আমেরিকান রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ানদের অবস্থান সুসংহত করতে। সম্মেলনে ম্যারিল্যান্ড এবং ইলিনয় ষ্টেট থেকেও সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন। সামনের দিনে ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, আরিজোনা, ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়াতেও চ্যাপ্টারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান হয়। জনপিন ক্যাটেলি অ্যাসালকে প্রতিবছর ৫টি স্কলারশিপ দিবেন বলেন সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। অ্যাসালের পরিবারের সদসবৃন্দর এ স্কলারশিপ পাবেন বলে জানান মাফ মেজবাহ উদ্দিন।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার ভার্জিনিয়ার শেরাটন পেন্টাগন হোটেল বলরুমে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিপুলসংখ্যক জনপ্রতিনিধি ও শ্রমিক প্রতিনিধি অংশ নেন। বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বদানরত দক্ষিণ এশিয়ানরাও ছিলেন সরব। সম্মেলনে গত বছরের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি পরিষদে অর্থনৈতিক সেবা কমিটি এবং গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির প্রভাবশালী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ সম্মেলনে আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। শাহ নেওয়াজ বলেন, আমি অ্যাসালের সাথে যুক্ত হতে পেরে ধন্য মনে করছি। অ্যাসাল পুরো আমেরিকায় কাজ করছে এটা আমাদের এশিয়ানদের জন্য একটি শক্তি।

# বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলী অব ইউএসএ'র বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

## প্রবাসে দেশাত্মবোধের অনন্য মিলনমেলা









**জলি আহমেদঃ** যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলী অব ইউএসএ ইনক্ মহান বিজয় দিবস উদ্‌ যাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। গত ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের দেশপ্রেম, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নজির স্থাপন করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য এবং জাতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেন। তারা বলেন, প্রবাসে থেকেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। বক্তারা স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ এর সভাপতি শামীম হাসান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম। এছাড়া বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম(মজনু), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মিঞা ফয়েজ আহম্মেদ(জুয়েল), সহ-সভাপতি শাহ্ মোয়াল্লেম হোসেন ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন।

এসময় অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ এর সভাপতি শামীম হাসান বলেন, "মহান বিজয় দিবস আমাদের জন্য একটি গৌরবময় দিন। এ দিনটি আমাদের ঐক্য ও চেতনার প্রতীক। প্রবাসে থেকেও আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে।" তিনি প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম বলেন, "বিজয় দিবস শুধু উদ্‌ যাপনের জন্য নয়, বরং এটি আমাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের হৃদয়ে ধারণ করতে হবে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে।" তিনি এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম জ্যামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফকরুল ইসলাম (দেলোয়ার), সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন পাটোয়ারী, সহ-সভাপতি শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, দপ্তর সম্পাদক আতিকুর রহমান(রফিক), আইন বিষয়ক সম্পাদক এ.কে মাহমুদুল হক (খোকন), সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেন (স্বপন) ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জালাল উদ্দিন সরকার। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ এর সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন(রনি), কোষাধক্ষ্য নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাহবুবুল ফিরোজ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান, প্রচার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম (রিপন), আপ্যায়ন সম্পাদক মুন্সি জুলফিকার উদ্দিনসহ আলামিন, হযরত আলী, জাহিদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, কবির হোসেন ও কার্যনির্বাহী সদস্য মামুন সরকার।

এসময় বক্তারা বিজয় দিবস উদ্‌ যাপনের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বিজয় দিবসের আনন্দ উদ্‌ যাপন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন, যা অনুষ্ঠানে এক ভিন্ন আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করে

অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন প্রবাসী কমিউনিটির অন্যতম সংগঠক ও বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ এর ধর্ম ও শিক্ষা সম্পাদক মোঃ শাহাদাৎ হোসেন।

ব্যানারে প্রদর্শিত স্লোগান "টহরঃবফ ডব এড় ইবুড়হফ" প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজনে সক্রিয় থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন তারা।

অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। বিজয় দিবস উদ্‌ যাপনের এ আয়োজনটি এক অনন্য মিলনমেলায় রূপ নেয়, যা প্রবাসে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে প্রতিনিয়ত।--- প্রেস রিলিজ

# তামিমের ডাকেই বিপিএলে আফ্রিদি, শ্বশুরের মুখোমুখি না হওয়ায় খুশি



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** দুজন 'আফ্রিদি' আছেন এবারের বিপিএলে। একজন 'শহীদ', অন্যজন 'শাহিন'। দুজনেই পাকিস্তান ও বিশ্ব ক্রিকেটের বড় তারকা। সম্পর্কে তাঁরা আবার শ্বশুর-জামাতা। তবে এখন মাঠে খেলেন শুধু একজনই জামাতা শাহিন আফ্রিদি। শহীদ আফ্রিদির ভূমিকা বদলেছে। ইদানীং তিনি কোচ ও পরামর্শক হিসেবেই বেশি কাজ করছেন।

তো দুই বিখ্যাত আফ্রিদিকেই দেখা যাবে এবারের বিপিএলে। শাহিন খেলবেন ফরচুন বরিশালের হয়ে, অন্যদিকে চিটাগং কিংসের শুভেচ্ছাদূত তাঁর শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি। শ্বশুর অবশ্য এর আগে বিপিএলের ছয় আসরে খেলেছেন একাধিক দলের হয়ে।

এবারও শহীদ আফ্রিদির ভূমিকাটা খেলোয়াড়ের হলেই এবার বিপিএলে তাঁর মুখোমুখি হয়ে যেতেন জামাতা শাহিন। সেটা হয়নি বলে বেশ খুশি ২৪ বছর বয়সী পাকিস্তানি পেসার।

বিপিএল খেলতে ২৭ ডিসেম্বর রাতেই ঢাকায় এসেছেন শাহিন। তারপর ২৮ ডিসেম্বরই নেমে পড়েছেন তাঁর দল বরিশালের সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে। মিরপুরে বিসিবি একাডেমি মাঠে সেই অনুশীলন শেষে শাহিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে তাঁর বিখ্যাত শ্বশুরের প্রসঙ্গ।

প্রতিপক্ষ দলে নিজের পরিবারের একজনকে পেয়ে শাহিনও খুশি, 'খুব ভালো ব্যাপার এটি (শাহিদ আফ্রিদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা)। আমার জন্য ভালো বিষয় হলো, তিনি খেলবেন না। তাই মাঠে আমাদের মুখোমুখি হতে হবে না (হাসি)। তিনি পরামর্শক হিসেবে আসছেন। আশা করি, বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটাররা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।' তারপর এটাও জানিয়েছেন, 'দুই দিন আগেও আমরা একসঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছি।'

বিপিএলে শাহিন শাহ আফ্রিদি খেলবেন এবারই প্রথম। সেটাও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তামিম ইকবালের ফরচুন বরিশালের হয়ে। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে তাঁর আসার পেছনেও সবচেয়ে বড় ভূমিকা তামিমেরই। শাহিন নিজেই বললেন, 'আমার জন্য (বিপিএলে আসার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ) তো তামিম ইকবালের ফোন কল।। তামিম ভাই যখন এই দলে খেলার জন্য কল দিলেন, তখন থেকেই আমি রোমাঞ্চিত।'

ভবিষ্যতে পাকিস্তান দলের হয়ে বাংলাদেশ সফরে এলে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে মনে করেন শাহিন, 'আমি অনেক বছর ধরে বিপিএল দেখছি। খুব ভালো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। এখানে খেলে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। যখন পাকিস্তানের হয়ে ভবিষ্যতে খেলতে আসব, আশা করি এখানে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারব। আমি জানি, অনেক পাকিস্তানি এখানে খেলে। আমি প্রথমবার খেলব। দেখা যাক, ক্রিকেট কেমন হয়। এরপর আমি তুলনা করতে পারব।'

এক অর্থে এবারের বিপিএলে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় তারকাও তিনি। তবে আফ্রিদি সেটা মানতে চাইলেন না, 'সত্যি বলতে আমি কোনো তারকা নই। বাংলাদেশের আরও অনেকে খেলছে। তামিম খেলছে। জাতীয় দলের সবাই খেলছে। আমার জন্য এবং আপনাদের জন্যও নিজেদের ক্রিকেটাররাই তারকা হওয়া উচিত। আমি শুধু একজন ক্রিকেটার হিসেবে আছি এবং দলের জন্য পারফর্ম করতে চেষ্টা করব। দলকে ম্যাচ জেতানোর চেষ্টা করব।'



# বিপিএলে মাশরাফির অপেক্ষায় সিলেট

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** আগামী ৩০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে বিপিএলের ১১তম আসর। যেই আসর সামনে রেখে এখন দেশি-বিদেশি ক্রিকেটারদের মিলনমেলা বসেছে মিরপুরে। দলগুলো এখন নিজেদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তবে এখনও নিজ দল সিলেট স্টাইকার্সে যোগ দিতে পারেননি দলটির অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। যা নিয়েই গত ২৮ ডিসেম্বর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন দলটির কোচ মাহমুদ ইমন।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই খোঁজ মিলছে না মাশরাফির। শঙ্কা আছে তার বিপিএলে খেলা নিয়েও। যে কারণে মাশরাফিকে ছাড়াই প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে দলটিকে। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও দীর্ঘদিন ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা মাশরাফি খেলার মতো যথেষ্ট ফিট কিনা তা নিয়েও রয়েছে সংশয়। তবে এতকিছুর পরও মাশরাফিকে পাওয়ার আশা সিলেটের। এখনও মাশরাফির জন্য অপেক্ষা করে আছে দলটি।

মাশরাফিকে নিয়ে মিরপুর শের-ই বাংলার প্রাঙ্গণে সিলেট স্ট্রাইকার্সের কোচ মাহমুদ ইমন বলেন, 'সে এখনও আমাদের স্কোয়াডে আছে। কারণ এই দলের ওতপ্রোত অংশ হচ্ছে মাশরাফি। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে (তার খেলার বিষয়), ও কী অনুভব করছে এবং ফিটনেসের অবস্থা কী এসবও বিবেচনায় থাকছে। সে যদি খেলার পর্যায়ে থাকে বা পরিস্থিতি যদি ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই খেলবে।'

তার সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজির কেমন কথাবার্তা হয়েছে এমন প্রশ্নে সিলেট স্ট্রাইকার্সের কোচ ইমন বললেন, 'কথাবার্তা চলতেছে। কিন্তু পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে সব। তার ফিটনেসের অবস্থা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। প্রস্তুতিটাও গুরুত্বপূর্ণ।'

ফিটনেস এবং মাশরাফির সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পাবে বলে জানান সিলেটের কোচ, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিট হবে না খেলার জন্য, আমরা মনে করি ততদিন পর্যন্ত আমরা বিবেচনায় আনব না মাশরাফিকে। আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করব। এটা ওর কল। ও যখনই বলবে খেলার জন্য তৈরি আছে। তারপরও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন আর সময় থাকবে না, তখন ওই জায়গায় আমরা অন্য খেলোয়াড় ডাকব।'

সিলেট স্ট্রাইকার্সের অনুশীলন ও বিদেশি ক্রিকেটারদের দলে যোগ দেওয়া নিয়ে ইমন বলেন, 'স্থানীয় সবাই ছিল অনুশীলনে। নিলাম থেকে যাদের নিয়েছি তারা সবাই ছিল, শুধু মাশরাফি ছাড়া। আর আমাদের বিদেশি খেলোয়াড় আজকে দুজন ছিল, দুজন ইতোমধ্যে হোটেলে চলে এসেছে। বাকিরা পথে আছে।'

**সিলেট স্টাইকার্সের স্কোয়াড :**

তানজিম হাসান সাকিব, জাকির হাসান, জর্জ মুনসি, পল স্টার্লিং, রনি তালুকদার, মাশরাফি বিন মুর্তজা, জাওয়াদ আবরার, আল আমিন হোসেন, আরাফাত সানি, রুয়েল মিয়া, আরিফুল হক, নিহাদুজ্জামান, নাহিদুল ইসলাম, রাহকিম কর্নওয়াল, সামিউল্লাহ শেনওয়ারি ও রিস টপলি।



# জর্জিনাকে 'স্ত্রী' সম্বোধন রোনালদোর

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ আট বছর ধরে একসঙ্গে থাকছেন। দুজনের সংসারে এসেছে দুই সন্তানও। দীর্ঘদিনের প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের কথা বেশ কয়েকবার শোনা গেলেও দুজনের কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের খবর কখনোই নিশ্চিত করেননি।

দুবাইয়ে গ্লোব সকারের পুরস্কার নিতে পরিবার নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রোনালদো। মঞ্চে গিয়ে আল নাসর তারকা বলেন, 'এই পুরস্কার জেতা আমার জন্য দারুণ সন্তুষ্টির। এখানে আমার বড় ছেলে আছে। স্ত্রীও উপস্থিত।

খেলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে আমাকে সব সময় প্রেরণা দিয়ে থাকে।'

এবারই প্রথম নয়, অতীতে আরো বেশ কয়েকবার জর্জিনাকে রোনালদো স্ত্রী বলে সম্বোধন করেছেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলের একটি ভিডিওতে রোনালদো জর্জিনাকে 'ওয়াইফ' উল্লেখ করেন সিআরসেভেন। জর্জিনার সঙ্গে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গেম খেলার প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে রোনালদো 'আমার স্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করেন।

এ সময় দুজনের হাতে আংটিও দেখা গিয়েছিল।

মাদ্রিদের একটি দোকানে সাক্ষাতের সূত্র ধরে রোনালদো-জর্জিনা ২০১৬ সাল থেকে একত্রে আছেন। গত আট বছরে পেশাগত কারণে রোনালদো যেখানে গেছেন, জর্জিনাও তার সঙ্গী হয়েছেন। স্পেন হয়ে ইতালি, সেখান থেকে ইংল্যান্ড হয়ে সৌদি আরব। শোনা যায় সৌদি আরবে বিয়ে ছাড়া একসঙ্গে থাকা নিষিদ্ধ হলেও রোনালদোকে বিশেষ ব্যবস্থায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রিয়াদে তারা রোনালদোর পাঁচ সন্তানসহ বসবাস করেন। রোনালদো-জর্জিনার সংসারের দুই সন্তান ছাড়াও পর্তুগিজ তারকা আরো তিন সন্তানের জনক হন। এর মধ্যে বড় ছেলে ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়রের মায়ের পরিচয় তিনি কখনো প্রকাশ করেননি রোনালদো।

# সিডনিতেই শেষ হচ্ছে রোহিতের টেস্ট ক্যারিয়ার!

ওপড়হ স্পোর্টস ডেস্ক: মেলবোর্নেও ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে পারেননি ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে এই ব্যাটার সাজঘরে ফিরেছেন মাত্র ৩ রান করে। আউট হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে। রোহিতের এমন আউট নিয়ে হচ্ছে সমালোচনা। আর এই সমালোচনার মধ্যেই এবার জানা গেল টেস্ট ক্যারিয়ারকে বিদায় জানানোর কথা ভাবছেন রোহিত।

টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলা রোহিত টেস্টে পার করছেন ভয়াবহ সময়। এই ফরম্যাটে সবশেষ রোহিত ফিফটি পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। সেও ১০ ইনিংস আগে। এরপর ৯ ইনিংসে রোহিতের সর্বোচ্চ ইনিংস ১৮ রানের। এই অবস্থায় রোহিতকে নিয়ে হচ্ছে সমালোচনা। বলা হচ্ছে তিনি অধিনায়ক কোটায় খেলছেন।

যে কারণে এখন জানা যাচ্ছে, মেলবোর্ন টেস্ট চলাকালীনই রোহিতের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার। যেখানে রোহিতের টেস্ট ক্যারিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

আগারকার এখন মেলবোর্নেই রয়েছেন। সেখানেই রোহিতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, ভারত যদি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে না পারে তা হলে আগামী ৩ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া সিডনিতেই রোহিত শেষ টেস্ট খেলতে চলেছেন।

কেননা, ওপেনিংয়ে ব্যর্থতার পর ছয় নম্বরেও ব্যর্থ হয়েছেন রোহিত। অথচ, তাকে খেলাতে বাদ দিতে হয়েছে শুভমান গিলকে। তাছাড়া ৬ নম্বরে রোহিত ব্যাট করলে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করতে হচ্ছে। তখন খেলানো যাচ্ছে না একজন অলরাউন্ডারকে। সব মিলিয়ে রোহিতকে নিয়ে তাই ভাবতেই হচ্ছে নির্বাচকদের। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও ব্যাট না করা রোহিতের সামনে সুযোগ থাকছে সব সমালোচনার জবাব দেওয়ার।

# টেন্ডুলকারকে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের সম্মাননা



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** শচীন টেন্ডুলকারকে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) সম্মানসূচক সদস্যপদ প্রদান করেছে। ক্লাবটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি এই সম্মাননা গ্রহণ করেছেন, যা তার অসামান্য ক্রিকেট ক্যারিয়ারের জন্য প্রদান করা হয়েছে।

এমসিসি জানিয়েছে, 'একজন আইকনকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। এমসিসি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, ভারতের সাবেক অধিনায়ক শচীন টেন্ডুলকার খেলায় তার অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানসূচক সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এমসিসি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ক্রীড়া ক্লাব এবং মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এমসিজি)-এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছে। বর্তমানে এমসিজিতে অস্ট্রেলিয়া-ভারত বক্সিং ডে টেস্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শচীন টেন্ডুলকার তার ২০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে এমসিজিতে পাঁচটি টেস্ট ও সাতটি ওয়ানডে খেলেছেন, যেখানে ১৭ ইনিংসে ৪০ গড়ে ৬৩৯ রান সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং পাঁচটি ফিফটিও রয়েছে। এর আগে ২০১২ সাল থেকে তিনি সিডনি ক্রিকেট ক্লাবের আজীবন সদস্য, ২০১৪ সালে ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেন এবং ২০১০ সালে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) আজীবন সদস্য হন।

# সাকিব কতটা 'অন্যায়' করেছেন, জানেন না মাহমুদ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বিপিএলে এবার চিটাগং কিংসের হয়ে খেলার কথা সাকিব আল হাসানের। চিটাগং কিংসের মালিক সামির কাদের চৌধুরী আশাবাদী, সাকিবকে শেষ পর্যন্ত খেলাতে পারবেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশেই আসতে পারছেন না সাকিব। এ অবস্থায় ৩০ ডিসেম্বর শুরু একাদশ বিপিএলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বিপিএলে দুবারের চ্যাম্পিয়ন ও চারবারের ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট সাকিবের না থাকাটাকে হতাশাজনকই মনে হচ্ছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিবির সাবেক পরিচালক খালেদ মাহমুদের। এবার ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচের দায়িত্বে থাকা মাহমুদ আজ মিরপুরের একাডেমি মাঠে অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের কাছে সে হতাশাই প্রকাশ করেছেন।

'কোনো সন্দেহ নেই বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটার সাকিব। বিশ্বের ১ নম্বর ক্রিকেটার। সাকিবের না থাকাটা তো আমাদের সবার জন্যই একটা...'মাহমুদ কথাটা শেষ করতে পারেননি হয়তো এ কারণেই যে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়ে বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা সাকিব এবার খেলতে পারছেন না নিজ দেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেই! সাকিবের বিপিএলে খেলতে না পারাটাকে নিজেদের জন্যই ব্যর্থতার মনে করেন তিনি, 'সাকিব সারা জীবন ক্রিকেট খেলবে না, এটা সত্যি কথা। তবে সে যত দিন খেলে যাচ্ছে, এই সময়েও বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলতে পারছে না, এটা আমাদের জন্য একটা ব্যর্থতা মনে করি আমি।'



# এক মঞ্চে অর্ণবের সঙ্গে জনপ্রিয় সব ভারতীয় শিল্পী

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ছয় মাস আগের একটি গানের ভিডিও হঠাৎ করে আলোচনায়। ভারতের কিংবদন্তি মোহাম্মদ রাফি ও আশা ভোসলের গাওয়া 'আভি না যাও ছোড় কার' শিরোনামের এই গানটি সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিৎ জুটির উদ্যোগে নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। মোহাম্মদ রাফির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই গানে একই সঙ্গে ভারতের খ্যাতনামা সব শিল্পীর সঙ্গে দেখা গেছে বাংলাদেশের অর্ণবকে।

তিন দিন আগে সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ নামের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে গানটি আবার প্রকাশ করা হয়। এরই মধ্যে তিন হাজারের মতো মানুষ গানটি শেয়ার করেছেন।

বাংলাদেশের অর্ণব ছাড়াও গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ওস্তাদ আমজাদ আলী খান, পাপন, শ্বেতা মোহন, শংকর মহাদেবন, ঊষা উত্থুপ, শোভা মুদগল, রেখা ভরদ্বাজ, লোপামুদ্রা মিত্র, অনিন্দ্য ব্যানার্জি প্রমুখ। গানটির মন্তব্যকারীদের মধ্যে শ্রাবণী চক্রবর্তী নামের একজন সৌরেন্দ্র ও সৌম্যজিৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তোমাদের প্রতিটি সংগীতায়োজন মুগ্ধ করে দেয়। দুজন বাঙালি ছেলে এ রকম অসাধারণ কাজ করছ দেখে সত্যিই ভীষণ গর্বিত বোধ করি।'

২১ জুন সংগীত দিবস উপলক্ষে সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ জুটির উদ্যোগে এই আয়োজনের অনন্য সাক্ষী হয়েছিল সেদিন কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আগত অতিথিরা।

'আভি না যাও ছোড় কার' গানটি ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া 'হাম দোনো' ছবিতে ব্যবহৃত হয়। গানটির কথা লিখেছেন শাহির লুধিয়ানভি, সংগীত পরিচালনা করেন জয়দেব। 'হাম দোনো' ছবির পরিচালক অমরজিত। বাংলাদেশি সংগীতশিল্পী সুজিত মুস্তাফা এই ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, মোহাম্মদ রাফির প্রতি শ্রদ্ধা।' ঐশ্বর্য ইসলাম নামের একজন ভালোবাসার ইমোজি দিয়ে গানটি শেয়ার করে লিখেছেন, 'চোখে পানি চলে আসছে, এত্ত সুন্দর!'

# অপূর্বের জন্য সুখবর

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** গত সপ্তাহে কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে চালচিত্র সিনেমাটি। এই সিনেমার মাধ্যমে এই দেশের জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূব্র অভিষেক হয় পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে। সিনেমাটি ভালো ব্যবসা করেছেও বলে এরই মধ্যে শোনা গেছে। তবে এবার পাওয়া গেল আরেক দারুণ খবর।

মুক্তির সপ্তাহ না ঘুরতেই পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্ত জানিয়েছেন সিনেমাটির সিক্যুয়েল নির্মাণ হবে। তার চেয়ে বড় খবর সিক্যুয়ালও থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেতা অপূর্ব।

২০ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া চালচিত্র সিনেমায় রহস্যময় এক চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপূর্ব। তার অভিনীত চরিত্রটি গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

অল্প সময়ে পর্দায় থাকলেও প্রশংসিত হয়েছে অপূব্র অভিনয়।

নির্মাতা প্রতিম ডি গুপ্ত অপূব্র অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, 'অপূব্র মধ্যে একটা চার্ম আছে। এ কারণে তাকে নাটকীয়ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি। দর্শকদের সেটা খুব পছন্দ হয়েছে।

চালচিত্র সিনেমার গল্পের প্রেক্ষাপট ১২ বছর আগের একটি মামলা। সেখান থেকেই শুরু হবে চালচিত্রের পরের পব্বের গল্প। এ ছাড়া চালচিত্র যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরের গল্পও এগিয়ে যাবে। তাই এটি শুধু সিক্যুয়াল বলতে নারাজ নির্মাতা। চালচিত্রের পরের



পর্বকে একই সঙ্গে প্রিকুয়েল ও সিক্যুয়াল বলছেন তিনি।

সিনেমার নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি। প্রযোজনায় থাকবে ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন।

শুধু অপূর্ব নন, চালচিত্রের প্রথম পব্বের অভিনেতা টোটা রায় চৌধুরী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, শান্তনু মাহেশ্বরীরাও থাকবেন পরের পর্বে। নির্মাতা প্রতিম ডি গুপ্ত বলেন, চালচিত্রে ১২ বছর আগে ঘটে যাওয়া খুনের গল্প ছিল। যেখানে ব্রাত্য বসু জড়িত। সেখানে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে ছিলেন টোটা ও অনির্বাণ। এই অংশটুকু দেখা যাবে। তাই এটাকে প্রিকুয়েল বলা যেতে পারে। এরপর চালচিত্র যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে গল্পটা এগিয়ে যাবে। তাই এটাকে সিক্যুয়ালও বলা যায়। সিনেমার ক্লাইমেক্স এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যেখানে ব্রাত্য বসু ও অপূব্র সঙ্গে দেখা যাবে টোটা, অনির্বাণদের। এখন চিত্রনাট্য ও চরিত্রের রূপ নিয়ে ব্যস্ত আছেন নির্মাতা। নতুন বছরের শুরুর দিকে কলকাতায় শুরু হতে পারে শুটিং।

অপূর্ব বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে। নির্মাতার দেওয়া তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেই চালচিত্রের নতুন পব্বের শুটিংয়ে যোগ দেবেন অপূর্ব। আগামী বছরের দুর্গাপুজা কিংবা বড়দিন উপলক্ষে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা।

# প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে স্বাগতাকে আইনি নোটিশ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডিভোর্স, লিভ টুগেদার নিয়ে ছড়িয়ে পড়া ছোটপর্দার অভিনেত্রী ও সংগীতশিল্পী জিনাত সানু স্বাগতার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। নোটিশে তাকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। গত শনিবার আরিফুল খবির নামক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুহম্মদ মেছবাহ উদ্দিন চৌধুরী এই নোটিশ পাঠান।



নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি (স্বাগতা) হাসান আজাদ নামক একজন ব্যক্তির সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছেন বলে স্বীকার করেন। যা বিগত ১ (এক) বছর যাবৎ করেছেন, তাও প্রকাশ্যে স্বীকার করেন এবং লিভ টুগেদার করার জন্য উৎসাহ দেন।

নোটিশে বলা হয়, আপনি একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় আপনার জানা আছে বিয়ের পূর্বে নারী ও পুরুষের মধ্যে সহবাস বা লিভ টুগেদার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। আপনি উক্ত হারাম বিষয়টি নিজে করে অপরকে করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। যার কারণে সমাজে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আপনার উক্ত বিবৃতির কারণে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত দিয়েছেন।

এতে আরও বলা হয়, নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে তা নোটিশদাতাকে অবহিত করতে স্বাগতাকে অনুরোধ জানানো

স্বাগতার স্বামী স্বামী ড. হাসান আজাদ। বিয়ের আগে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'আমি আর হাসান এক বছর লিভ টুগেদার করেছি। তারপর দু'জন দু'জনকে পার্টনার হিসেবে পছন্দ করেছি।'

তার কথায়, 'আমরা যখন লিভ টুগেদার করেছি, আমাদের দু'জনের বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে কোনো সমস্যা ছিল না। এমনকি আমার ভাই-বোনও বলেছে, কেউ যুক্তরাজ্যে থেকে আসলো, তুমি বিয়ে করে ফেললা, এরপর জীবনটা শেষ হয়ে গেল...তার চেয়ে ভালো একসঙ্গে থেকে দেখো, সারাজীবন থাকতে পারবে নাকি। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।'

আরও বলেন, 'সমাজও আমাদের বিষয়টা মেনে নিয়েছে। প্রথমে একটু সময় নিয়েছে কিন্তু পরে বিষয়টা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আমি মনে করি, আমাদের সমাজও পরিবর্তন হচ্ছে। ডিভোর্স নরমালাইজ হচ্ছে, লিভ টুগেদারও নরমালাইজ হবে।'

তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাগতাকে আইনি নোটিশ পাঠানো হলো।

# "আগামী বিজয়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বলেছেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে সাধারণত 'টপ কমান্ডার' বা শীর্ষ অপরাধীদের বিচার করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সবার বিচারই প্রায় আগামী এক বছরের মধ্যে শেষ করা হবে।

চিফ প্রসিকিউটরকে এই অধিবেশনে সঞ্চালক মনির হায়দার প্রশ্ন করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে সক্ষমতা আছে, তা গণহত্যা, গুম-খুনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের এত বড় পরিধির বিচারের জন্য কি যথেষ্ট?

জবাবে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, এই ট্রাইব্যুনালের ১০ জন প্রসিকিউটর ও ১৭ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা আছেন। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গুম, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছে, সেই অপরাধের যারা মাস্টারমাইন্ড (হোতা), যারা একদম সর্বোচ্চ জায়গায় বসে থেকে অপরাধগুলো সংঘটিত করেছিলেন প্রাধান্য দিয়ে, তাদের বিচার করা। সেক্ষেত্রে এই ট্রাইব্যুনাল হাজার হাজার মানুষের বিচার করতে পারবে না এবং সেই লক্ষ্যে অগ্রসরও হচ্ছেন না তারা।

সারা দেশে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এর সঙ্গে সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অধিকাংশ কর্মকর্তার সম্পৃক্ততা ছিল। দেশব্যাপী সবকিছুর বিচার করতে গেলে এই ট্রাইব্যুনালের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলেও জানান চিফ প্রসিকিউটর। তাজুল ইসলাম বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে সাধারণত টপ কমান্ডারদের বিচার করা হয়। জুলাই-আগস্টের গণহত্যার প্রধান নিউক্লিয়াস ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তার নিচের দিকে কয়েকজন ছিলেন, তাদের বিচারকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে তারা তাদের বিচার শেষ করতে চান। সেই সক্ষমতা তাদের আছে বলে জানান তিনি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মামলা ও সবার বিচারই প্রায় আগামী এক বছরের মধ্যে শেষ করা যাবে। দেশব্যাপী যত অপরাধ হয়েছে, সে জন্য বিভিন্ন থানায় মামলা হয়েছে এবং সাধারণ আদালতে বিচার চলছে, সেটা চলবে বলেও জানান তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সেই বিচার করতে কতো সময় লাগবে, সেটা সংশ্লিষ্ট আদালত বলতে পারবেন। দুইদিন আগে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলেছেন জানিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, তাদের অনেক প্রাধান্য আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রাধান্য হচ্ছে যারা দেশটাকে খুন ও গুমের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিল, যারা ছাত্র-জনতার রক্তে এই বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছে, তাদের বিচার এক নম্বর প্রাধান্য। এই জায়গায় ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে বঙ্গোপসাগর: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর

দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দু আর হিমালয় নয়, কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বঙ্গোপসাগর বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তিনি বলেন, সরকার এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সরকার দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। সেই নেতৃত্ব দেয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতি পরিবর্তন হচ্ছে মন্তব্য করে রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, ২০২৫ সালে সবচেয়ে বড় রকমের পরিবর্তন হবে। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরে পরিবর্তন হবে। এ অঞ্চলে কোনো নেতা নেই, যিনি বঙ্গোপসাগরে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয়ভাবে নেতৃত্ব দান করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'আমাদের নতুন প্রতিবেশী আসতে পারে, নতুন রাষ্ট্রের উত্থান হতে পারে। তাই এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া উচিত যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে, ভূরাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেবে।'

রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, সংস্কার ও নির্বাচনকে পাল্টাপাল্টি না বলে ন্যূনতম ঐক্যের দিকে যেতে হবে। অর্থনীতি মন্দা অবস্থায় আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অর্থনীতির উৎপাদন সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা নেই। সেটা আসলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কায়দায় চলবে না, অন্য কোনো কায়দাও চলবে না। দেশজ কায়দা চলতে হলে দৃষ্টান্ত তৈরি করা যাবে। কিন্তু সামগ্রিক সংস্কার করা যাবে না। সরকারের একটাই লক্ষ্য থাকতে হবে, দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। চারটা থেকে পাঁচটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অনুমোদন দেয়া ১২ ব্যাংকের স্পন্সর কোথা থেকে পেয়েছে, তা বের করা এনবিআরের দায়িত্ব বলে মন্তব্য করেন রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।

প্রতিশোধ নয়, বিচার করতে চায়: অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, 'জুলাই গণহত্যার বিচারে আমরা কি প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছি এমন অনেক প্রশ্ন আসছে। আমরা বলতে চাই, আমরা প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছি না। আমরা বিচার করতে চাচ্ছি। কেন বিচার করতে চাচ্ছি? আমরা আগামী প্রজন্মকে ইতিহাসের একটি দায় থেকে মুক্ত করতে চাচ্ছি।'

অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, বর্তমান সময়ে এসে কেউ জমি দখলে ব্যস্ত, কেউ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ব্যস্ত, কেউ পদ-পদবি দখলে ব্যস্ত, কেউ নিজস্ব লোক পুনর্বাসনে ব্যস্ত, কিন্তু খুনিদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য, খুনিদের বিচারের জন্য আমাদের ওপর যে পরিমাণ চাপ প্রয়োজন ছিল সেদিকে আপনারা ফোকাস করেননি। তিনি বলেন, আপনারা যত বেশি চাপে রাখবেন, আমরা তত বেশি এই বিষয়টাকে (বিচার) সামনের দিকে এগিয়ে নিতে দৃঢ় চেষ্টা থাকবে। আপনারা যত বেশি অতন্দ্র প্রহরীর মতো দায়িত্ব পালন করবেন আমরা রাষ্ট্রকে এবং জনগণের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ততবেশি এজেন্ডা ভিত্তিক সাহসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাবো।

দেশে ঐক্যের প্রয়োজন উল্লেখ করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ঐক্য ছাড়া সংস্কার সম্ভব নয়। সংস্কার ছাড়া যৌক্তিক কোনো বাংলাদেশ আপনাদের উপহার দেয়া সম্ভব নয়। ঐক্য ছাড়া, সংস্কার ছাড়া এই বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে করাটা কঠিন এবং দুরূহ।'

বিচারের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে আলোচনা কম হওয়ায় কিছুটা হতাশা প্রকাশ করে রাষ্ট্রের প্রধান এ আইন কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের প্রত্যাশা ছিল চ্যালেঞ্জের জায়গাটা কি সেটা আমাদের বলবেন। আমরা সেটায় যেন যৌক্তিক সমাধানের জায়গায় যেতে পারি, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে আমরা পাইনি। তিনি বলেন, আমার কাছে চ্যালেঞ্জের প্রধান জায়গাটা হলো, জুলাই বিপ্লবের শহীদদের রক্তের বিনিময়ে যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা রাস্তায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলাম, সেই লক্ষ্য, সেই ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা, সেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করার যে ঐক্য, সেই ঐক্যটাতে যে ফাটল ধরেছে সেই ফাটলটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ।'

বিভিন্ন মিথ্যা মামলা প্রসঙ্গে মো. আসাদুজ্জামান বলেন, পার্সোনাল গ্রাস এক্সপোজ করার জন্য মামলা দিয়েছেন, আসামির খাতায় নাম দিয়েছেন, এই মামলাগুলোর পরিণতি কি হবে এবং এটার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের যে মামলা তার কোনো কনফ্লিক্ট হবে কিনা প্রশ্ন এসেছে। আপনাদের আইনিভাবে, স্পষ্টভাবে বলতে চাই, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, সেই ট্রাইব্যুনাল ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৯৭৩ এর ১৯ নাম্বার আইন। সে আইনে মানবতাবিরোধী আইনের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে হত্যা, নির্যাতন, গুমসহ অনেকগুলো অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যে অপরাধগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিভিলিয়ান পপুলেশনের ওপর ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার বিচার হবে। সেটি একটা দুইটা স্পেসিফিক ঘটনার দরকার নেই। ইন জেনারেল সেটার বিচার হবে। ঐ আইনেই বলা আছে ডমেস্টিক অন্যান্য আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, ঐটার বিচার ওখানে হবে। অর্ডিনারি গুমের বিচার, খুনের বিচার, নির্যাতনের বিচার, নিপীড়নের বিচার, এইগুলো অর্ডিনারি কোর্টে হতে কোনো বাধা নেই এবং সেটাও চলবে।

সংস্কারের বিষয়ে সরকার একা সিদ্ধান্ত নেবে না: উপদেষ্টা মাহফুজ

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, রাজনৈতিক দল ও স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সংস্কারের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। মাহফুজ বলেন, 'কমিশন থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর সব রাজনৈতিক দল এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনার পরিকল্পনা করছে সরকার। যা জানুয়ারিতে হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংস্কারের বিষয়ে সরকার একা কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।'

তিনি বলেন, 'কতোটা সংস্কার সম্ভব এবং কোনটা স্বল্পমেয়াদি আর কোনটা দীর্ঘ সময়ের জন্য সব কিছুই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। এরপর জনগণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে পরিষ্কার হবে যে আমাদের অগ্রাধিকারমূলক সংস্কারগুলো কী এবং আমরা কী করতে সক্ষম হবো।'

মাহফুজ বলেন, 'রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ঐক্য দিয়ে কী করবেন। রাষ্ট্র প্রধানত তার প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। আমরা ৭২'র সংবিধানের সমালোচনা করছি কারণ এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে গেছে।' তিনি বলেন, 'প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তাহলে এ সংস্কার ক্ষমতার পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না।'

ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিমূলক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপদেষ্টা মাহফুজ বলেন, '১৯৭১ সালের পর আমরা দেশকে সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে বড় একটা সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা যদি রাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে ব্যর্থ হই, তাহলে সবকিছু ভেস্তে যাবে।' গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে জবাবদিহি করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে মাহফুজ আলম বলেন, 'আমরা চাই জনগণ সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করুক। কেননা এটি সরকারের কাজের গতি ত্বরান্বিত করে। জনগণের ব্যাপক সমালোচনা সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

সংলাপে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাখা যায় কিনা, তা সংবিধান সংস্কার কমিটিকে ভাবতে হবে। বাহাত্তরের সংবিধান রচনার সময় শেখ মুজিবও কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেননি। সংবিধান নতুন করে রচনার সময় এ অঞ্চলের ধর্মীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। আতাউর রহমান দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট ও সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের পরামর্শ দেন।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সরোয়ার তুষার বলেন, ৫ই আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান তা বাতিল হয়ে গেছে। বলা যায়, এ সংবিধান এখন কোমায় চলে গেছে। সংবিধান পরিবর্তন করার লক্ষ্যে একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, গঠন করতে হবে একটি গণপরিষদ। এ গণপরিষদ সংবিধান রচনা করবে নতুন করে। এই গণপরিষদ পরে আইনসভা বা জাতীয় সংসদে পরিণত হতে পারে। প্রয়োজনে গণভোট করা যেতে পারে।

তবে তুষারের কথার বিরোধিতা করেন ছাত্রদলের গবেষণা সেলের সদস্য হাবিবুর রহমান হাবীব। তিনি বলেন, 'যে সংবিধানের ১০৪ ধারা মতে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে, আপনারা শপথ নিয়েছেন, তা এত সহজে বাতিল করে দেবেন? সংবিধান সংস্কার করতে গেলে প্রয়োজন গণভোট। থাকতে হবে জনগণের ভাষ্য। জনগণের কথা বলবেন, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। জনগণের প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কেবল ১০-১২ জনের পাঠচক্রে সংবিধান সংস্কার করে ফেলবেন?' জবাবে সারোয়ার তুষার বলেন, রাজনৈতিক দলই জনগণের প্রতিনিধি এটা ভুল ধারণা। তাহলে জুলাই বিপ্লবে ছাত্রদের ডাকে সাধারণ মানুষ নেমে আসতো না।

দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক সালেহ উদ্দিনের সঞ্চালনায় সংলাপে অংশ নেন নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, গণফোরামের কো-চেয়ারম্যান সুব্রত চৌধুরী, গীতিকার শহীদুল্লাহ ফরাজী, গণসংগীত আন্দোলনের আবুল হাসান রুবেল প্রমুখ।

সৈয়দ আবদুল্লাহর সঞ্চালনায় অধিবেশনে আরও বক্তব্য দেন- নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিএনপি'র সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. মাহাদী আমিন, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটির চেয়ারপারসন রোকসানা খন্দকার, মানবাধিকার কর্মী ইলিরা দেওয়ান, এডভোকেট দিলরুবা শারমিন, গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম প্রমুখ।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.




বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7012 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 186 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 5.80 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1981 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্তকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

| আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন | আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি। |
|---|---|
| *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা | |

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC



তারেক হাসান খান, সিইও

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

- INCOME TAX
- IMMIGRATION
- ACCOUNTING
- TAX AUDIT
- BUSINESS SETUP
- TRAVELS




37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
*প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

# PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

# LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

## WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

# দেশে দেশে সরকার পতন-পরিবর্তনের বছর ২০২৪

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০২৪ সাল। বছরের শুরুতে জাতীয় নির্বাচন, ছাত্র আন্দোলন, গণভ্যুত্থান, স্বৈরাচারের পতন ও নতুন সরকার গঠন এই সবই ঘটেছে। জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীদের মাধ্যমে, যা সরকারের দমন-নিপীড়নের ফলে গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ফলে শেখ হাসিনা পদত্যাগে বাধ্য হন। বহু প্রাণের বিনিময়ে দেশের জন্য গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার, যার নেতৃত্ব নেন নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনের সূচনা ২০১৮ সালে হলেও শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তখন চাকরিতে কোটা তুলে দিয়েছিল সরকার। এ বছরের ৫ জুন হাইকোর্টের এক রায়ে কোটা পুনর্বহাল হলে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' ব্যানারে শুরু হয় নতুন আন্দোলন। শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে ২ জুলাই থেকে মিছিল-সমাবেশ শুরু করে। শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহবাগকে কেন্দ্র করেই চলছিল শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি। প্রায় প্রতিদিন শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছিল তারা। ধীরে ধীরে আন্দোলনের পরিসরও বাড়তে থাকে পুরো দেশজুড়ে। তবে বিক্ষোভের অনলে ঘি ঢালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

দেশ ছেড়ে পালালেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা

একের পর এক সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৫ আগস্ট সোমবার সকালেও রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে ছাত্র-জনতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষ চলে। গুলিতে সেদিনও অনেক শিক্ষার্থী নিহত হন। তবে দুপুর ১২টার দিকে সংবাদ মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতির উদ্দেশে ভাষণের ঘোষণা দেন। তখনই রাজধানীর বুকে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ নেয়া লাখো মানুষের সমাবেশ বেলা আড়াইটার দিকে যাত্রা করে গণভবনের দিকে। এরপর জনগণের উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং অন্তবর্তী সরকার গঠনের কথা বলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ ড. ইউনূসের

এদিকে ৮ আগস্ট দুপুরে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে নামেন ড. ইউনূস। তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা। সাংবাদিকদের ইউনূস বলেন, 'আমার প্রথম কাজ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা।' রাতে বঙ্গভবনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসসহ ১৪ জন উপদেষ্টাকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

যুক্তরাষ্ট্রে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চলতি বছর সর্বপ্রথম হত্যাচেষ্টা চালানো হয় গত জুলাইতে। এর দুই মাস পর গত সেপ্টেম্বরে আবার ট্রাম্পের ওপর হত্যাচেষ্টা চালানো হয়। ফ্লোরিডায় নিজের মালিকাধীন মাঠে গলফ খেলার সময় ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা করা হয়। তবে এবারও তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। এই ঘটনায় রায়ান ওয়েলসি রুথ নামে ৫০ বছর বয়সী একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে গত নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টায় একজন ইরানিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও ইরানের পক্ষ থেকে এই দাবি নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্পের নতুন করে ক্ষমতায় আসা এবং ইরানের সঙ্গে প্রথম মেয়াদের ট্রাম্পের যে কট্টর ইরানবিরোধী অবস্থান তাতে সামনে কী হতে যাচ্ছে তা দেখার অপেক্ষা।

সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের পতন

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর ঝড়ো আক্রমণের মুখে গত ৮ ডিসেম্বর মাত্র ১২ দিনের মধ্যে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন ঘটেছে। এতে সিরিয়ার বাশার পরিবারের ৫৩ বছরের যে রাজত্ব তা ভেঙে চুরমার হয়েছে। যদিও পতনের দিনেই সিরিয়া ছেড়ে রাশিয়ায় পরিবারসহ পালিয়েছেন আসাদ। তার ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে বহু বছর ধরে তাকে সামরিকভাবে সহায়তা করে আসছিল রাশিয়া ও ইরান।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনি দাবি করেছেন, আসাদের পতনে পেছনে দায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। তবে নবনির্বাচিত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সিরিয়ায় ক্ষমতার পালাবদলের পেছনে তুরস্ককে ক্রেডিট দিয়েছে। এদিকে এরইমধ্যে ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমির বাফার জোন দখল করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে সিরিয়ার আরও এলাকাও দখল করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া আসাদের পতনের পর সিরিয়ায় পাঁচ শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সিরিয়ায় শক্তিশালী অনেক রাষ্ট্রের স্বার্থ আছে। তাই সহসাই সিরিয়ায় শান্তি ফিরে আসছে না সিরিয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হচ্ছে- এমন আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

গাজা যুদ্ধ

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েল অভিমুখে অতর্কিত হামলা শুরু করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এই গোষ্ঠীর যোদ্ধারা ইসরায়েলি ভূখণ্ড ভেদ করে দেশটিতে তাণ্ডব চালায়। এতে প্রাণ হারান অন্তত ১২শ জন। একইদিন ২৫০ জনকে জিম্মি করে হামাসের যোদ্ধারা। জবাবে পরদিন থেকেই গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ২০২৩ সাল পেরিয়ে ২০২৪ সালও প্রায় শেষ, কিন্তু সেই যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর অবিরাম হামলায় নিহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৪৫ হাজার। আহত হয়েছেন আরও লক্ষাধিক। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখ লাখ ফিলিস্তিনি।

লেবাননে ইসরায়লের অতর্কিত হামলা ও অভিযান

গাজার পাশাপাশি লেবাননেও ব্যাপক হামলা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত সেপ্টেম্বরে ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীর পেজার ও ওয়াটকিতে বিস্ফোরণ ঘটায় ইসরায়েল। এতে নিহত হন ৪২ জন, সেইসঙ্গে আহত চার হাজার। এর পরই লেবানন-ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। গত ১ অক্টোবরে লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেইসঙ্গে লেবাননজুড়ে হিজবুল্লাহর বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর গত ১৩ মাসের যুদ্ধে অন্তত ৩ হাজার নিহত হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় গত নভেম্বরে দুইপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে।

ইরান-ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা

২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইসরায়েল ও ইরানের পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা কেন্দ্র করে। গত এপ্রিল মাসে ইসরায়েলে সরাসরি হামলা চালায় ইরান। সিরিয়ায় ইরানি দূতাবাসে হামলার জবাব ছিল এ হামলা। গত অক্টোবরে ইসরায়েলে অন্তত ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে ইরান। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়, হামাসের রাজনৈতিক নেতা, হিজবুল্লাহর লিডার ও তাদের এক কমান্ডারকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে। জবাবে গত ২৬ অক্টোবর ইরানে অতর্কিত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ইরানের চার সেনা ও একজন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। সেইসঙ্গে ইরানের অনেক সামরিক স্থাপনার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ইসরায়েলের। দুই দেশের পাল্টাপাল্টি হামলা ঘিরে মধ্যপ্রাচ্য থমথমে।

ইয়েমেনজুড়ে আশঙ্কা

গাজা যুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লোহিত সাগরে বিভিন্ন জাহাজ, মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সেনা ও ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে আসছে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতি। তাদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র মাঝে মধ্যেই ইসরায়েলে এসে পড়ছে। এর জবাবে ইয়েমেনজুড়ে হুতিদের বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া ইয়েমেনজুড়ে ২০২৪ সালে কয়েক দফায় যৌথ হামলা চালিয়েছে যুক্তরাজ্য ও মার্কিন বাহিনী। সম্প্রতি ইসরায়েলের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, হামাস, হিজবুল্লাহ নেতাদের মতো হুতি নেতাদেরও শিরচ্ছেদ করা হবে।

ভারত-কানাডা দ্বন্দ্ব

শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে ভারত ও কানাডার মধ্যে চলতি বছর সম্পর্ক চরম উত্তেজনায় রুপ নেয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গত অক্টোবরে দাবি করেন, নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ভারত সরকার সহযোগিতা করছে না। সেইসঙ্গে কানাডার মাটিতে সহিংসতার পেছনে ভারতের এজেন্টরা জড়িত আছে বলে অভিযোগ রয়েছে- এমন দাবি করেন ট্রুডো। তবে ভারত কানাডার সব অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। দেশ দুইটির কূটনীতিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকে। কানাডা ভারতের ছয়জন কূটনীতিবিদকে বহিষ্কার করে। এর জবাবে ভারতও কানাডার কূটনীতিবিদদের বহিষ্কার করেছে। ২০২৪ সাল প্রায় শেষ হতে চলেছে কিন্তু দুই দেশের সম্পর্ক এখনো তলানিতেই রয়েছে।

গৃহযুদ্ধে উত্তাল মিয়ানমার

২০২১ সালে সামরিক ক্যু'য়ের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখলে নেয় দেশটির জান্তা বাহিনী। এরপর থেকে দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জান্তা বাহিনীর সংঘর্ষ চলছে। তবে সাম্প্রতিক সময় সংঘর্ষের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। চলতি ডিসেম্বরেই দেশটির রাখাইন রাজ্যের উত্তর সীমান্ত এলাকা পুরোপুরি দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি (এএ)। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে দেশটিতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। গত মে মাসে ইকোনোমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমার জান্তার দখলে ৫০ শতাংশেরও কম এলাকা।

গত ২০ ডিসেম্বর বিবিসির অনুসন্ধানী রিপোর্টে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের এক চতুর্থাংশেরও কম ভূখণ্ডের ওপর সেনাবাহিনীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ আছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সামরিক কু-এর পর ২০ হাজারের বেশি জনকে আটক করেছে জান্তা সরকার। সেইসঙ্গে হাজার হাজার ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে।

রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী হামলায় টালমাটাল পাকিস্তান

দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ পাকিস্তানেও ২০২৪ সাল জুড়ে চলমান ছিল নানা অস্থিরতা। দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তি নিয়ে বছরজুড়ে আন্দোলনে হয়েছে। পিটিআই'র বিক্ষোভ দমাতে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অভিযান চালিয়েছে। ইসলামাবাদে জমায়েত ঠেকাতে জারি করেছিল ১৪৪ ধারা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইন্টারনেট পরিষেবাও। তবে এরপরেও পিটিআই সমর্থক ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

গত নভেম্বরে বিক্ষোভে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল চারজন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। এছাড়া দেশটিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার পরিমাণ অনেক বেড়েছে। পাকিস্তান এসব হামলার জন্য তাদের নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) দায়ী করে। বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) আফগানিস্তানের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এতে অন্তত ৪৬ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেকে। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছে আফগানিস্তান।

টিটিপি'কে লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছে বললেও আফগানিস্তান বলছে, বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এর পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছে আফগানিস্তান। তাই বছর শেষ হওয়ার আগে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিলো।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

## সংবিধান স্থগিতের আহ্বান নাকি বিপ্লবী সরকারের সূচনা?

(২য় পৃষ্ঠার পর)

খ থাকবে এই ঘোষণাপত্রে।'

এছাড়াও মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করবে এমন একটা রাষ্ট্রের ঘোষণা কিংবা রূপকল্প উপস্থাপন করা হবে এই ঘোষণাপত্রে বলে জানান এই মুখ্য সংগঠক ।

শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা গণমাধ্যমে বলেন, 'শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী আমল থেকে কেন জুলাই বিপ্লবের রূপ নিল, কিভাবে নিল, ৯ দফা থেকে ১ দফায় আমাদের কেন আসতে হলো, ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা কী রূপ ছিল এসব বিষয় নিয়ে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণা দেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।'

## তমিজ উদ্‌দীন লোদীর জন্মদিন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মনোযোগী হয়ে উঠেন। তবে পরবর্তীতে কবিতার পাশাপাশি জাতীয় পত্রিকায় গল্প এবং উপন্যাসও লিখেছেন এই কবি ও কথাকোবীদ। আশির দশকেই প্রথম শ্রেণীর সকল পত্রিকা ছাড়া তাঁর লেখা ছাপা হয়েছে কলকাতার সাপ্তাহিক দেশ ও চতুরঙ্গ সহ নানা কাগজে।

দীর্ঘদিন সরকারি চাকুরী শেষে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। বর্তমানে তিনি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক-এর দায়িত্ব পালন করছেন ।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে- কখনো নিঃসঙ্গ নই (কবিতা), এক কণা সাহসী আগুন (কবিতা), নানা রঙের প্যারাসুট (কবিতা), চাঁদভস্ম (কবিতা), আমাদের কোন প্লেটরও ছিল না (কবিতা), অনিবার্য পিপাসার কাছে (কবিতা), আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা (কবিতা), দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রমণী (কবিতা), নার্সিসাস কিংবা প্লেটোনিক (কবিতা), নির্বাচিত কবিতা, হেষাধ্বনির বাঁকবদল (গল্প), নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত (গল্প), হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং (গল্প), নির্বাচিত গল্প, এবং অনুবাদ গ্রন্থ- শতাব্দীর সেরা আমেরিকার নির্বাচিত গল্প উল্লেখযোগ্য।

## এক স্লিপ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাংলা ভাষার মিডিয়াগুলোতে তার কোন ফলোআপ নেই। যেমন- বলতেই, পাল্টা প্রশ্ন- ওজনপার্কে পুলিশের গুলিতে মানসিকভাবে অসুস্থ রোজারিও 'হত্যা'র কি হলো, বাফেলোতে জোড়া বাংলাদেশী খুন ছাড়াও একাধিক বাংলাদেশী খুনের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশী খুনের ঘটনা ঘটেছে পেনসেলভেনিয়া সহ আরো একাধিক রাজ্যে। কিন্তু আলোচিত এসব ঘটনার কোন ফলোআপ নেই। কেন নেই.....এমন প্রশ্নে একজন সংবাদ কর্মী হিসেবে বিব্রতবোধ না করে পারলাম না। নিজের দায়িত্ব এড়াতে আপাততঃ বললাম- এসব প্রশ্নের সাথে আমি একমত, আগামী 'আই ট্রাই মাই বেস্ট'।

২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

## যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এইচইউডি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে গৃহহীনতার সমস্যা দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। শহরের ফুটপাতে তাঁবু করে কিংবা খোলা জায়গায় বাস করা এখন অনেক শহরের সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। এ সংকট মোকাবিলায় দেশটির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো বিভিন্ন কৌশল নিয়ে এগিয়েছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত এক বছরে ১৮ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে গৃহহীনতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ৩৩ শতাংশ। দেশটিতে গত বছর মোট দেড় লাখ শিশু এ সংকটের মুখে পড়েছে।

অন্যদিকে দেশটিতে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরাও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় গৃহহীন রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ ও দরিদ্র্য জনসংখ্যার ২১ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ। এই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা দেশটির মোট গৃহহীন মানুষের প্রায় ৩২ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লো ইনকাম হাউজিং কোয়ালিশনের তথ্য অনুসারে, ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের তুলনায় ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দেশটিতে মধ্যম পর্যায়ের বাড়িভাড়া গড়ে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে মধ্যম ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো আবাসন খরচের ক্ষেত্রে বাড়তি চাপে রয়েছে। যার ফলে গৃহহীন মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে।

এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষের বাস্তুচ্যুতি, ক্রমবর্ধমান অভিবাসন ও করোনা মহামারি চলাকালে চালু করা গৃহহীনতা প্রতিরোধ কর্মসূচি বন্ধের কারণেও দেশটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

## আ.লীগের পলাতক এমপি-নেতারা নিউটাউনের

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নেতাদের আশ্রয়ের ব্যাপারে তারা বা প্রশাসন কোনও ঝামেলা চান না। তাই তারাও চুপ রয়েছেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বহু আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও বিভিন্ন জেলায় আত্মীয় স্বজনদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাননি এমন কয়েকজন চিকিৎসকও কলকাতায় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

দীর্ঘদিন ছাত্র হিসেবে কলকাতায় কাটানো এক সরকারি কর্মকর্তাও কলকাতার নিরাপদ আস্তানায় রয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

■ Road Lesson Local & H.Way
■ Road Test Appointment
■ Car for Road Test
■ 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
■ 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
■ Good For TLC, Insurance & Point Redaction. ( Operate by JH office)
বাসা থেকে শিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[ 100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied ]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com







# নানা আয়োজনে নিউইয়র্কে উৎসব

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকেই ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ম্যারি ক্রিসমাস উদযাপন। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের মতো নিউইয়র্কের খ্রিস্টান ধর্মালম্বীরা উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ক্রিসমাস উদযাপন করেন। উৎসবের বারতায় প্রিয়জনেকে দেয়া হয় উপহার সামগ্রি। এদিন বিকেলে উডসাইডের ইউনাইটেড বেঙ্গুলী লুথেরান চার্চ অব আমেরিকা (ইউবিএলসিএ) এবং ওজোন পার্ক এভানজেলিকাল লুথেরান চার্চ, ব্রুকলীনের যৌথ আয়োজনে 'বড় দিন' এর বর্ণিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও ক্রিসমাস ফাদার শিশুদের জন্য বড়দিনের উপহার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে উপাসনা পরিচালনায় ছিলেন প্যাস্টও জেমস রয়, প্যাস্টর কমল দেব, অ্যাল্ডার থ্রিয়ডোর এ বারিকদার, ভিকার বেনিকিড বারৈ, অ্যাল্ডার সমির রত্ন, এডোয়ার্ড বিশ্বাস, ড. ডিএইচ ব্যাংকে।

উডসাইডের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা। ডা. টমাস দুলু রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের ও বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল ইশরাত জাহান।

অনুষ্ঠানে মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার বার্তা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জ্যাকসন হাইটসের মোহাম্মদী সেন্টারের ইমাম কাজী কায়ুম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট বিষ্ণু গোপ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুলইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে যিশুর জন্মের ভবিষ্যৎবাণী ও পূর্ণতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন প্যাস্টর কমল দেব। বাইবেল থেকে পাঠ করেন শিখা অধিকারি। সমবেত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দিবসের তাৎপর্য নিয়ে কথার বলেন প্যাস্টর কাজল সরকার। প্রার্থনা উৎসবে নেতৃত্ব দেন জেমস রয় এবং জন এস রত্না। তারা ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিতে নিপতিত মানুষদের পরিত্রাণে যিশু খ্রিস্টের দয়া কামনা করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানের সব শেষে ছিলো বড়দিনের ডিনার। এই ডিনার পরিবেশনায় সহযোগিতা করেন জেমস এন সরকার, সুজিত কীর্তনিয়া, ডা. টমাস দুলু রায়, জন এস বাড়ৈ, সিলভিয়া রয়, ফ্রান্সিস রোজারিয়ো, আলেক্স সাহা, জেমস রয়, মরিয়ম দাস, বাপী অধিকার প্রমুখ।

শ্রীশ্রী ঠাকুরঅনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গঃ অপরদিকে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীশ্রী ঠাকুরঅনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ ইউএসএ এর ব্যবস্থাপনায় এলহার্স্টে যিশুর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা, জন্মদিনের কেক কাটা, ভক্তিমূলক গান ছাড়া ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া পারিবারিক সুখ, শান্তি, কল্যাণ সমৃদ্ধি ও বিশেষ শান্তির জন্য সৎসঙ্গের বিশেষ এ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিলো প্রার্থনা, সদগ্রন্থাদি পাঠ, ধর্মীয় আলাচনা ও সংগীত পরিবেশনা। শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করেন শুভাশীষ দত্ত। অনুষ্ঠানে শ্রী ভগবদ থেকে পাঠ করেন সুধন্যসেন, পূন্য পুঁথি থেকে সুভাষ পাল, নারী নীতি থেকে প্রিয়া দেবনাথ এবং 'প্রভু যীশুর জীবন চরিত মানবজীবন উন্নয়নে ভূমিকা' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন অজিত ভৌমিক স্বস্তয়নী ব্রতধারী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দিবাকর রায়।

দিনব্যাপি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সার্বিক সহায়তা করেছেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ তালুকদার, সহ-সভাপতি কল্যাণ ব্রত পান্থ দাস, উপদেষ্টা বিশ্বনাথ মিত্র, সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ উত্তম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনামিকা মজুমদার, সহ: সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রিমা রায়, মহিলা সম্পাদিকা হাসি রানী চাকী। ধর্মীয় সংগীতে মিঠুয়া রায় স্বস্তয়নী ব্রতধারী ও লিপিকা তালুকদার, জয়শ্রী রায়, টুম্পা দাস গুপ্তা, সীমাবর্দ্ধন ও ইন্দ্রজিত সিংহ রায়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



# জুলাই বিপ্লবের ঘোষণায় কী থাকছে ?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ সম্মেলনে আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা চাই, মুজিববাদী সংবিধানকে কবরস্থ ঘোষণা করা হবে। যেখান থেকে একদফার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গা থেকে মুজিববাদী বাহাত্তরের সংবিধানের কবর রচিত হবে। আমরা প্রত্যাশা রাখছি, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে নাৎসিবাদী আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে অপ্রাসঙ্গিক ঘোষণা করা হবে। এরই মধ্যে ঘোষণাপত্রের খসড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পাঠানো হয়েছে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ৩১শে ডিসেম্বর এই ঘোষণাপত্র পাঠ করা হবে। তিনি বলেন, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রটি ৫ই আগস্টে হওয়া উচিত ছিল। এটি না হওয়ার কারণে গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী পাড়াসহ সব জায়গায় ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তিগুলো ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। দুই হাজারের বেশি শহীদ ও ২০ হাজারের বেশি আহতের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক ও বর্তমানে জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, আমরা বিপ্লবের একটিমাত্র ধাপ অতিক্রম করেছি। জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র আরও আগে ঘোষণা করা প্রয়োজন ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এই বিপ্লব যেমন ফ্যাসিস্টবিরোধী সবাইকে ধারণ করতে পেরেছিল, এই ঘোষণাপত্রও সবার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারবে। এর মধ্যে ঘোষণাপত্রের একটি খসড়া করা হয়েছে। এই বিপ্লবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-মত, ধর্ম ও বয়সের যে মানুষেরা সরাসরি অংশ নিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের মতামত নেয়া হচ্ছে। এটি সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হচ্ছে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আমরা জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ঘোষণা করবো। সেটা সংবিধানে যুক্ত করে সেকেন্ড রিপাবলিক করার দায়িত্ব সরকারের।

# ইন্টারপোলের রেড লিস্টে ৬৩ বাংলাদেশি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নুরুল ও মজনু, কুমিল্লার খন্দকার আব্দুর রশীদ ও রাশেদ চৌধুরী, ঢাকার নুর চৌধুরী, নবী হোসাইন, তানভীর ইসলাম জয়, বাগেরহাটের রবিউল ইসলাম, টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ তাজউদ্দীন ও বাবু আহমেদ রাতুল, চট্টগ্রামের ইউসুফ ও সাজ্জাদ হোসেন, ফরিদপুরের নাইম খান, নাজমুল আনসার, শরীফুল হক ডালিম, খুলনার শরীফুল হোসাইন, বগুড়ার কালা জাহাঙ্গীর, জিসান আহমেদ, তৌফিক আলম, প্রকাশ কুমার, জাফর আহমেদ, সালাউদ্দিন মিন্টু, চট্টগ্রামের আমিনুর রসুল,নেত্রকোনার আব্দুল জাব্বার, বরিশালের গোলাম ফারুক অভি, সুব্রত বাইন, মুন্সীগঞ্জের রফিকুল ইসলাম, খুলনার হারুন শেখ ও সুলতান, নরসিংদীর মোসলেম উদ্দিন খান এবং খুনসহ বিভিন্ন অভিযোগে গাইবান্ধার চন্দন কুমার রায়, জাহিদ হোসেন খোকন, সৈয়দ মো. হাছান আলী, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল জব্বার ও সৈয়দ মো. হোসেনকে খুঁজছে ঢাকা।

এ ছাড়া মানবপাচারের অভিযোগে খুঁজছে কিশোরগঞ্জের জাফর ইকবাল, স্বপন, মিন্টু মিয়া ও তানজীরুল, মাদারীপুরের মোল্লা নজরুল ইসলাম। পর্নোগাফির অভিযোগে টাঙ্গাইলের ওয়াসিম, অস্ত্র মামলায় গিয়াস উদ্দিন, নির্যাতনের মামলায় চট্টগ্রামের অশোক কুমার দাশ, জালিয়াতির অভিযোগে জামালপুরের আমানুল্লাহ এবং আতাউর রহমানকে খুঁজছে বাংলাদেশ।

প্রসঙ্গত, ১৯২৩ সালে ইন্টারপোল প্রতিষ্ঠিত। পুলিশি সংস্থাটির সদস্য বিশ্বের ১৯৬টি দেশ। ইন্টারপোল বিশ্বকে নিরাপদ রাখতে পুলিশ এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞদের একটি নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ও সমন্বয় করে। একটি দেশের আসামি অপরাধ করে আরেক দেশে চলে গেলে সেই আসামিকে ধরতে ইন্টারপোলের সহায়তা লাগে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশকে সন্দেহভাজন অপরাধীর যাবতীয় তথ্য দিয়ে রেড নোটিশ জারির জন্য ইন্টারপোল সদর দপ্তরে আবেদন করতে হয়।

আবেদনের পর ওই অভিযুক্তের অপরাধ বিষয়ক যাবতীয় কাগজপত্র, মামলার অনুলিপি ইত্যাদি সংগ্রহ করে সংস্থাটির কাছে জমা দিতে হয়।



# জালালাবাদ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা


















**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র উদ্যোগে বাংলাদেশের ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নিউইয়র্কের কুইন্স আল মদিনা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া মঈন, বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা আজিমুর রহমান বোরহান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এর সাবেক বোর্ড অব ট্রাস্টি ও বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল মসব্বির, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর সাবেক সভাপতি মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

সভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক হোসেন আহমেদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, বিজয় দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সহ-সভাপতি মোঃ জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আলিম, সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল কুদ্দুস টিটু, সাবেক ছাত্রনেতা গোলাম মর্তুজা, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, সাবেক ছাত্রনেতা কে এইছ সুমন প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হাসান খান ও জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও সাবেক ক্রীড়াবিদ হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর সহ সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট চৌধুরী মুমিত তানিম, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, রোমান আহমেদ, জিসান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান, আবিদ আহমেদ, রুবেল আহমেদ, শাহ আলম, আব্দুল কালাম, হাসান মাহমুদ, কবির আহমদ, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবুল খায়ের, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হক মনিয়া, সাংবাদিক মিছবাহ আহমেদ, মোঃ জাকির উদ্দিন, মোঃ আব্দুল মতিন, মোঃ আলী জিন্নাহ, মোঃ নুরুল হক, কামাল চৌধুরী, কয়েছ আহমেদ, শামিম আহমেদ, হাসান আহমেদ, কবির আহমদ, ছাত্র নেতা জামাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সারোয়ার হোসেন, আইন উদ্দিন, মোঃ সামছুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মোস্তফা বাবুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দুদু মিয়া মঈন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোহাম্মদ ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জাওয়াদ আলী'র হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক দেওয়া হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম সকল জালালাবাদবাসী এবং উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দকে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সবশেষে উপস্থিত অতিথিসহ আমন্ত্রিতদের সম্মানে নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়।



# সাহিত্য সাময়িকী

## দীর্ঘশ্বাসের কবিতা

খসরু পারভেজ

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে
এ কোন দীর্ঘশ্বাস লুটোপুটি খায় আকাশে-বাতাসে
মরা কোটালের দেশে
আমি আমার নদীর নামটি ভুলে যেতে থাকি

আমি অন্ধ হয়ে যাবো
কী দেখবার কথা ছিল আর কিইবা দেখালে
সাবান জলের মতো
এত দ্রুত গলে গলে শেষ হয়ে যাবে সমূহ সুন্দর
আমি দেখতে চাইনি কখনো

দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ হতে হতে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে
তুমি কি জানো না মৃত্যু সে তো জীবনের অন্য নাম

খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে ঘৃণার বীজ
উজ্জীবিত করে প্রতিহিংসাকে
পরিপুষ্ট এক বিষবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে
আমি নির্বিবাদে ফেরাউনকে ফিরে আসতে দেখি।

## অস্তিত্বের গান

সায়ীদ আবুবকর

সব ধ্বনি থেমে গেলে, জেগে ওঠে আরো এক কোলাহল
একান্ত নির্জনে; কিসের ব্যথায় হয়ে ওঠে অস্থির চঞ্চল
দুঃখক্লিষ্ট মন, জানিনে তা; সেই অস্থিরতা
সমস্ত অস্তিত্ব ঘিরে বলে ওঠে কথা-
কে তুমি? তুমি কে?

আমি এক নীলকণ্ঠ, আকণ্ঠ করেছি পান
ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জীবনের তাবৎ তুফান;
মানুষের সব ব্যথা, সব দুঃখ-শোক
গিলে ফেলে বলেছি উল্লাসে, সুখ হোক, শান্তি হোক,
সমূহ কল্যাণ হোক মানুষের। তারপরও আমি শুনতে পাই
সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে উচ্চারিত সেই একটি কথাই-
কে তুমি? তুমি কে?

তাহলে কি কবিতার নিটোল অক্ষর আমি, কেবলি অক্ষর,
ধসে পড়লেও সবকিছু, অনন্ত অক্ষত থাকে যার ঘর?
নাকি আমি কালবেহালার অনিবার বেদনার ধ্বনি,
অর্কেস্ট্রার সুর, সুখের সিম্ফনি?
নাকি আমি অন্য কেউ, অন্য কিছু, দূর অন্তরীক্ষ হতে আসা,
কায়া আছে, ছায়া আছে, শুধু যার নেই কোনো ভাষা?

## কৌশল

জাফর ওবায়েদ

দৈত্যবৎ তাগড়া জোয়ান এক বুনো মহিষ সেদিন
সিংহ বাড়ি নেই টের পেয়েই নেমেছিল পেটের নেশায়, আর
সিংহ বাড়ির উঠোনে নির্ভীক প্রাণে সাবাড় করছিল কচিঘাস।

অবশ্য, ঝোপের ভেতর হায়েনার অস্তিত্ব টের পেলেও মনে মনে
তাকে খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের খাটে শুইয়ে নিজে শুয়েছিল
অহংকারের সোনায় মোড়ানো রৈরৈ রাজত্বের অভিজাত খাটে, আর
ভাবখানা এমন যে পুচকি হায়েনা কী ক্ষতি করতে পারে তার!

এদিকে ক্ষুধার্ত হায়েনার মাথাব্যথা, কী করে সে মহিষকে কাবু করে।
মনে মনে ফন্দি আঁটে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয় নিজের নগন্যতার কথা ভেবে।
অবশেষে, হায়েনাটি ওৎ পেতে বসলো অদূর দূরে, ঝোপের আড়ালে
মহিষটি যখন শব্দেছন্দে ঘাসের সঙ্গে খেলছিল আনমনে, তখন
হায়েনাটি এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরলো মহিষের অন্ডকোষ।

কিছুক্ষণ লম্ফঝম্ফ, চিৎকার-চেঁচামেচি শেষে
মহিষটি নেতিয়ে, নীরব হয়ে পড়লো মাটির বুকে, চিরতরে।

## মরিচের স্বাদ

বশির আহমেদ

কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে অনিদ্রিত রাত কাটায় ময়নাল কাকু!
ভুলভাল কর্মগুলো ভেসে উঠে বিবেকের চোখে,
প্রত্যেকেরই বিবেকের প্রয়োজন।
আমি নিজেই হেরে যাই নিজের বিবেকের কাছে।
কটাক্ষ দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকাই,
স্বমহিমায় সূর্য প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর চারপাশ।
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে আর কতদিন চাপাবেন জনাব?
আমি দারুচিনি চিবিয়ে খুঁজে পাই মরিচের স্বাদ!

## ঝরে পড়া মুকুল

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে কত কলি আজ মুকুলেই ঝরে পড়ে।
ঝরে পড়া মুকুলের আর্তনাদ বেজে উঠে কর্ণকুহরে।
এদের ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই যেন মনুষ্য সভ্যতায়।
অযত্ন অবহেলায় বেড়ে উঠে পথে প্রান্তরে।
একমুঠো ভাতের সংস্থানে ঘুরে বেড়ায় আনাচে কানাচে বা
শহরের অলিতে গলিতে।
কেউ বলে ছিন্নমূল বা পথ শিশু।
সমাজের ভদ্রমানুষের নাম দেওয়া পথশিশুগুলি ক্ষুধার যন্ত্রণায়
কুড়িয়ে খায় আস্তাকুঁড়ের খাবার।
সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে এদের ললাটে জোটে এক টুকরো ছিন্ন কাপড়।
বৈরী আবহাওয়ায় মাথার উপর থাকে না নিজকে গুজিয়ে নেবার ঠাঁই।

প্রতিটি মুহূর্তে কষ্টের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই টানতে হয় জীবনের ঘানি।
কষ্টের ফুজিয়ামায় দগ্ধ হয় জীবনের স্বপ্নগুলি।
রোগ ব্যধির কবলে পড়ে অবশেষে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

## পুলকিত পঁচিশ

জাহাঙ্গীর চৌধুরী

সর্বকুলে'র আয়ুষ্কাল বিয়োগোত্তর
কৃষ্ণগহ্বরে বিসর্জিত চব্বিশ।
হীরক নেত্রে পুষ্পকরথে আগত
নব্য স্বপ্নে পুলকিত পঁচিশ।
পাঁচিলের প্রাচীন পোস্টার যাচ্ছে খসে,
নব চিন্তাচেতনার আধুনিক কিছু হর্ষে।
ব্যস্ত পথের জেব্রাক্রসিং পাচ্ছে নতুনত্ব,
রাস্তাঘাটে এখন খোঁড়াখুঁড়ির বীরত্ব।
মাটির দেহে সম্ভাবনার ঘাটতি অতি,
ডানের হিসাব না কষে,
বামের হিসাব কর্ষণে অধিক গতি।
ক্ষুধার্ত ঘাসমানুষের উদর জ্বলে,
জ্ঞানপাপীদের মশির অনলে,
তবু মনে চাষাবাদ করে বাঁচার আশা।
পঁচিশ হোক গণতন্ত্রের সরল সুত্র,
স্বাধীনতা হোক আঠারো কোটির বরপুত্র।

# ফিরে দেখা কমিউনিটি-২০২৪

(শেষ পৃষ্ঠার পর)



বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক আওয়ামী লীগ নেতা, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ এডভোকেট আতাউর রহমান শামীম ঢাকার বেইলী রোডের রেস্টুরেন্টে ২৯ ফেব্রুয়ারী সংগঠিত অগ্নিকান্ডে মৃত্যুবরণ করেন। অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময় তিনি তার সেগুনবাগিচার বাসা থেকে বের হয়ে গ্রিনকজি কটেজ ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি রেস্টুরেন্টে কফি পান করতে গিয়েছিলেন। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার সন্তান শামীম এক সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উপ কমিটির সদস্য ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক। আতাউর রহমান শামীম নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক গণবাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। তার স্ত্রী-কন্যা নিউইয়র্কে বসবাস করেন।

মার্চ



**ওজোন পার্কে পুলিশের গুলিতে উইন রোজারিও খুন:** বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ওজোন পার্কে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশী তরুণ উইন রোজারিও (১৯) খুন হয়। সে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলো। পরিবারের অভিযোগ পুলিশ ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। তাদের দেশের বাড়ী গাজীপুর জেলায়। ২৭ মার্চ বুধবার এই ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন মিডিয়ায় গুরুত্বের সাথে প্রচারিত হওয়ায় 'টক অব দ্য টাউন'-এর খবরে পরিণত হয়। এদিকে পুলিশ জানায়, মানসিক রোগে আক্রান্ত উইন ঘটনার দিন সকাল থেকে বাসায় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছিলেন। এক পর্যায়ে উইন নিজেই ৯১১ এ কল করলে দুপুর দেড়টার দিকে এনওয়াইপিডি'র একদল পুলিশ তার বাসায় যায়। এসময় পুলিশ তাকে আটকের চেষ্টা করলে উইন ওয়াড্রুভ থেকে দুটি কাচি নিয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণের জন্য উদ্যত হয়। এসময় পুলিশ তাকে নিবৃত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতে মায়ের সামনেই ওই তরুণকে লক্ষ্য করে পুলিশ পরপর ৬ রাউন্ড গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। পরে তাকে জামাইকা হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এপ্রিল



**বাফেলোতে দূর্বৃত্তের গুলিতে ২ বাংলাদেশী নিহত:** নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলো সিটিতে দূর্বৃত্তের গুলিতে ২ বাংলাদেশী নিহত হন। ২৭ এপ্রিল, শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ইস্টফেরী এন্ড বেইলি এভিনিউয়ের কাছে হ্যাজেল উড স্ট্রিটে এই ঘটনা ঘটে। নিহতের একজনের নাম আবু সালেহ মোহাম্মদ ইউসুফ জনি (৫৮), তার গ্রামের বাড়ী সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার মেজরটিলা। অপরজনের নাম মোহাম্মদ বাবুল উদ্দিন (৪৩), তার গ্রামের বাড়ী কুমিল্লা। হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করা হয়।

মে:



**বোস্টনে নিজ বাড়ি থেকে নাসিম পারভীনের মরদেহ উদ্ধার :** তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও নিউ ইংল্যান্ড মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নাসিম পারভীনের মরদেহ তাঁর বোস্টনের নিজ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাবেক স্ত্রী তিনি। ৭ মে মঙ্গলবার বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বোস্টনের নিকটস্থ শহর ওয়েষ্ট রক্সবুরির নিজ বাড়ির দরজা ভেঙ্গে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ওই বাড়িতে একাই বসবাস করতেন।



**যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল জাজ হিসেবে নুসরাত জাহান চৌধুরীর শপথ:** বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত নুসরাত জাহান চৌধুরী ১০ মে শুক্রবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ইস্টার্ন ডিষ্ট্রিক-এর ফেডারেল জাজ হিসেবে শপথ নেন। যুক্তরাষ্ট্রে এই পদে তিনি প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান, প্রথম মুসলিম নারী এবং দ্বিতীয় মুসলিম আমেরিকান। ফেডারেল জাজ নুসরাত চৌধুরী ১৯৭৬ সালে ইলিনয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক বাড়ী ফেনী জেলার দাগনভুইয়ার উপজেলার ৬ নং দাগনভুইয়া সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ আলীপুর।

**যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের অভ্যন্তরীন কোন্দল:** কেন্দ্রের নির্দেশে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের শূন্য আসন পূরণ করা হলেও দলের সমস্যার সমধান হয়নি। বরং দলের মধ্যকার বিবেধ-বিভক্তি যেনো আরো বেড়ে যায়। যার বহি:প্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের পরারাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি'র নিউইয়র্ক আগমনের দিন ২৯ মে বুধবার। তাকে অভ্যর্থনার সময় তার সামনেই জেএফকেতে চরম বাক-বিতন্ডা, হৈচৈ, ধাক্কাধাক্কি আর হাতাহাতির ঘটনা ঘছে। উদ্ভুত পরিস্থিতে বিব্রত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ।

জুন

**জ্যামাইকায় বাংলাদেশী নূরুল ভূইয়া ছুরিকাঘাতে নিহত:** নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় গত ২২ জুন শনিবার দূর্বত্তের ছুরিকাঘাতে নূরুল ভূইয়া নামে এক বাংলাদেশী নিহত হন। নিহত নূরুল ভূইয়ার বয়স ৪০ বছর। সে স্প্রীং ফিল্ড গার্ডেনের সেন্ট আলবানসে বাস করতেন। তার দেশের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরের সিরাজদীখান উপজেলায়। বিগত ১৮ বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তার ১৪ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এদিকে নূরুল ভূইয়ারকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ ২৪ বছর বয়সী জশুয়া কেলি নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রিটে এলাকায় স্থানীয় স্যামি গুরমে ডেলি স্টোরের সামনে রাত ৯ টা ৪০ মিনিটের দিকে এই ঘটনা ঘটে।



**সাঁতার কাটতে গিয়ে নিউজার্সীতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত এহসান আমান উল্লাহর মৃত্যু:** যুক্তরাষ্ট্রের সামার মৌসুমের শুরুতেই ২৫ জুন মঙ্গলবার বিকেলে নিউজার্সী ষ্টেটে সাগরে সাঁতার কাটতে গিয়ে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত আমেরিকান এহসান আমান উল্লাহ নামের এক যুবকের মৃত্যু ঘটে। ১৮ বছর বয়সী এহসান ঘটনার দিন বিকেল আটলান্টিক সাগরের মোহনায় বন্ধুদের সাথে সাঁতার কাটতে যায়। নিউজার্সীর ন্যুয়ার্কের কাছেই সাগর মোহনার ছোট একটি দ্বীপের কাছে সাঁতারের একপর্যায়ে গভীর জলে তলিয়ে যান এহসান। উদ্ধারকারীরা খবর পেয়ে উদ্ধার চালায়। কিন্তু রাত বেশী হওয়ায় ওয়েস্ট মিলফোর্ড পুলিশ মঙ্গলবার রাতে সাগরে তল্লাসি স্থগিত রাখে। পরদিন বুধবার সকাল থেকে ষ্টেট পুলিশের উদ্ধারকারী দলসহ মেরিন ডুবুরীরা ব্যাপক তল্লাসি চালিয়ে এহসান আমান উল্লাহ'র মৃতদেহ উদ্ধার করে।

জুলাই

**বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি খোরশেদ আনোয়ারের ইন্তেকাল:** বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ফার্মাসিস্ট খোরশেদ আনোয়ার ২০ জুলাই, রোববার বেলা ১২ টার দিকে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের নর্থ শোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। লং আইল্যান্ডে তার মরদেহ দাফন করা হবে।

আগষ্ট

**বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খানের ইন্তেকাল:** একাত্তুরের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আওলাদ হোসেন খান ৪ আগষ্ট রোববার রাত ৯ টা ২০ মিনিটে লং আইল্যান্ডের নর্থশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে পরবর্তীতে তার মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হয় এবং নরসিংদী জেলায় মনহর্দী উপজেরার সৈয়দের গাঁও-এ তার গ্রামের বাড়ীতে পারিবারিক কবরস্থানে আওলাদ হোসেন খানের মরদেহ দাফন করা হয়।




**জালালাবাদ এসোসিয়েশনের (শাহীন-মইনুল) নির্বাচন:** জালালাবাদ এসোসিয়েন অব আমেরিকার ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে বিভক্ত সমিতির 'শাহীন কামালী ও মইনুল ইসলাম' নেতৃত্বাধীন অংশের নির্বাচনে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেলকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে ৬ আগষ্ট, মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন বিকেলে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত জানান। এর আগে 'মইনুল-আসাদ' প্যানেল ছাড়াও আরো দু'জন প্রার্থী সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ পদ থেকে প্রার্থী প্রত্যাহার করেন।

**ফিলাডেলফিয়ায় মুনা'র কনভেনশন:** মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা, মুনা'র তিনদিনব্যাপী কনভেনশন ৯, ১০, ১১ আগস্ট শুক্রবার, শনিবার ও রোববার ফিলাডেলফিয়ার সুবিশাল দৃষ্টি নন্দিত 'পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে' অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর আমেরিকায় মুনা'র এ কনভেনশনই প্রবাসী বাংলাভাষী মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ। এতে ১০/১২ হাজার মুসলিম নরনারী যোগ দেন।

সেপ্টেম্বর

উত্তর আমেরিকার লেবার ডে উইকেন্ড (৩০-৩১ আগষ্ট ও ১-২ সেপ্টেম্বর) ঘিরে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের চার স্টেটে অনুষ্ঠিত হয় বিভক্ত ফোবানা সম্মেলন। এবারের সম্মেলন ছিলো ৩৮তম ফোবানা সম্মেলন। সম্মেলনগুলোর অনুষ্ঠানমাল মধ্যে ছিলো সেমিনার, কাব্য জলসা, ফ্যাশন শো, রকমারী স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

নিউইয়র্কের ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ম্যারিয়ট নিউইয়র্ক লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্ট হোটেলে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো আমেরিকা বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এবিসিসিআই)। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী দেওয়ান এ আজিম জুয়েল।

ম্যারিল্যান্ডের হোটেল হিলটন গেইটসবার্গে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশী আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ আর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী হচ্ছেন কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম।

'চেতনায় বাংলাদেশ' শ্লোগান নিয়ে ভার্জিনিয়া আর্লিংটনের ক্রিস্টাল গেটওয়ে ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসি। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আবীর আলমগীর।

অপরদিকে মিশিগানের ডেট্রয়েটের জায়নি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান। এই সম্মেলনের চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী হচ্ছেন ড. রফিক খান।

**জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ড. ইউনুসের যোগদান:** জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এ উপলক্ষ্যে তিনি ২২ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্ক আসন ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। জাতিসংঘে তাঁর আগমন ঘিরে বিএনপি-আওয়ামী লীগ জেএফকে বিমানবন্দরে ও জাতিসংঘের সামনে পাল্টাপাল্টি শান্তি ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। অপরদিকে ড. ইউনুসের সম্মানে সংবর্ধনা সভা বা প্রবাসীদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং সংবাদ সম্মেলন না হওয়ায় কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেয়া দেয়।

অক্টোবর



**জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ থেকে মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া'র মরদেহ উদ্ধার:** নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিটের পরিচিত মুখ মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া (৭৫) মরদেহ ১০ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি মসজিদ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। তার দেশের বাড়ী কুমিল্লার চান্দিনা। মমতাজ উদ্দিন ভূইয়া ১৯৯১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন।



**বাফেলোতে বাংলাদেশী যুবককে গুলি করে হত্যা:** নিউইয়র্কের বাফেলোতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত যুবক রওনক হক রতন (২০) কৃষ্ণাঙ্গের গুলিতে নিহত হন। ১২ অক্টোবর, শনিবার বিকেলে বাফেলো শহরের নিকটবর্তী উপশহর চিত্তাওয়াগাতে নিজ বাসা থেকে দুই ব্লক দুরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। রতন গাড়ী পার্ক করে দুই বন্ধুকে নিয়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণাঙ্গ এক ব্যক্তি এসে রতনের গাড়ী সরাতে বলে। তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিটি বন্দুক বের করে রতনকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় রতনকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রতনের জন্ম নিউইয়র্ক সিটির জামাইকায়। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে রতন দ্বিতীয়। সে স্থানীয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বাবার নাম আতাউর লিটন এবং তাদের দেশের বাড়ী বগুড়া জেলার শিবগঞ্জে। তারা ২১ বছর নিউইয়র্কে বসবাস করার পর কয়েক বছর আগে বফেলো চলে যান।



**অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেনের ইন্তেকাল:** বাংলাদেশে স্বাধীনতা উত্তরকালে নব নাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি, মঞ্চ উদ্দীপিত করা 'একুশে পদক' প্রাপ্ত অভিনেতা জামালউদ্দিন হোসেন ১১ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় কানাডায় ইন্তেকাল করেন। বেশ কয়েকদিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর খুলে নেয়া হয় ঐদিন সকালে। তবে তাকে সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পারিয়ে রাখা হয়। বিকেলে তার কন্যা ফারজানা লস্কর লিপি জানান, তাদের পারিবারিক সম্মতিতেই লাইফ সাপোট খুলে নেয়া হয়। কারণ তার পিতা লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, তাকে যেন দীর্ঘদিন লাইফ সাপোর্টে রাখা না হয়। ফুসফুসের জটিলতাসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ভুগছিলেন তিনি। এই বরেণ্য নাটজন ক্যালগ্যারিতে ছেলের কাছে যাওয়ার আগে আটলান্টায় মেয়ের কাছে ছিলেন সস্ত্রীক। ফুসফুসের সমস্যা প্রকট হলে তিনি কানাডায় যান। এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়।

**চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন:** চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন ঘিরে সংগঠনটি অবার বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় রোববার (২০ অক্টোবর) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৬টি চ্যালেঞ্জ ভোট নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়। প্রাথমিক ভোট গণনার ফলাফলে সভাপতি পদে মাকসুদ হক চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম জয়ী হন। পরবর্তীতে চূড়ান্ত গণনায় নির্বাচন কমিশন আবু তাহেরকে সভাপতি ও আরিফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তের পর সমিতি ভবন দখল, পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটে এবং প্রতিদ্বন্দ্বি দুই প্যানেলের নির্বাচিতরাই পৃথক পৃথকভাবে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

**বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন:** যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র দ্বি-বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচন গত ২৭ অক্টোবর রোববার অনুষ্ঠিত হয়। সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য আলোচিত এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বি 'সেলিম-আলী' ও 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের মধ্যে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। এতে আতাউর রহমান সেলিম সভাপতি ও মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচনে ব্যয় হয় ১০ লক্ষাধিক ডলার।

পেনসিলভেনিয়াড মাহবুবুর রহমান গুলিতে নিহত: পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের আপারডাবী টাওনশীফ শহরের মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নামে এক বাংলাদেশী গুলিতে নিহত হন। টাওনশীফ শহরের ৬৯তম স্টীট্রের মসজিদ আল মদিনার পার্কিং লটের ২৯ অক্টোবর, রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। তার বয়স ৬৫ বছর, দেশের বাড়ি নড়াইল জেলায়। পেনসিলভেনিয়ার বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ ট্যাক্সি সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়ার অন্যতম সদস্য এবং বিটিএসপি'র প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান স্থানীয় কারেকশন অফিসের নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন। বিটিএসপিতে তার রেজিঃ নাম্বার ৪২।

**বাংলাদেশের 'সমালোচনা' করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্ট:** বাংলাদেশের কঠোর সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে এমন দাবি করে ৩১ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার টুইটারে পোস্ট করেন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী (পরবর্তীতে বিজয়ী) ডোনাল্ড ট্রাম্প। পোষ্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বর হামলার কড়া নিন্দা জানাচ্ছি। যারা উচ্ছৃঙ্খল জনতার দ্বারা হামলা ও লুটের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন পুরোপুরি বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে।' ট্রাম্প তার পোস্টে দাবি করেছেন যদি তিনি প্রেসিডেন্ট থাকতেন তাহলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নির্যাতনের ঘটনা ঘটত না। তিনি অভিযোগ করেছেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো বিশ্বে হিন্দুদের উপেক্ষা করেছেন। এছাড়া ইউক্রেন থেকে শুরু করে ইসরায়েল এবং নিজেদের দক্ষিণ সীমান্তসহ সব জায়গায় বাইডেন-হ্যারিস ব্যর্থ হয়েছেন বলেও দাবি করেছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমার চোখের সামনে এগুলো কখনও হতো না। কমলা হ্যারিস ও জো বাইডেন হিন্দুদের আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বব্যাপী উপেক্ষা করেছেন। ইসরায়েল থেকে ইউক্রেন, আমাদের দক্ষিণ সীমান্তসহ সব জায়গায় তাদের অবস্থা যা-তা। কিন্তু আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও শক্তিশালী করব এবং শক্তির মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনব। তিনি আরও লিখেছেন, 'উগ্র বামপন্থিদের ধর্ম বিদ্বেষ থেকে আমরা আমেরিকান হিন্দুদের রক্ষা করব। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করব। এছাড়া (নির্বাচিত হলে) আমার প্রশাসনের মাধ্যমে ভারত এবং ভালো বন্ধু নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ব।'

এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উল্লেখিত পোষ্টের খবরে নিউইয়র্কেও বাংলাদেশী কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রবাসীরা বলছেন, বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ। এই দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান সবাই মিলে মিশে বসবাস করেন। কেউ বলছেন, মোটা অংকের ডোনেশনের বিনিময়ে ট্রাম্প এমন পোষ্ট প্রদান করেছেন, আবার কেউ বলছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশ ও ভারতীয় হিন্দুদের ভোট পেতে তিনি হিন্দু কমিউনিটির লবিং-এর কারণে এমন পোষ্ট দিয়েছেন।

নভেম্বর



**নভেম্বরের নির্বাচনে ৬ বাংলাদেশী-আমেরিকান জয়ী:** ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে আবারও লড়ছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ছয় প্রার্থী। আগে থেকেই যেসব নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন, স্টেটের বিভিন্ন আইন সভায় তারাই আবার দাঁড়িয়েছেন। এবার নতুন কোনো প্রার্থীর খবর পাওয়া যায়নি।

টানা চতুর্থ মেয়াদে ষ্টেট সিনেটর হওয়ার দৌঁড়ে আছেন জর্জিয়ার ডিস্ট্রিক্ট-৫ থেকে কিশোরগঞ্জের সন্তান শেখ এম রহমান। একই ষ্টেটের ডিস্ট্রিক্ট-৭ থেকে পুনরায় লড়ছেন নোয়াখালীর সন্তান নাবিলা ইসলাম। কানেক্টিকাট ডিষ্ট্রিক্ট-৪ থেকে ষ্টেট সিনেটর হওয়ার লড়াইয়ে আছেন চাঁদপুরের মাসুদুর রহমান। ভার্জিনিয়ায় সিনেট ডিস্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে ভোটযুদ্ধে রয়েছেন নোয়াখালীর সন্তান সাদ্দাম সেলিম। তারা সবাই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। এছাড়াও নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেট হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ পদে রকিংহ্যাম ডিস্ট্রিক্ট-২০ থেকে ষষ্ঠ মেয়াদে লড়ছেন পিরোজপুরের সন্তান আবুল বি খান। তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী। এর বাইরে পেনসিলভেনিয়া, মিশিগান, নিউজার্সীসহ অন্যান্য ষ্টেটে কয়েকজন বাংলাদেশী-আমেরিকান রয়েছেন কাউন্টি, সিটি ও অন্যান্য পর্যায়ে। নিউজার্সী ষ্টেটের প্লেইন্স বরো টাউনশিপ থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান, একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরু নবী টানা ১৪ বছর ধরে এই পদে রয়েছেন। এবারও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ডেমোক্র্যাট এই প্রার্থী।

**তানজির রেজা চৌধুরীর ইন্তেকাল:** বিশিষ্ট লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাহমুদ রেজা চৌধুরী এবং সাবেক ব্যাংকার সুরাইয়া খানমের একমাত্র পুত্র তানজির রেজা চৌধুরী হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে ১৫ নভেম্বর, শুক্রবার সকালে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ নরশোর হাসপাতালের শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বয়স হয়েছিলো ৩৯ বছর। মৃত্যুকালে তানজির স্ত্রী এটর্নী সুরাইয়া রহমান ও মা-বাবা সহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তানজিরের মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্ক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের ইন্তেকাল: বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ইন্তেকাল করেছেন। সম্প্রতি সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালনের সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বাংলাদেশে যান এবং দেশে শারীরিক পরীক্ষার পর তার ডেঙ্গু জ্বর সনাক্ত হয়। পরবর্তীতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বাংলাদেশ সময় ২০ নভেম্বর বুধবার সকাল ১০টার দিকে ইন্তেকাল করেন।

ডিসেম্বর

**জয়কে অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় মিল্টন ভুইয়ার জামিন লাভ:** বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে করা মামলায় ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন মঞ্জুর করেন। ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও মিজানুর রহমান ভূঁইয়াসহ পাঁচজনের সাত বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত। পরে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২২ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আসামি মিজানুরের সাজা এক বছরের জন্য স্থগিত করেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরের আগে যেকোনো সময় থেকে এ পর্যন্ত বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের সহসভাপতি মোহাম্মদ উল্লাহ মামুনসহ বিএনপি ও দলটির নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত অন্য দলগুলোর উচ্চপর্যায়ের নেতারা রাজধানীর পল্টনের জাসাস কার্যালয়ে, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে, যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার আসামিরা একত্রিত হয়ে যোগসাজশে (তৎকালীন) প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ও তার প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমেরিকায় অপহরণ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সাংবাদিক শফিক রেহমান ও মাহমুদুর রহমান আগেই জামিন লাভ করেন।



# অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
# Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

**যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।**

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

## Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

---

# FSR Multiservices Inc

# মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

**Tel (917)-776-1235 646-461-0919**

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

---

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

# GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

# ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

# Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



# অশোক কুমার কর্মকার
## এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকার যে কোন বন্ধু ব্যবসায় নূতনভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

অন্যূন ১ মিলিয়ন বা সমমানের ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন ব্যবসায়ীক সমিতি/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

**আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?**

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

## Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

**Queens Main Office:** Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
**Tel: (718) 662-0100,** Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
**Dhaka Office:** US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

# Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

**এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ**

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিবাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

**এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি**

## Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
**Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428**

# SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

**একাউন্টিং**
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
**রেজিস্ট্রেশন**
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

## Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

**Wasi Choudhury, EA**
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



**Tel: 718-440-6712**
**718-205-3460**
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

**37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377**

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

## আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ

Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ

ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ

এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন:
southeasternmgm@gmail.com

## পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:

ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-ঈঝ), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।

যোগাযোগ:

**abdurrahman.bd144@gmail.com**

(পাত্র নিজে)

## হাউজ কিপিং জব করতে চাই

**হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।**

**ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩**

## রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

**রুমমেট আবশ্যক:** নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের এর নর্দান ব্লবার্ড এলাকায় ৮১ স্ট্রিটের এর উপরে ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে এক তলায় একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

## বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st ) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ

নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen Ave.
যোগাযোগ : **917-495-1391**
**917-495-3908.**

## বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:

১ঃ ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।
ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:

১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :

ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা | 347- 235-7322 (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ

বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:

১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ

October থেকে ২ room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ

উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

evmv fvov:

Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693.
যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ

একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। ৩৪৭-৩৪৫-৫২৪৩, ৩৪৭-৬৫৩-০৬৩২.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :

কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ

২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ

জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৬১- ৯৯৪১.

বাসা ভাড়াঃ

রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ

জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ

কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

**House for Rent:**

3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email:
kamruzbaccu1@gmail.com

**House for rent:**

(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

**House For Rent:** October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

**House for rent :**

3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

**Apartment for rent:**

1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

**Apartment for rent:**

2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

## Apartment For Rent

3-bedroom apartment in private house in Jamaica near 177th St and Liberty Avenue available for rent.
Please contact Mojib at (347) 234-8295.

**টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩**

**ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯২৯-২২৯-৬৮৩৬.**

**ড্রাইভারঃ** TLC **বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ ৬৪৬-৭০৪-৫৭৪৯.**

# ইসলাম ছাড়া দেশকে বৈষম্যমুক্ত করা সম্ভব নয়

**জাফর আহমাদ**

বাংলাদেশের এমন এক ইঞ্চি জায়গা নাই যেখানে বৈষম্য নেই। ইসলামী হোক বা অনৈসলামিক হোক সব প্রতিষ্ঠানেই বৈষম্য। আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একদিকে ন্যায়-বিচার ও সুষম বন্টনের কথা বলে আবার তিনি নিজেই একজন বৈষম্যের মূর্তপ্রতিক। কেউ ন্যায় বিচারের কথা বললে সে আরো মারাত্মকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। দেশের পরতে পরতে ও স্তরে স্তরে বৈষম্যে পরিপূর্ণ। এটি এখন এমনি মামুলী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখানে এটিকে কেউ আর অপরাধ বলে ঘৃণা তো দুরের কথা সামান্য আফসোসও করে না। বাহির থেকে সব মানুষ জানে এটি একটি পরিশীলিত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এর ভেতরের কর্মীদের চাপা কান্না, সেখানকার এবং তার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। চার দেয়ালের ভেতরে বৈষম্যের শিকার মানুষগুলো গুমরে মরে। গত ৩৬শে জুলাই দেশের ছাত্র সমাজ চাকুরীর ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতিকে বৈষম্য বলে একটি ফ্যাসিস্ট সরকারকে উৎখাতই করে ফেললো। অথচ বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, হোক সেটি ইসলামী বা ট্রেডিশনাল সর্বত্র বৈষম্যের পাহাড় জমা হয়েছে। এগুলোর জন্য কেউ কোনদিন আন্দোলন-সংগ্রাম করে না। কেউ নিয়তির খেলা বলে চালিয়ে দেন, কেউ চাকুরী যাওয়ার ভয়ে কিছু বলেন না, কেউ অনিয়মকে নিয়ম হিসাবেই জানে।

বাংলাদেশকে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এমন একটি প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে না যেখানে বৈষম্য নেই। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্টার স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার নিয়ে দায়িত্ব নেয়া বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষে আগামী ১০০ বৎসরেও বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রন্দ্রে রন্দ্রে বৈষম্য এমনভাবে শিকড় গেঁড়েছে যাকে উপড়ে ফেলা এত সহজ নয়। গত ৫ আগষ্ট থেকে একের পর এক বৈষম্যের শিকার মানুষগুলো দাবি নিয়ে রাস্তায় নামছে, যার সামাল দিতে বেসামাল হয়ে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রায় প্রতিদিনই কোন না না কোন দাবি নিয়ে সড়ক অবরোধ করা হচ্ছে। নভেম্বরের পোশাক শ্রমিক সরকারী তিতুমীর কলেজের ছাত্রদের আন্দোলন চোখে পড়ার মতো। আরো কত প্রতিষ্ঠানে বৈষম্যের যাঁতাকলে সেখানকার মানুষগুলো আবহমানকাল থেকেই পিষ্ট হয়ে আসছে। তাদের কথা শোনার কেউ নেই। এই অসহায়দের কান্না কঠিন দেয়াল ভেদ করে বাইরে আসা সম্ভব হয় না।

সত্যিকারার্থে বৈষম্যের মূল উৎপাটনের জন্য মানুষের চরিত্র পরিবর্তন করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী বা ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যদি নৈতিক মানবিক গুণে গুণান্বিত হন, তবে তাদের প্রতিষ্ঠানে যেমন বৈষম্য থাকতে পারে না। তেমনিভাবে রাষ্ট্র-সরকার যদি সৎ ও নৈতিক মানবিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে তাদের প্রধান কর্মসূচী হবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করা। কারণ ইসলামের আগমনই ঘটেছে একটি বৈষম্যহীর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। জাতি হিসাবে আমাদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরাই শ্রেষ্ট জাতি, তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ভালো কাজের হুকুম দিবে এবং দুস্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।"(সুরা আলে ইমরান:১১০) আয়াতটি অত্যন্ত বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত।

জাতি মানে মুসলিম জাতি। এটি সেই সময়কার আয়াত যখন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ট জাতি বলতে বনী ইসরাঈল জাতিকে বুঝানো হতো। আল কুরআনের সুরা বাকারায় বেশ কয়েকবার সে জাতির শ্রেষ্টত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অযোগ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলদেরকে দুনিযার নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের সে আসন থেকে নামিয়ে মুসলিম জাতিকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এখন মুসলিমরাই দনিয়ার সর্বোত্তম মানবগোষ্ঠী। সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবতার কল্যাণ মূলক কাজ করার মতো যোগ্যতা ও নেতৃত্বের তোমাদের মধ্যে সুষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে ন্যায় ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসৎবৃত্তির মূলোপাটন করার মনোভাব ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই সংগে তারা এক ও লা-শরীক আল্লাহকেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং কার্যতও নিজেদের ইলাহ, রব ও সর্বময় প্রভু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কাজেই ইসলামের নেতুত্ব বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলিমগণও আজ ইসরাঈলীদের মতই আচরণ শুরু করেছে। ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অথচ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া বৈষম্যকে উৎপাটন করা সম্ভব নয়।

মানবতার কল্যাণের জন্য নেক কাজের আদেশ ও অসৎকাজের মাধ্যমে বৈষম্যকে দুর করতে হবে। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের হাতে তুলে দিতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর সর্বত্র বৈষম্য একটি অসৎ কাজ। পক্ষান্তরে একটি বৈষম্যহীন সুষম ও ভারসাম্যপুর্ণ পরিবেশ অবশ্যই সৎ কাজ। এই বৈষম্য দূর করার ক্ষমতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থার কাছে নেই। এই ব্যবস্থা শুধু ইসলামের হাতেই আছে। কারণ ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। ইসলাম একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন জীবন ব্যবস্থা যা ইনসাফ, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের জন্য এ ব্যবস্থাই একমাত্র যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যার সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যার কোন অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক রাখে না।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বৈষম্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ, যার রন্দ্রে রন্দ্রে বৈষম্য শিকড় গেড়ে আছে। এটিকে উপড়িয়ে ফেলা কারো পক্ষে সহজ নয়। একমাত্র ইসলামই পারে একটি বৈষম্যমুক্ত সমাজ উপহার দিতে। এ জন্য দেশের শাসন ক্ষমতা সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের হাতে অর্পন করতে হবে, যারা ক্ষমতার দন্ড হাতে পেয়ে চারটি কাজ করবে। আল কুরআন বলছে, "এরা এমন লোক যাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি তাহলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ নিষেধ করবে। আর সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।"(সুরা হজ্জ:৪১) এই চারটি কাজ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। এগুলোর প্রতিষ্ঠাই সে সরকারের প্রথম প্রধানতম কাজ।

কোন সমাজে যখন উল্লেখিত চারটি কাজ চলতে থাকে তখন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্র থেকে বৈষম্য বিদায় নেবে। এ সমস্ত সৎ মানুষদের হাতে যখন ক্ষমতা আসে তখন তারা ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুস্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে সালাত কায়েম করবে। সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। কারণ সালাতের প্রভাবে মানুষ খারাপ ও ফাহেশা কাজ থেকে বিরত থাকে। তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যয়িত হবে। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্বজ্ঞান মনে করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে।

এই একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ এবং কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্ট্যের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন জিনিসের নাম তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে। এ ধরনের একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতদিন না কায়েম হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা আদৌ সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সালাত, সওম, যাকাত ও হজ্জ পালনকারী হলেও বৈষম্য দূর হবে না। রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েম না করে সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে যতই ইসলাম পালন করুন না কেন, বৈষম্য দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়।







# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

## জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**



**অফিস : ৩৭-২৯**
**৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা**
**জ্যাকসন হাইটস**
**নিউইয়র্ক**

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

# KAKATUA AGENCY
# কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
**International & Domestic Tickets**
**Hajj & Umrah Special Package**
**Visa Processing**
**Money Transfer**

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



**ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি**

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Dr. Tahera Nasreen, MD**

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center



**Dr. Ataul Osmani, MD**

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
**TLC/Motor Vehicle Exam,**
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

**MAMUN'S TUTORIAL**

: Directed by :
**SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher**
*MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial*



**Our Programs:**
**Summer Program will start from July 5th**

| | | |
|---|---|---|
| **SAT** | 8 Weeks Course<br>4 Hours Each Class<br>Total 32 Classes (4 days/week)<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm | Get 25% Discount sign up by 4th July |
| **SHSAT** | 8 Weeks Course<br>5 days/week<br>Total Cost : $2000.00<br>Time : 2 pm to 6 pm | |
| **COMMON CORE MATH & ENGLISH** | 1st Grade to 6th Grade<br>8 weeks course<br>3 Hrs./day, 4 days/week<br>Cost : 600.00 | |

**Admission going on**
K-6 & Common Core Regents Classes

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

***Bronx Branch:***
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

***Jackson Heights Branch:***
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

**Highland Medical Care, PLLC**



**Nazmul H. Khan, MD, FACP**
Board Certified in Internal Medicine

**Address**
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

**MOHAMMAD M RAHMAN MD**



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

**Appointment:**

**718-526-0700, 718-383-4500**
**Cell- 718-864-8882**

| ASTORIA OFFICE: | JAMAICA OFFICE: |
|---|---|
| 30-04, 36th Avenue<br>LIC, NY 11106<br>Tel: 718-383-4500 | 170-12 Highland Avenue<br>Jamaica Estates, NY- 11432<br>www.drmrahman.com |

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

NIGAR
SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD



# বাংলাদেশি কমিউনিটির দুই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
মরদেহ দাফন করা হয়।
এর আগে বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে নিউইয়র্ক সিটির এলমাষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না-লিল্লাহী ও ইন্না- ইলাইহি রাজিউন)। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগেন ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৯০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।
মৌলভীবাজার সদর থানার জগতপুর গ্রামের সন্তান হাজী কলন্দর মিয়া।
অপরদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামী সেন্টারের মুসল্লি, সিলেট শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সহিদুল হোসেন বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৫ টার দিকে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের কালবেরি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না-লিল্লাহি ও ইন্না- ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়েছে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামী সেন্টারে।
শোক প্রকাশ: এদিকে প্রবীণ প্রবাসী হাজী কলন্দর মিয়া এবং মোহাম্মদ সহিদুল হোসেনের ইন্তেকালে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে করে মরহুমদ্বয়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।
আরো শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক সানু এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।
এছাড়াও 'মইনুল-আসাদ' নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহ মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আতাউল গণি আসাদ পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন পৃথক বিবৃতিতে হাজী কলন্দর মিয়া এবং মোহাম্মদ সহিদুল হোসেনের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।
[১:১৪ চগ, ১২/৩০/২০২৪] ঝ অষধস ঝঁসড়হ: এটা শেষ পাতায় দেড় কলামে দিবেন ছবিসহ
[১:১৪ চগ, ১২/৩০/২০২৪] ঝ অষধস ঝঁসড়হ: প্রথমজন হাজী কলন্দর মিয়া
২য় জন মোহাম্মদ সহিদুল হোসেন

# ম্যানহাটনে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
তার পরিচয় প্রকাশ করেনি।
পুলিশের সূত্র মতে, ভিক্টিমের সাথে অজ্ঞাত এক পুরুষ সন্দেহভাজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডার জেরে গুলি করা হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অজ্ঞাত এক পুরুষ । তবে, এনওয়াইপিডির কাছে শুটারের কোনো বর্ণনা এখনও নেই। গোয়েন্দারা আশপাশের এলাকার ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষা করছেন অপরাধীকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

# ফ্লোরিডায় বাংলাদেশী-আমেরিকান হিন্দুদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের প্রশ্রয়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যক্রম হচ্ছে বলে অভিযোগ এবং এসব ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।
হিন্দু বাঙালী সোসাইটি অফ ফ্লোরিডা ইউএসএ আয়োজিত এবং বাংলাদেশী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউনাইটেড হিন্দুস অফ ইউএসএ সহ বেশ কয়েকটি বাংলাদেশী-আমেরিকান ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে শতাধিক নারী-পুরুষ অংশ নেন।
আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় সাহার সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক লিটন মজুমের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্রেটিক ডিষ্ট্রিক্ট লিডার দিলীপ নাথ, জগন্নাথ হল এলামনাই এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শ্যামল চক্রবর্তী, মেম্বার সেক্রেটারি বিদ্যুৎ সরকার, সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভবতোষ মিত্র, হিন্দু অ্যাকশন নেটওয়ার্কের পরিচালক শিবু চৌধুরী, সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি সাধন সরকার ও সদস্য রতন মজুমদার, ইউনাইটেড হিন্দু কাউন্সিল অফ ইউএসএ'র পরিচালক পীযূষ বর্ধন ও আটলান্টার হিন্দু অ্যাকশন নেটওয়ার্কের পরিচালক শিবু চৌধুরী ভূপাল ধর।
সমাবেশে বক্তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনকারীকে বিচারের আওতায় এনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের আহবান জানান।
সমাবেশের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয়, যার মাধ্যমে তাকে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও সংখ্যালঘু নাগরিকদের নির্মূলকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করেতে সাহায্য চেয়ে অনুরোধ জানানো হয়। স্মারকলিপির অনুলিপি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বরাবরও দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

# এস্টোরিয়ায় স্থানান্তরিত সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রধান

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
হিসেবে এস্টোরিয়ায় যাত্রা শুরু করেছে।
৩১-১০ ৩৭তম এভিনিউস্থ ৩য় তলা, স্যুট নং ৩০৩ লং আইল্যান্ড সিটি, নিউইয়র্ক ১১১০১ নতুন ঠিকানায় গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সোনালী এক্সচেঞ্জ। এই ভবনের ২য় তলায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসও রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিট্যান্স সেবা দিতে চালু হয় সোনালী ব্যাংক পিএলসির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ইনকর্পোরেটেড (ঝউঈও)। সম্প্রতি সোনালী এক্সচেঞ্জ আধুনিক অনলাইন ব্যবস্থা চালু করেছে। অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসেই গ্রাহকরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন। নিউইয়র্কের পাশাপাশি বাংলাদেশি অধ্যুষিত ছয়টি রাজ্যে সেবা দিচ্ছে সোনালী এক্সচেঞ্জ।

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**জানুয়ারি ২০২৫ ভিসা বুলেটিন**

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডি ও এস) জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জানুয়ারি ২০২৫ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

ফাইনাল একশন ডেট বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএস সিআইএস /ডিওস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে অবশ্যই এই তারিখের পূর্বে জানুয়ারি ২০২৫ এর ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে।

**ফ্যামিলি স্পন্সর প্রেফারেন্স**

প্রথম:- (এফ ১) ইউ এস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা নভেম্বর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয় :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ, (এফ ২ এ) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান:- জানুয়ারি ১, ২০২২।

বি,( এফ ২ বি) :- পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত সন্তান ২১ বছর বা তদূর্ধ বয়সী। মে ২২, ২০১৬।

তৃতীয় :- (এফ ৩) :- ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা:- জুলাই ১, ২০১০।

চতুর্থ :- ( এফ ৪) প্রাপ্ত বয়সী ইউএস সিটিজেনদেন ভাই বোন। আগস্ট ১, ২০০৭।

এ সম্পর্কে পারিবারিক এবং চাকুরী ভিসার বিষয়ে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এর ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

**নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্ন**

বিয়ের পর গ্রীন কার্ড নিয়ে এদেশে এসেছি।



কিন্তু আমার সেই গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানি না। এ বিষয়ে এই বিভাগের মাধ্যমে আমি আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

**এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তর**

শর্তসাপেক্ষে গ্রীনকার্ড:- আমার ধারনা আপনার পাওয়া গ্রিন কার্ডটি হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ গ্রীনকার্ড। গ্রিন কার্ডের আবেদনের সময় স্বামী বা স্ত্রীর বিয়ের বয়স দুই বছরের কম হলে তখন তাকে সর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড বলে। সর্তসাপেক্ষ এবং তার মেয়াদ হবে মাত্র দুই বছর সে ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সর্ত্য প্রত্যাহার এবং দশ বছরের গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করা। লক্ষ্য হচ্ছে ইউএস-এর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়া।

**শর্তসাপেক্ষে গ্রীন কার্ড কি?**

শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের অর্থ হচ্ছে অন্যান্য যেকোন গ্রিন কার্ড ধারির মতই ইউএসএ তে থাকতে পারবেন। কাজ করতে পারবেন। তবে পূর্ণ দশ বছরের গ্রীন কার্ড পাওয়ার পূর্বে তার মেয়াদ হবে মাত্র দুই বছর। শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড কখনো নবায়ন হয় না। যদি দুই বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড আপ টু ডেট করে ১০ বছরের পুরনো গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন না করা হয় তবে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো ইউএসএ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। গ্রীন কার্ড এর উপর লেখা সিআর এর অর্থ হচ্ছে কন্ডিশনাল রেসিডেন্ট।

**শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি কি?**

শর্তসাপেক্ষ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টরা মাত্র দুই বছরের ও নবায়নযোগ্য গ্রীন কার্ড পেয়ে থাকেন স্থায়ী মৎববহ পধৎফ এর পরিবর্তে। স্থায়ী গ্রীন কার্ড হচ্ছে ১০ বছরের মেয়াদী এবং নবায়নযোগ্য। অস্থায়ী গ্রীন কার্ড থেকে শর্তসমূহ প্রত্যাহার করার জন্য শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিন আগে স্থায়ী গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। বিবাহ ভিত্তিক গ্রীন কার্ডের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। এরপর ১০ বছর মেয়াদী স্থায়ী গ্রীন কার্ড পাওয়া যাবে।

**এর প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই কনডিশনাল গ্রীন কার্ড হারালে কেমন হবে**

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে শর্তসাপেক্ষ গ্রীন কার্ড নবায়ন হয় না। গ্রীন কার্ড হারিয়ে গেলে ডুপ্লিকেট গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। আরো উল্লেখ্য যে, ডুপ্লিকেট গ্রিন কার্ড এর মেয়াদ ও প্রকৃত গ্রীন কার্ডের মেয়াদ শেষ হবে হারিয়ে যাওয়া গ্রীন কার্ডের তারিখেই। দুই বছর মেয়াদ শেষে আপনি স্ট্যাটাসহীন বলে বিবেচিত হবেন। ইমিগ্রেশন ডিপোর্ট করে দিতে পারবে। আপনাকে আই ৭৫১ ফরম পূরণ করে দশ বছর মেয়াদী স্থায়ী গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে হবে। যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন করতে না পারলে বিলম্বে ফাইল করা আবেদন ইমিগ্রেশন সাধারনত গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব আই ৭৫১ ফরমে স্থায়ী গ্রীন কার্ডের আবেদনের আগে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে যথাযথ তথ্যপত্র সহ পরামর্শ করা প্রয়োজন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যেকোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে পরামর্শ করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।**


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# আমাদের পুলিশ

## আজিজুর রহমান | ৯ম পর্ব্ব

গত দিনের লেখায় আমি এসপি দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন সাহেব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলাম আজকের এ সংখ্যায় তার দু একটি মানবিক গুণের কথা তুলে ধরবো। তাই শুরুতেই আপনাদের বরাবরে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়ান সাহেবের মানবিক সহযোগিতা বা গুণের উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম ।

১৯৮৬ সালের জুন বা জুলাই মাসে সিলেটের একজন ব্যবসায়ী ঢাকা থেকে গাড়ি কিনে নিয়ে আসবেন । বাধ সাধলো তখনকার সময়ের ঢাকার কিছু মাস্তান । তারা মাসোয়ারা বা বখরা ছাড়া গাড়ি আনতে দিবেনা। এমতাবস্থায় ,সিলেটের সেই ব্যবসায়ী তার আত্মীয়ের পরিচয়ে দেওয়ান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে আইনি সহযোগিতা কামনা করেন । এসপি দেওয়ান হাফিজ উদ্দিন সাহেব সংশ্লিষ্ট থানার সহযোগিতা দ্বারা নিজ উদ্যোগে গাড়ী খানা সিলেট পৌঁছাতে সেই ব্যবসায়ীকে সার্বিক সহযোগিতা করেন।এমনকি তিনি গাড়ি খানা যাতে নির্বিঘ্নে সিলেট নিয়ে আসা যায় তার জন্য যাত্রা পথে সিলেটের ব্যবসায়ীর সাথে নিজেও কিছু পথ পর্যন্ত আগাইয়া আসেন। আর এভাবেই এই ব্যবসায়ী তার ক্রয়কৃত গাড়ী খানা দেওয়ান সাহেবের সহযোগিতায় বিনা বাধায় সিলেট নিয়ে আসতে পেরেছিলেন ।




উল্লেখ আবশ্যক এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে যে নীতি বা আদর্শ সে সময়ে কাজ করেছিলো তা হলো পুলিশ পাবলিক বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক।আজকাল অবশ্য এসব সম্পর্ক খুবই বিরল। পুলিশ পাবলিকের মধ্যে আজকাল হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্কের বদলে গড়ে উটেছে আর্থিক স্বার্থে ও রাজনৈতিক ভাবে দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ।আর এতে করে ব্যর্থ ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে পুলিশ ও সাধারণ পাবলিকের আত্মিক,মানবিক ও নৈতিক সম্পর্ক।

তা ছাড়াও এ সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক দল গুলো অনেক ভ্রান্ত নিয়ম নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে বা করেছে ।তাতে করেও রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নৈতিক চরিত্রের মান ক্ষুন্ন হয়।

উল্লেখ আবশ্যক ,উপরোক্ত কারণ গুলো ছাড়াও দেশে পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দান ,পদায়ন এমনকি বদলির জন্যও আর্থিক মাসোয়ারা নামের অনৈতিকতার প্রচলন রহিয়াছে ।

আর এই সব ভ্রান্ত নিয়ম নীতি ও অনৈতিকতার জন্য রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী দিনদিন তার আদর্শিক পরিচয় হারিয়ে ফেলছে ।আজকাল রাজনৈতিক দল গুলো তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতা ঢাকতে, নাগরিকদের প্রতিবাদ ভন্ডুল করতে পুলিশ বাহিনীকে লাঠিয়াল বাহিনী বা ক্ষেত্র বিশেষ যম বাহিনীতে রূপ দিয়ে থাকে ।অন্য দিকে দেশের কালো টাকার মালিক ও টাউট শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্পর্ক গভীর করতে সচেষ্ট থাকে।আর এই অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যম হয় দেশে বহুল প্রচলিত সেই কালোটাক । দেশজুড়ে মশহুর ইদানিং দেশের সরকার ও নাকি নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পুলিশ বাহিনীকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে ।

এভাবেই সরকার, কালোপুজির মালিক ও টাউট বাটপারদের অনৈতিক সহযোগিতায় দিনে দিনে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রীয় বাহিনী হয়ে গেলো নীতি নৈতিকতা হীন একটি ব্যর্থ বাহিনীতে ।

তাই তো ভুক্তভোগী নাগরিকদের দাবি জরুরী ভিত্তিতে রাষ্ট্রের এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সার্বিক সংস্কার সাধন ।এবং নাগরিকদের বিশ্বাস এ জন্য উপযুক্ত সময় এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদকাল ।

কারণ ,রাজনৈতিক সরকার ব্যবস্থা দ্বারা নিখুঁত সংস্কার সাধন সম্ভব হবে বলে নাগরিকদের বিশ্বাস হয় না ।প্রমাণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলের দ্বারা গত তেপ্পান্ন বছরের রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যক্রম ।

যাক এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি । ইতিপূর্বে মূল প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম আজ আরো কয়েকজন নীতিবান পুলিশ অফিসারের কিছু কার্য্যক্রম ও জীবনচিত্র তুলে ধরবো।

বিশেষ করে এসপি সিরাজুল ইসলাম ,শহীদ এসডিপিও ফয়েজ আহমেদ ও এএসপি রফিকুল হক মজুমদারকে আজকের লেখায় অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা।

এসপি সিরাজুল ইসলাম ও ছিলেন চাকুরী জীবনে ওসি সিলেট কতোয়ালী । এসপি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর অবসরপ্রাপ্ত হয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন । অবসর জীবনে তিনি ঢাকার ফার্মগেট এলাকার একটি হোটেলে বিকেলে আড্ডা দিতেন । আমাদের সিলেট নগরীর অনেকেই তার কাছ থেকে চাকুরী জীবন বা অবসর কালীন জীবনেও অনেক সময় বিভিন্ন ভাবে আইনী ও সামাজিক সমস্যায় সহযোগিতা নিয়েছেন । এর মূলে ছিলো সিলেটে তার দায়িত্ব পালন কালীন সময়ের মানবিক ও আত্মিক সম্পর্ক। যা আজ আমাদের দেশ বা সমাজে পুলিশ বাহিনীর সদস্য বা অফিসার দ্বারা সহজে সম্ভব হবে না ।

সিরাজুল ইসলামকে সিলেটের অনেকেই এখনো তার আন্তরিকতার জন্য স্মরণ করেন ।

এসডিপিও শহীদ ফয়েজ আহমেদও ছিলেন আমাদের সিলেট শহরে পুলিশ অফিসার হিসেবে কর্মরত ।সেই সুবাদে তার ব্যাক্তি জীবনের কিছু ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি ।তার জীবন ছিলো খুবই সাদামাটা । তার শাহাদাত এর পর তার পারিবারিক জীবন খুবই কষ্টের মধ্যে কাটে।কোনো ব্যাংক ব্যালেন্স বা কোন ভূ সম্পত্তিও তার অর্জনে ছিলোনা । এমতাবস্থায় শহীদ পরিবারের দূর্দশা ও সরকারের টালাবাহানার জন্য তার ছেলে প্রখ্যাত সাহিত্যিককে হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে সাহিত্যিক, রাষ্ট্র চিন্তক আহমদ ছফা একবার আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিলেন।

এভাবেই দু:খ কষ্টে কেটেছে অতীত দিনের পুলিশ অফিসারদের পারিবারিক জীবন ।আর আজকের দিনে পুলিশ অফিসারদের কি জৌলুস পূর্ণ জীবন ।বিত্ত বিভৈব অঢেল টাকা পয়সা আর চাকুরী জীবনে কি বাহাদুরি ।

সেদিন আর এদিনের উল্লেখিত ফারাক শুধু নীতি নৈতিকতা ও অনিয়ম অনৈতিকতার প্রতিফল। (চলমান)

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
71-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

# প্রসঙ্গঃ জুতার মালা!

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থানা-পুলিশ হাতের নাগালে এসে যাওয়ায় এখন চলে মামলা মোকদ্দমা। যারা ও পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে চায় না, নিজেরাই কারবার সেড়ে দেয়। কাউকে কিলঘুষি চর-থাপ্পর বা ধোলাই, গুরুদন্ড হিসেবে কুলে খালাশ। সে হিসেবে সেই মধ্যযুগীয় জুতার মালা কালচার কেউ ফিরিয়ে আনলে কিছু আলোচনা তো হবেই।

মুক্তিযোদ্ধা কেন, একজন সাধারন নাগরিককেও হয়রানি করা বা প্রকাশ্যে জুতার মালা গলায় দিয়ে অপমান করা নিঃসন্দেহে একটা গর্হিত কাজ। মুক্তিযোদ্ধা ভদ্রলোক আওয়ামী লীগ করতেন। আওয়ামী লীগার অথচ খুনখারাপি লুটপাট অন্যায় অনাচার করে নাই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। ভদ্রলোকের আমলনামা যা দেখলাম, তাতে বেশ কামেল লোকই মনে হলো। তিন হত্যা মামলাসহ নয় মামলার আসামী। মামলাগুলো বর্তমান সরকার দেয় নাই, তার দলের সরকারই দিয়ে গেছে। হয়তো আইনী প্রক্রিয়ায় জেলের বাইরে। হতে পারে যারা কাজটা করেছে তারা ওই মুক্তিযোদ্ধার অত্যাচার নির্যাতন বা নানা অপকর্মের ভুক্তভোগী। যাই হোক, কোন অবস্থায়ই জুতার মালা গলায় দিয়ে ওভাবে অপমানটা করানোটা ঠিক হয় নাই।

তবে এটা ঠিক মুক্তিযোদ্ধা বলে বা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে- এ জন্য তাকে জুতার মালা পড়ানো হয় নাই। অথচ প্রচারণাটা এমনভাবে চালানো হয়েছে যেন মুক্তিযোদ্ধা বলেই তাকে ওই অপমান। দেশে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে কাউকে জুতার মালা পড়ানো হয় না। কাউকে কখনও পড়ানো হয়েছে এমন খবরও পাওয়া যায় নাই। ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় ব্যবহার করে যারা দুষ্কর্ম করে তাদের যথাযথ বিচারে তো কোন না নাই। শুধু তাই না, আমাদের দেশে এমন নজীরও আছে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধারাও অপরাধের কারনে বা শুধু রাজনৈতিক কারনে সাজা ভোগ করেছেন। জিয়াউর রহমান বীরোত্তম কর্ণেল (অবঃ) তাহেরকে ফাঁসিতে লটকিয়েছেন, শেখ হাসিনা তার পরিজন হত্যার সাথে জড়িতদেরকে রেহাই দেন নাই যদিও তাদের অনেকে ছিল খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা হলেই সে আইনের উর্দ্ধে, এমনটা না।

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা বা দেশকে ভালবেসে যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন তারা কোন অন্যায় অপকর্মে যুক্ত হন না, কখনও হন নাই। এমন মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা অনেক। আবার এমনও আছে মুক্তিযুদ্ধ পরিচয় ব্যবহার করে দখল লুটপাট হত্যা রাহাজানি চালিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরপর দেখা গেল রনাঙ্গন ফেরত একদল অস্ত্রধারী রাতারাতি দখল লুটপাটে মেতে উঠলো। তিনদিনের মধ্যে আমাদের পাড়ায় 'ডিপটির মাঠ'টা দখল করে পাঁচজনে মিলে তা নিজেদের মধ্যে ভাটোয়ারা করে নিলো। দখল হয়ে গেল অবাঙ্গালী কোরেশীর বাসা, সারা শহরে অবাঙালীদের যত ঘরবাড়ী। নবাবপুর রোড ইসলামপুর পুরান ঢাকায় বিহারীদের দোকানপাট ব্যবসা গুলো যারা দখল করলো তাদেরও পরিচয় ছিল মুক্তিযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধুর ভাগিনা শেখ ফজলুল হক মনি ওভারনাইট মতিঝিলে উর্দু দৈনিক পাসবানের ভবনটা প্রেসসহ দখল করে নিলো, তার উত্তরসূরীর যা এখনও ভোগদখল করে চলেছে। পাশের বাসার পনিরকে দিয়ে দখল করানো হলো র‍্যাংকিন স্ট্রীটে দৈনিক সংগ্রামের বাড়ীটা, সেখান থেকে বের হলো 'মেহনতি মানুষের মুখপত্র'।

আলোচ্য মুক্তিযোদ্ধা কোন পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা আমি জানি না। তবে তিনি আওয়ামী লীগ করতেন বা আওয়ামী রাজনীতি সমর্থন করতেন, যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা সবসময় দেশপ্রেমিক। কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা কখনও গুম খুন লুটপাট স্বৈরাচার কায়েম সমর্থন করতে পারে না।

পতিত স্বৈরাচারের দোসররা যখন ইস্যু তৈরী বা কোন ছুতোনাতায় দেশকে অস্থিতিশীল করে বর্তমান সরকারকে ব্যর্থ প্রমান করতে চাইছে সে সময় স্পর্শকাতর ইস্যুতে সবার সতর্ক এবং সংযত থাকা উচিত। আলোচ্য মুক্তিযোদ্ধা যে একজন ঘোড়েল প্রকৃতির লোক বোঝা গেল তার সর্বশেষ এক মন্তব্যে। বলেছেন তার গলায় জুতার মালা নাকি দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা দেওয়ার শামিল! তার অর্থ চামে একটা সুযোগ তিনিও তৈরী করে দিতে চাইছেন।

অতএব, সবাই সাবধান!

# মুনা'র প্রেসিডেন্ট ইমাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হোসাইন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মনোনীত হয়েছেন আরমান চৌধুরী, সিপিএ। এছাড়া ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন, আবু আহমদ নুরুজ্জামান, ডাঃ সাইদুর রহমান চৌধুরী, হারুন অর রশীদ, মাওলানা আবুল ফয়জুল্লাহ, ন্যাশনাল এসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু ওবায়দা, আনিসুর রহমান গাজী, ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও আব্দুল্লাহ আল আরিফ।

উল্লেখ্য, সংগঠনের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী সিনিয়র সদস্য ও সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে দুই বছরের জন্য ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও মজলিশে শুরার সদস্য নির্বাচন করেন সদস্যরা। নির্বাচন পরিচালনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান ছিলেন আবুসামিহাহ সিরাজুল ইসলাম। অপর সদস্যরা ছিলেন মোঃ দিদারুল আলম ও মোঃ রেজাউল করিম। গত ২১ ডিসেম্বর মজলিশে শুরার অধিবেশনে উপস্থিত সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহন করেন। শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

এরপর নবনির্বাচিত মজলিশে শুরার সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার হোসাইন। ২০২৫-২৬ সেশনে মজলিশে শুরার নির্বাচিত সদস্যরা হলেন, হারুন অর রশীদ, আবুল বাশার ফয়জুল্লাহ, আরমান চৌধুরী, তোয়াহা আমিন খান, ডাঃ আতাউল হক ওসমানী, আহমদ আবু ওবায়দা, সাফায়েত হোসেন সাফা, এমদাদ উল্লাহ, ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, আবদুল্লাহ আল আরিফ, ড. মোহাম্মদ নকিবুর রহমান, মোঃ মাহমুদুল কাদের তফাদার, মোঃ জিয়াউল ইসলাম শামীম, আব্দুল কাইয়ূম, খায়রুল হাসান রফিক, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান, প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। এদিকে নবনির্বাচিত ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ২০২৫-২৬ সেশনের জন্য ন্যাশনাল কমিটি ও জোনাল সভাপতিদের মনোনয়ন প্রদান করেন।

জোনাল সভাপতিরা হলেন, নিউইয়র্ক নর্থ জোন মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, নিউইয়র্ক সাউথ জোন ইমদাদ উল্লাহ, আপস্টেট নিউইয়র্ক জোন আব্দুল কাইয়ূম, ওয়েষ্ট জোন সভাপতি আব্দুল মান্নান, ইষ্ট জোন মাহমুদুল কাদের তফাদার, সাউথ জোন সভাপতি ডাঃ আমিনুল ইসলাম, নর্থ জোন সভাপতি নেসার উদ্দিন।













# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 87-54 168th Street, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 859 Fillmore Ave |
| Jackson Heights, NY 11372 | Jamaica, NY 11432 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14212 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 | 718-406-5549 |

# সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচিত হয়েছিলেন জিমি কার্টার। তবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিমি কার্টারের দায়িত্ব পালন সুখকর ছিল না। অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও কূটনৈতিক সংকট সামলাতে না পেরে এক মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি তিনি। পরে মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজের সুনাম পুনরুদ্ধার করেন জিমি কার্টার, যার স্বীকৃতি পান শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে।

জর্জিয়ার প্লেইনস-এ ১৯২৪ সালের ১ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন জেমস আর্ল কার্টার জুনিয়র। পরবর্তী তিনি জিমি কার্টার হিসেবেই পরিচিতি পান। একজন কৃষক ও দোকানির চার সন্তানের একজন ছিলেন তিনি।

জিমি কার্টার যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল একাডেমি থেকে ১৯৪৬ সালে স্নাতক পাস করেন। এরপর পারমাণবিক সাবমেরিন কর্মসূচিতে কাজ করেন। পরবর্তীতে এই চাকরি ছেড়ে পরিবারের বাদাম চাষাবাদের ব্যবসা দেখভালের দায়িত্ব নেন। কিশোর বয়স থেকেই সাউদার্ন ব্যাপ্টিস্ট সানডে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন জিমি কার্টার। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনেও শক্তিশালী নৈতিকতার চেতনা নিয়ে আসেন তিনি। কোনো রাখঢাক ছাড়াই নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়টি প্রকাশ করতেন জিমি কার্টার।

জিমি কার্টার একপর্যায়ে কোটিপতি হন। জর্জিয়া থেকে কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জর্জিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পান। ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

রোসালিনের সঙ্গে ৭৭ বছরের দাম্পত্য জীবন

১৯৪৬ সালে রোসালিন স্মিথকে বিয়ে করেন জিমি কার্টার। এই দম্পতির চার সন্তান। রোসালিনের সঙ্গে জিমি কার্টারের দাম্পত্য জীবন ছিল দীর্ঘ ৭৭ বছরের। গত বছরের নভেম্বরে ৯৬ বছর বয়সে মারা যান রোসালিন। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে হুইলচেয়ারে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল অসুস্থ কার্টারকে। তাঁদের সংসারে চার সন্তান, ১১ নাতি-নাতনি এবং ১৪ জন প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী রয়েছে। ২০১৫ সালে তাঁদের এক নাতির মৃত্যু হয়।

জিমি কার্টার কয়েক বছর ধরে ত্বকের ক্যানসার মেলানোমাসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। তাঁর যকৃৎ ও মস্তিষ্কেও ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আনুষ্ঠানিক কোনো চিকিৎসা না নিয়ে গত বছরের ফেব্রুয়ারী থেকে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকে নিজ বাসভবনে নিবিড় সেবাযত্নে ছিলেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট।

গত ১ অক্টোবরে জিমি কার্টার তাঁর ১০০তম জন্মদিন উদযাপন করেন। এরপর ১৬ অক্টোবর ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ভোট দেন। ই-মেইল যোগে আগাম ভোট দিয়েছিলেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট হয়ে হারানো জনপ্রিয়তা ফেরান মানবিক কর্মকাণ্ডে

যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী প্রেসিডেন্ট কার্টার ১৯৭৭-এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এ পদে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ড রিগ্যানের কাছে পরাজিত হয়ে হোয়াইট হাউস ছাড়েন তিনি।

জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক দুর্দশা চলছিল। তাঁর শাসনকালেই ইরানে মার্কিন দূতাবাসে যুক্তরাষ্ট্রের ৫২ জন কূটনীতিক ও নাগরিককে জিম্মি করা হয়েছিল। তিনি ক্ষমতা ছাড়ার পর এই জিম্মিদশার অবসান হয়। অবশ্য ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে কার্টারের ভূমিকা ছিল। এর মধ্য দিয়ে মিসর ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্ভব হয়।

হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন মানবিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন জিমি কার্টার। এর মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার রক্ষা, দেশে দেশে দারিদ্র্য হ্রাসে কর্মসূচিও। আন্তর্জাতিক সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতে নিরলস প্রচেষ্টা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতিসাধন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ২০০২ সালে তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

জিমি কার্টারের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে চিপ কার্টার এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমার বাবা একজন নায়ক ছিলেন; শুধু আমার কাছেই নন, যাঁরা শান্তি, মানবাধিকার এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন এমন সবার কাছেই।'

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের স্মৃতিকথা থেকে শুরু করে শিশুসাহিত্য, দুই ডজনেরও বেশি বই লিখেছেন জিমি কার্টার। ধর্মীয় বিশ্বাস ও কূটনীতি নিয়েও তিনি লেখালেখি করেছেন। ২০১৮ সালে তাঁর 'ফেইথ: আ জার্নি ফর অল' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।



জিমি কার্টারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের সময় তোলা ছবি। ছবি গেটি ইমেজেস


জিমি কার্টার তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।


বাদাম ক্ষেতে জিমি কার্টার ১৯৭৬ সালে। ছবি গেটি ইমেজেস


২০০২ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান জিমি কার্টার।


যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে জিমি কার্টার (ডানে)।

# রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ** ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হলো তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এসময় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ বহু রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন।

সকালে নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে এক ঘণ্টার জন্য নেওয়া হয় মনমোহনের মরদেহ। সেখানে সাধারণ জনগণ ও দলের নেতা-কর্মীরা সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে সেনা ট্রাকে করে তার মরদেহ নেওয়া হয় শ্মশানে।

এরপর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীসহ বহু রাজনীতিবিদ। এছাড়াও সেখানে ছিলেন মনমোহনের পরিবারের সদস্যরা।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ৭ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। এই সময়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। কংগ্রেসও দলের সব সরকারি কর্মসূচি, এমনকি প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন আগামী ৭ দিনের জন্য বাতিল করেছে।

এর আগে মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য স্থান বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেসের মধ্যে শুক্রবার বিতর্ক হয়। কংগ্রেস নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দের নিন্দা জানায় এবং সেখানে তার সম্মানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের আহ্বান জানায়। এ নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন।

বিজেপি মুখপাত্র সি আর কেশবন কংগ্রেসের আচরণকে বিদ্রূপাত্মক আখ্যা দিয়ে বলেন, ২০০৪ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার দিল্লিতে তার কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেনি।

তবে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, মনমোহন সিংয়ের স্মৃতিসৌধের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হবে। তবে যেহেতু স্মৃতিসৌধ নির্মাণে স্থান বরাদ্দের প্রক্রিয়া ও ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। তাই এর মধ্যেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার কথা জানায় বিজেপি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮টা ১০ মিনিটে মনমোহন সিংকে এইমসের ইমারজেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর রাত ৯টা ৫১ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।

ভারতের 'অর্থনৈতিক সংস্কারের স্থপতি' নামে পরিচিত মনমোহন সিং ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ জানিয়েছেন অনেক বিশ্ব নেতা।

# বিশ্বে প্রতি ৬ শিশুর একজন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করে



**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ** বিশ্বব্যাপী প্রতি ৬ শিশুর মধ্যে একজনের বেশি সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস করে। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই খবর জানিয়েছে।

ইউনিসেফ-এর এই বিবৃতি এমন সময় এলো যখন গাজা, সুদান ও ইউক্রেনসহ বিশ্বজুড়ে চলমান সংঘাতে শিশুদের জীবন যখন হুমকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে গাজায়, যেখানে গত ১৫ মাস ধরে ইসরায়েলি আগ্রাসনে অন্তত ১৭ হাজার ৪৯২ শিশু নিহত হয়েছে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেছেন, 'সব দিক বিবেচনা করেই, ইউনিসেফের ইতিহাসে চলতি বছরটিকে সংঘাতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য খারাপ বছরগুলোর একটি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা ও তাদের জীবনের ওপর প্রভাবের মাত্রা উভয় দিক থেকেই ২০২৪ সাল আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে।

রাসেল বলেন, চলতি বছর একটি শিশুর স্কুলের বাইরে থাকা, অপুষ্টিতে ভোগা কিংবা বাড়ি থেকে জোরপূর্বক বিতারিত হওয়ার মতো ঘটনাগুলো বেশি ঘটেছে। এর মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজার শিশুরা।

এটিকে পরর্বতী প্রজন্মের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশ্বের অনিয়ন্ত্রিত যুদ্ধের জন্য আমরা শিশুদের একটি প্রজন্মকে সমান্তরাল ক্ষতি হতে দিতে পারি না।

ইউনিসেফ জানিয়েছে, চলতি বছর সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের অনুপাত দ্বিগুণ হয়ে ১৯ শতাংশে পৌঁছেছে, যার মাত্রা ১৯৯০ এর দশকে ছিল ১০ শতাংশ।

প্রতিবেদনটিতে সংঘাত ও সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত শিশুদের বিষয়ে বলা হয়, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বাস্তুচ্যুত শিশুর সংখ্যা ছিল ৪৭ দশমিক ২ মিলিয়ন। ২০২৪ সালে হাইতি, লেবানন, মিয়ানমার, ফিলিস্তিনি অঞ্চল এবং সুদানসহ বিভিন্ন দেশে সংঘাত তীব্রতর হওয়ায় বাস্তুচ্যুত্যের এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সাল থেকে ২২ হাজার ৫৫৭ শিশুর বিরুদ্ধে রেকর্ডসংখ্যক ৩২ হাজার ৯৯০টি গুরুতর আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা নিরাপত্তা পরিষদের বাধ্যতামূলক পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ। সংস্থাটি বলেছে, গাজা ও ইউক্রেনে হাজার হাজার শিশু নিহত ও আহত হওয়ায় এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউনিসেফ আরও জানায়, শিশুদের ওপর যৌন সহিংসতা বেড়েছে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের শিক্ষা। অপুষ্টির হারও বেড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, সশস্ত্র সংঘাত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

শিশুদের এই হুমকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার জন্য বিশ্বকেই দায়ী করেছেন ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক। শিশুদের রক্ষা করতে ও তাদের জীবন উন্নত করতে আরও বেশি কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

সেপ্টেম্বরে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর কাজ করা বেসরকারি সংস্থা অক্সফাম জানায়, গাজায় গত এক বছর ধরে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর চালানো আগ্রাসনে নিহত নারী ও শিশুর সংখ্যা বেশি।

গত ৮ নভেম্বর জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় জানায়, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার শুরু থেকে এখন পর্যন্ত নিহতদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। ইসরায়েলের এই হত্যাকাণ্ডকে 'গণহত্যা' হিসেবে উল্লেখ করে একে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলেও অভিহিত করে সংস্থাটি।

সংস্থাটি আরও জানায়, ইসরায়েলি বাহিনীর এমন আচরণের কারণে গাজায় অনাহার, অসুস্থতা এবং বিভিন্ন রোগের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। আর পরবর্তীতে সেগুলো শিশু ও নারীদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।






সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ১৫ : সোমবার, পৌষ ১৫, ১৪৩১ / জমাদিউস সানি ২৭, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 15, December 30, 2024 USA.
Free in NY, Other State $1.


# মুনা'র প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সিপিএ আরমান

**নিউইয়র্ক:** উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সর্ববৃহৎ ইসলামি সংগঠন মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা)'র ন্যাশনাল ও জোনাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সেশনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ইমাম দেলোয়ার বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়


ইমাম দেলোয়ার


সিপিএ আরমান


বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ১৫ ॥ সোমবার পৌষ ১৫, ১৪৩১ ॥ জমাদিউস সানি ২৭, ১৪৪৬ ॥ Vol. 29 ॥ Issue 15 / December 30, 2024 USA. Free in NY, Other State $1


সাঈদ তারেকের কলাম

## প্রসঙ্গ: জুতার মালা



ক'দিন আগে এক মুক্তিযোদ্ধার গলায় জুতার মালা পড়ানো নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় বেশ শোরগোল দেখা গেল। হওয়ারই কথা। বাঙ্গালী সমাজে একসময় অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যে অপমানের চল ছিল। অপরাধের প্রকারভেদে কানমলা নাকমলা নাকেখত মুখে চুনকালি মাথা ন্যাড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে সারা গ্রাম ঘুড়িয়ে আনা বা গুরুদন্ডে গলায় জুতার মালা পড়ানো হতো। আরও বড় অপরাধে একঘরে করে রাখা অথবা গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার মত ঘটনাও ঘটতো। সে সব চল এখন উঠে গেছে। আইন আদালত বা

বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়

# ফিরে দেখা কমিউনিটির ২০২৪

**বিশেষ প্রতিনিধি:** যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিদায় বছরে অর্থাৎ ২০২৪ সালের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিলো ওজোন পার্কে পুলিশের গুলিতে মানসিকভাবে অসুস্থ বাংলাদেশী যুবক উইন রোজারিও আর বাফেলোতে দূর্বৃত্তের গুলিতে জোড়া বাংলাদেশী খুন। রোজারিওকে প্রকাশ্য দিবালোকে তার মা ও ভাইয়ের সামনে গুলি করে হত্য করা হয়। ঘটনার পর পরই অভিযুক্ত নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের দুই অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয় এবং মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এছাড়াও গেলো বছরে দূর্বৃত্তের হামলা ও গলিতে বিভিন্ন ষ্টেটে একাধিক বাংলাদেশী হত্যার শিকার হন। পাশাপাশি জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে ড. ইউনূসের




যোগদান, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক আর চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র নির্বাচন আর চার ভাগে বিভক্ত ফোবানা সম্মেলন ছিলো কমিউনিটির অন্যতম আলোচ্য বিষয়। নিম্নে কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

### আলোচিত ঘটনা উইন রোজারিও আর বাফেলোতে জোড়া খুন

**জানুয়ারি**

সড়ক দুর্ঘটনায় ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর নিহত: পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ডেলোয়ারে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশী ফিরোজ আলম জাহাঙ্গীর (৫৫) মৃত্যুবরণ করেছেন। তার দেশের বাড়ী নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সালামত উল্লাহ মেম্বার বাড়ী, ওর্য়াড নং ১, চর পার্বতী। ডেলাওয়ার কাউন্টির ক্রাম লিনে আই-৪৭৬ সাউথ থেকে ইন্টারস্টেট আই-৯৫ নর্থেও র‍্যাম্প এর মুখে সে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

**ফেব্রুয়ারি:**

ফিলাডেলফিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে বাংলাদেশী নওশাদের মৃত্যু: পেনসিলভেনিয়া ষ্টেটের ফিলাডেলফিয়া সিটির ডেনজীর্স জোন কেনসিংটন এভিনিউতে ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গোলাগুলিতে এক বাংলাদেশী যুবক নিহত হয়েছেন। তার নাম নওশাদ খান (২৪)। তিনি পাশ্ববর্তী স্টেট ডেলাওয়ারের বাসিন্দা ছিলেন। বাংলাদেশে তার বাড়ি চট্টগ্রামের দোহাজারী এবং তার পিতার নাম শমশের খান।

**ঢাকার বেইলী রোডের অগ্নিকান্ডে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আতাউর রহমান শামীমের মৃত্যু:**

বাকি অংশ ১৮ পৃষ্ঠায়

# নানা আয়োজনে নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে বড়দিন উদাপিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নানা আয়োজন আর উৎসবমুখর পরিবেশে এবং যথাযথ মর্যাদায় বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) নিউইয়র্কে খ্রীস্টান ধর্মালম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'ম্যারি ক্রিসমাস' অর্থাৎ 'বড়দিন' উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশী খ্রিস্টীন ধর্মালম্বীরাও সিটির বিভিন্ন চার্চে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, পিঠা পর্ব, চা-চক্রসহ ক্রিসমাস কেক কাটা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রীতিভোজ প্রভৃতি। এতে ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগের উপর গুরুত্তারোপ করা হয়। খবর ইউএনএ'র। জানা যায়, সিটির বিভিন্ন চার্চে বুধবার সকাল

বাকি অংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

# যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গৃহহীনদের তালিকায় নিউইয়র্ক

### এক বছরে গৃহহীনদের সংখ্যা বেড়েছে ৫৪,৮১৯

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে ২৩ জন গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে। এখানে গত বছর গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ১৮ শতাংশ বেড়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও অতিরিক্ত আবাসন ব্যয়ের মতো কিছু কারণে দেশটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। খবর রয়টার্সের

এদিকে নিউইয়র্কে গত বছরের তুলনায় এ বছর গৃহহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ৫৪,৮১৯ জন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে গৃহহীন মানুষের সংখ্যার তালিকায় ২য় অবস্থানে রয়েছে নিউইয়র্ক।খবর সিবিএস নিউজের।

গত শুক্রবার প্রকাশিত ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্টের (এইচইউডি) এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে দেশটিতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৭১ হাজার ৪৮০। এ সংখ্যা ২০২৩ সালের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। অন্যভাবে বললে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ হাজার মানুষের মধ্যে ২৩ জন গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে।

সিবিএস নিউজ বলছে, ৭ লাখ ৭১ হাজার ৪৮০ গৃহহীন মানুষের মধ্যে নিউইয়র্কে রয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার ০১৯ জন। যা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২য় সর্বোচ্চ। গত বছর নিউইয়র্কে এ সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ৩ হাজার ২০০ জন গৃহহীন।

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

# ম্যানহাটনে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের বাইরে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সূত্র জানায়, শনিবার মধ্যরাতে হেলস কিচেনে ৩৩২ ওয়েস্ট ৪৯তম স্ট্রিটের সামনে ৩৫ বছর বয়সী ভিক্টিমকে গুলি করা হয়।

মিডটাউন নর্থ প্রিসিক্টের পুলিশ অফিসাররা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন ভিক্টিমের শরীরে দুটি গুলি লেগেছে এবং তিনি তখন আহতবস্থায় ছিলেন। ইএমএস টিম ওই ভিক্টিমকে বেলভিউ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তিার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় কিছুক্ষণ পর মারা যান। পরিবারকে না জানানো পর্যন্ত পুলিশ

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

### বাংলা পত্রিকা'র সাহিত্য সম্পাদক

# তমিজ উদ্দীন লোদীর জন্মদিন ১ জানুয়ারি

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি তমিজ উদ্দীন লোদীর জন্মদিন আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৫। তিনি সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে ১৯৫৯ সালের এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন। সত্তরের শেষ দিকে গল্প দিয়ে তাঁর লেখালেখির যাত্রা শুরু হলেও আশির দশকে তিনি কবিতার প্রতি অধিক



বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

# যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

## এক স্লিপ



**সালাহউদ্দিন আহমেদ:**

স্বাগতম : ইরেজী নতুন বছর ২০২৫, বিদায় ২০২৪। দিন, সপ্তাহ, মাস পেরিয়ে আরো একটি বছর হারিয়ে গেলো কালের গর্ভে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির চায়ের আড্ডায় সচেতন পাঠক মহলে বিগত বছর আর নতুন বছরের চাওয়া পাওয়ার হিসাব-নিকাশ চলছে। এসব আড্ডায় বিগত দিনগুলোর ভালো কর্মকান্ড যেমন আলোচিত হচ্ছে, তেমনী মন্দ ঘটনাগুলোও সমানতালে সমালোচিত হচ্ছে। এসব নিয়ে কখনো কখনো চায়ের কাপে ঝড়ও উঠছে। শুক্রবার এক ব্রেকফাস্ট আড্ডায় কেউ কেউ জানাতে প্রশ্ন উঠালেন প্রবাসের বাংলা মিডিয়ার দায়িত্ববোধ নিয়ে। আমি একজন সংবাদ কর্মী বলেই এমন প্রশ্নের অবতারণা তাদের প্রশ্ন বিগত বছরে কমিউনিটিতে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু

বাকি অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়

# বাংলাদেশি কমিউনিটির দুই প্রবীণ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু

### শোক প্রকাশ

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ** জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক এর সাবেক সভাপতি ও বর্তমান বোর্ড অব ট্রাষ্টি সদস্য বদরুন নাহার খান মিতা'র পিতা হাজী কলন্দর মিয়ার জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ডিসেম্বর) বাদ যোহর বেলা ১ টায় সিটির উডসাইডের আহলুল বায়েত মিশন মসজিদে (৪১-০৬ ৫৫ স্ট্রীট, উডসাইড) অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐদিনই অপরাহ্নে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবরস্থানে মরহুমে


হাজী কলন্দর মিয়া


মোহাম্মদ সহিদুল হোসেন

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

# ফ্লোরিডায় বাংলাদেশী-আমেরিকান হিন্দুদের প্রতিবাদ সমাবেশ

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ফ্লোরিডার পাম বিচে নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাসভবনের কাছে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে প্রবাসী বাংলাদেশী-আমেরিকান হিন্দুরা। সমাবেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ও

বাকি অংশ ২৬পৃষ্ঠায়

# এস্টোরিয়ায় স্থানান্তরিত সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রধান কার্যালয়

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে বৈধ পথে টাকা পাঠানোর অন্যতম প্রধান সরকারি চ্যানেল সোনালী সোনালী এক্সচেঞ্জ কোং ইনক নিউইয়র্ক নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিউইয়র্কস্থ প্রধান কার্যালয় ম্যানহাটান শাখা ও এস্টোরিয়া বুথ একীভূত হয়ে কোম্পানির কর্পোরেট শাখা

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়













Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com